P. A. GHOSHA'S SERIES.

THE

GAURIYA BHASHA TATTWA

OR

The Origin and History of the Bengali Language and Literature. with references to the Geography, History, and Antiquities of Bengal.

Part I.

গৌড়ীয়ভাষা-তত্ত্ব

প্রথম খণ্ড।

यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये
विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्मै [illegible]

শ্রীপদ্মনাভ [illegible]

শ্রীঅবিনাশ চ[illegible] মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

BY

PUDMA NAV GHOSAL

AND

ABINASH CHANDRA MUKHOPADHYAYA.

কলিকাতা।

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

Published

BY

GOVINDA CHANDRA GHOSHA.

BOOKSELLER, PUBLISHER AND PRINTER.

NO. 11. COLLEGE, STREET.

শক ১৭৯৭,

28,6/60

বিজ্ঞাপন

একাকী প্রশান্তভাবে জ্ঞানপর্য্যালোচনা অপেক্ষা পুস্তক প্রকাশ অধিক প্রীতিকর নহে। বেদব্যাসের সুমধুর সঙ্গ, সেক্সপিয়রের কলকণ্ঠরব, নিউটনের সারবত্ত্বা, ডিমস্থিনিসের উচ্চৈঃস্বর, ও স্বভাবের রমণীয় শোভা পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ের কোলাহলে প্রবেশ করিতে কাহার ইচ্ছা জন্মে? বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালে নাটকাদি পাঠেই লোকের অধিক অভিরুচি। অর্থনাশ শ্রমনাশ ও মনোভঙ্গই এক্ষণে অপরাপর গ্রন্থ প্রকাশে [illegible] জন্য পুস্তক প্রকাশে তাদৃশ ইচ্ছা না [illegible] পয় বন্ধুর অনুরোধে এই গ্রন্থ লিখি[illegible] র- বর্ত্তনের সহিত ভাষা পরিবর্ত্ত[illegible] পরিবর্ত্তনাদি বিষয় ইতিহাসের [illegible]স্ত লাক্ষেপের বিষয় যে, বাঙ্গালার যবনাধিকারের [illegible] সময়ের বৃত্তান্ত লিখিতে এ পর্য্যন্ত কেহই হস্তক্ষেপ করিলেন না। বালকেরা শ্রীযুক্ত মার্সমন কৃত মুসলমান সময়ের যে বাঙ্গালা ইতিহাস পাঠ করিয়া থাকে, তাহার অনেক স্থানে আমাদের সহিত মতের অনৈক্য হয়। ব্রিটিশ সময়ের সম্পূর্ণ ইতিহাসও প্রকাশিত নাই। সুতরাং আমাদিগকে অগত্যা ভাষাতত্ত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিতে হইল। ইহাতে সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে। পুস্তকের প্রথম দুই খণ্ডে ভাষার উৎপত্তি বিবরণ শেষ হইবে। তৃতীয় খণ্ডাবধি প্রবন্ধকারগণের জীবনচরিতসহ সাহিত্য বিবরণ প্রকাশের ইচ্ছা আছে। সংস্কৃত মিশ্রিত আদিম কালের অপরিস্ফুট বাঙ্গালা পাঠ করিলে কিরূপে যে প্রাচ্যভাগের ভাষা উড়িষ্যা, বাঙ্গালা, ত্রিহুতীয় ও আশামীয় রূপে

ভিন্ন হইয়াছে তাহা বিলক্ষণ বোধ হয়। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি কালে ভাষার পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্যরূপে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা বিশুদ্ধ হইলেও ইহার মধ্যে প্রাকৃত, অসভ্য, চীন, পারসী, আরবী, তুরষ্ক, পোর্ত্তুগীজ, হিন্দি, মহারাষ্ট্রীয়, ইংরেজি, ফরাশি, জর্ম্মাণ, ইটালী প্রভৃতি ভূরি ভূরি ভাষার শব্দ মিশ্রিত দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে যে যে মহাত্মা ভাষার উন্নতি সাধনে যত্ন করিতেছেন, শেষ খণ্ডে তাঁহাদিগের জীবন চরিত প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তক প্রণয়ন কালে যে কত গ্রন্থের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। পাঠকেরা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

পুস্তক মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়া পীড়াদি কারণ বশতঃ মুদ্রাঙ্ক [illegible] র বিঘ্ন ঘটে। এই নিমিত্ত গ্রন্থ বিলম্বে প্রকাশিত এবং কিয়দ্ভাগ অতি অপকৃষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ১৯পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তিতে প্রাচ্যের পরিবর্ত্তে প্রতীচ্য, ৩০ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তিতে আদিশূরের সময় সম্বন্ধে নবম শতাব্দী স্থানে অষ্টম, ৩২ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তিতে বল্লালসেনের সময় সম্বন্ধে একাদশ শতাব্দী স্থানে ৯০৩ এবং ৪০ পৃষ্ঠার ১৪ পংক্তিতে বিবি ও বালাখানার পরিবর্ত্তে বিছানা ও বালিস আদি কয়েকটি ভুল আছে। আদিশূর ও বল্লালসেনের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে টীকাও প্রদত্ত হয় নাই। আমরা পুনর্মুদ্রাঙ্কন কালে এইগুলি সংশোধন করিয়া দিব।

পরিশেষে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, পুস্তক যন্ত্রস্থ হইলে মহাভারত ও পুরাণাদির সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় সংশোধন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

CONTENTS.

Introduction

CHAP I.

Page

Early state of Bengal—Boundaries of Gaur and Banga—Etymology of the name Bengal and its application—Earliest Inhabitants—Aryans—Barbarians... 1

CHAP II

A rapid sketch of the History of Bengal from the Treta Yug down to the time of Lord Northbrook. 17

THE GAURIY[illegible] TATTWA.

Bengali language.

Corrupted—Necessity [illegible]

Prakrita dialect—Vararu[illegible] an[illegible] langu- ages -Bengali is a corruption [illegible] and not of Prakrita. 79

CHAP II.

Bengali language, its antiquity—Various proofs, viz—1. Present state of the language ; Signs of the Accusative and the Ablative , 3, Proverbs ; 4. Bengali words mentioned in Greek Authors ; 5. Old ritual verses recited by girls ; 6 Songs of the Buddhist Pal Rajas——Bengali alphabet, its description in the Tantras ; its notice in Buddhist works—Coins and Copper plates—Bengali figures, their mention in Pingal, Vararuchi and other works—Description of the process by which Sanskrit passed into Bengali—Bengali not derived from the language of the Non-Aryan tribes. 89

CHAP III.

Inflectional terminations of nouns—origin of the endings, "ke," "re," "e," and "ra" ... 101

CHAP IV.

Cases of nouns—Nominative, origin of its sign and use—Accusative, origin of its sign and use—Instrumental, origin of its sign and use—Dative origin of its sign and use—Ablative, origin of its sign and use—Locative, origin of its sign and use. ... 109

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা — পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ১

দ্বিতীয় অধ্যায় ১৭

গৌড়ীয়ভাষা তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায় ৭৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ৮৯

তৃতীয় অধ্যায় ১০১

চতুর্থ অধ্যায় ১০৯

গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

দেশের প্রাচীন অবস্থা ও সীমা; গৌড় ও বঙ্গের উৎপত্তি ও সীমানির্দ্দেশ; বাঙ্গালা নামের প্রথম উদ্ভব ও প্রচার; আর্য্য জাতির সমাগম; অসভ্যদিগের আবাস।

আমরা সচরাচর যে দেশকে বাঙ্গালা বলিয়া থাকি তাহার প্রকৃত নাম [illegible] স্থানে দশটী পর[illegible] কোন কোন স্থলে দশা[illegible] হইয়াছে। চিরকাল কোন দেশের [illegible] একাবস্থা বা এক রূপ সীমা থাকে না। প্রকৃতির পর্য্যায় সততই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আমাদিগের মাতৃভূমিও যে এই নিয়মের বশবর্ত্তিনী হইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে ভাগীরথী সলিলসিক্তা এই পুণ্যভূমি, উত্তর পশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। এক দিকে মিথিলা ও অপর দিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজারা রাজত্ব করিতেন। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল উৎকল ও গয়ের রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। পূর্ব্ব ও অপরাপর দিকের স্থানে স্থানে অসভ্যেরা বাস করিত। পরে সূর্য্যবংশীয় মহারাজা

মান্ধাতার পঞ্চ গৌড় নামক পঞ্চ দৌহিত্রের বংশা বলী পঞ্চ গৌড়ে বিস্তৃত হইতে লাগিল। (১) অনন্তর সোমবংশ সমুদ্ভূত বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ (২), পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামক পঞ্চ ক্ষেত্রজ পুত্র স্বনাম খ্যাত দেশে রাজ্য বিস্তার করিয়া পুরুষানুক্রমে বহুকাল রাজ্য ভোগ করিলেন। তদবধি বঙ্গ রাজ্যের উৎপত্তি গণনা করিতে হইবে। কিয়ৎকাল অতীত হইলে রঙ্গপুর দিনাজপুর ও কোচবেহারের সন্নিহিত স্থান মৎস্য দেশ নামে আহূত হয়। (৩)। দ্বাপর যুগের অবসান সময়ে ঐ স্থানে অসুর বংশজ বাণ রাজা রাজত্ব

(১) স্কন্দ পুরাণ।

(২) কলিঙ্গ দেশ তিনটী। তন্মধ্যে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী কলিঙ্গই প্রধান কলিঙ্গ। তথাহি শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে

" জগন্নাথাৎ পূর্ব্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগং শিবে।
কলিঙ্গ দেশঃ সংপ্রোক্তো রামমার্গ পরায়ণঃ॥"

অপিচ বালি ও জাবা দ্বীপের লোকেরা ঐ স্থানকে ক্লিঙ্গ বলে। গ্রীক গ্রন্থকার টলমী ও প্লিনিও ঐ স্থানকে কলিঙ্গ বলিয়াছেন।

(৩) ভবিষ্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। কিন্তু বিখ্যাত মৎস্য দেশ জয়পুরের সান্নিধ্যে। তথাহি শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে।

"মরুদেশাৎ পূর্ব্বভাগে বিরাটঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

অপিচ গারুড়ে

পাঞ্চালা কুরবো মৎস্যা যৌধেয়াঃসপটচ্চরাঃ।
কুন্তয় শূরসেনাশ্চ মধ্যদেশ জনাঃ স্মৃতাঃ ॥

মনুসংহিতামতে প্রয়াগ ও সরস্বতী মধ্যে মধ্যদেশ।

করিয়াছিলেন। শোণিতপুর তাঁহার রাজধানী ছিল(২) মধ্য ভাগের কিয়দংশ পুণ্ড্র বলিয়া খ্যাত থাকে (৩)। ত্রিপুরা (৪) মণিপুর ও তাম্রলিপ্তাদি প্রাচীন দেশের চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে সময় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রাজারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন বাঙ্গালা প্রাচীন কালে সীমাবিশিষ্ট কোন একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল না।

কালে বহুরা[illegible] পূর্ব্ব সীমা আরা-কান ও চট্টগ্রা[illegible] হইতে আরম্ভ হ[illegible] হওত মণিপুর হইতে অষ্ট যোজন অন্তরে [illegible]

---

(২) মহাভারত।

দিনাজপুরের প্রায় ১০ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে শোণিতপুরে বাণ রাজার ভগ্নপুরী ও চম্পাইনগরে বিরূপাক্ষনামক শিব অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

[৩] ভবিষ্য পুরাণ—ব্রহ্মাণ্ডাধ্যায়। পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র ও মহা-পুণ্ড্র লইয়া সদা গোলযোগ হয়। এক্ষণকার রাজসাহী ভাগল-পুর মুরশিদাবাদ ও জঙ্গল মহলাদি লইয়া পুণ্ড্র ছিল। এখনও ঐ সকল স্থানে অনেক পুণ্ড্র বা পুঁড়েজাতি দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) আগ্নেয্যামঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ ত্রিপুর কোষলাঃ।
কলিঙ্গৌড্রান্ধ্র কিষ্কিন্ধ্যা বিদর্ভঃ সবরাদয়ঃ।

কূর্ম্মচক্র

ত্রিপুরার রাজাদিগকে মাণিক্য বলিত।

পর্ব্বতে মিলিত হইয়াছে; এবং পুনরায় ঐ পর্ব্বত সংযুক্ত শৈল শ্রেণী অবলম্বন করিয়া আসামের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওত প্রভু পর্ব্বত প্রাপনানন্তর ভয়ঙ্কর পরশুরাম খাতে নিঃশেষিত হইয়াছে। এই স্থানের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ ভারতভূমি প্রবেশ করিতেছে। উত্তরে ভোট শিকিম ও নেপাল রাজ্য বিরাজিত। দক্ষিণদিক অগাধ জলধির জল কল্লোলে সদাই আকুলিত। দক্ষিণ পশ্চিমে সুবর্ণ রেখা নদী প্রবাহিতা। পশ্চিমদিকে প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে।

এই চতুঃসীমান্তবর্ত্তী প্রদেশের পশ্চিমাংশ বহুকালাবধি গৌড় বলিয়া পরিচিত। জ্যোতিষের ছায়া বিবরণে পঞ্চাঙ্গুল দশ ব্যঙ্গুল ছায়া গৌড়ের ছায়া বলিয়া ধৃত হইয়াছে (১)। এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। দেশীয় ভাষার নামও গৌড়ীয় ভাষা। ভিন্ন দেশীয় লোকেরাও গৌড় বলিয়া আহ্বান করিত। অতি প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকারেরাই ইহার প্রমাণ স্থল। এরিয়ান ইহাকে গৌড়রসী (গৌড়বর্ষ) কহিয়াছেন। সিসিলিয়ান ডাইওডোরস্ ইহাকে গনড়ারিস কহিয়াছেন। টলমী গৌড়ীঘোস কহিয়াছেন। এবং গৌড়েশ্বরীর মাহাত্ম্য জন্য নোনছ ইহাকে পুণ্যাখ্য গৌড়ীয়ান্-

(১) "গৌড়ে দশ ব্যঙ্গুলাধিক পঞ্চাঙ্গুল চ্ছায়া"।

জ্যোতিস্তত্ত্ব

ডেশ কহিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ও গৌড় বলিয়া গিয়াছেন। বহুকালাবধি গৌড়নগর বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। ইংরেজদিগের মতেও(১)গৌড় খৃষ্ট জন্মিবার ৭৩০ বর্ষ পূর্ব্বে রাজধানী বলিয়া খ্যাত। টলমী ইহাকে গ্যানজিনা রিজিয়া কহিয়া গিয়াছেন। সমস্ত দেশকে বঙ্গ বা বাঙ্গালা বলা ভ্রম মাত্র। পূর্ব্ব দেশের নামই প্রকৃত বঙ্গ দেশ। অদ্যাপিও বঙ্গ, বঙ্গজ, বাঙ্গাল পূর্ব্ব দেশ সম্বন্ধেই প্রমাণ হয়। অতএব স্থির হইতেছে যে বর্ত্তমান দেশে [illegible] গৌড়। যাহা হউক [illegible] গৌড়াধীন সমস্ত সাম্রাজ্য [illegible] কথিত হইত।

করতোয়া ও ভাগীরথী দ্বারা গৌড় ও বঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে পৃথক হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর বামপার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া কলিকাতা বঙ্গদেশ মধ্যে গণ্য। তজ্জন্য কেহ২ কলিকাতার পার্শ্বে গঙ্গায় স্নান পর্য্যন্তও করেন না। অপিচ ব্রহ্মযামলে, এই পার্শ্ব-বঙ্গ দেশ মধ্যে গণ্য হইয়াছে (২)। সমুদ্রাবধি ব্রহ্ম-পুত্র পর্য্যন্ত ইহার সীমা (৩)। বঙ্গদেশাবধি আরম্ভ

(১) Dow's sixth Book

(২) "কালিকা বঙ্গদেশে চ অযোধ্যায়াং মহেশ্বরী"
ব্রহ্মযামল

(৩) রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং প্রিয়ে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদর্শকঃ।
শক্তিসঙ্গমতন্ত্র

করিয়া ভুবনেশ পর্য্যন্ত গৌড় রাজ্য বিস্তৃত (১)। ইহার বিস্তার প্রায় ৬ অক্ষাংশ ১ কলা ও ৪০ বিকলা (২)। আর্য্য জাতিরা কখনই সমস্ত দেশকে বঙ্গ বলিয়া আহ্বান করেন নাই। বরং অনেক স্থলে গৌড়ই বলিয়াছেন। অতএব গৌড় বলাই শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ বঙ্গ দেশ শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ দেশের ন্যায় হেয় হইয়াছে (৩)।

যবন রাজাদিগের আধিপত্য কালে বাঙ্গালা নামের প্রথম প্রচার হয়। সমস উদ্দীন দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করিয়া বঙ্গের রাজা নামে প্রথমে পরিচিত হইলেন। তৎকালে বঙ্গদেশই সমৃদ্ধিশালী ছিল। এবং তথাকার যবনাধিপেরা ক্রমশঃ পরাক্রান্ত হইয়া সমস্ত গৌড় স্বীয়াধিকার ভুক্ত করিলেন। তদনুসারে সমস্ত দেশেরই নাম বাঙ্গালা (৪) হইল।

---

(১) বঙ্গদেশ সমারভ্য ভুবনেশান্তগঃ শিবে।
গৌড় দেশ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদঃ।

শক্তিসঙ্গম

(২) সিদ্ধান্ত মঞ্জরী টীকা।

(৩) অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গৌড্রান গত্বা সংস্কার মর্হতি।

জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত দেবলবচন।

(৪) বঙ্গদেশেরই বা বাঙ্গালা নাম হওয়ার কারণ কি? আইন আকবরি মতে পূর্ব্বকালের রাজারা দেশের নিম্ন প্রদেশমাত্রে স্থানে স্থানে ১০ হস্তউর্দ্ধ ও ২০ হস্ত প্রস্থ বাঁধ বা আল দিয়া ছিলেন। তজ্জন্য বঙ্গ আল বা বাঙ্গাল দেশ নাম হইতে পারে।

অধিকন্তু সেই সকল নরপতি পুরুষানুক্রমে স্বাধীনাবস্থায় বাঙ্গালার অধীশ্বর রূপে বহুকাল রাজ্য করিলেন। তদনন্তর ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে মহা প্রতাপশালী আকবর সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া সুবা বিভাগ কালে বাঙ্গালা নামই প্রচলিত রাখেন। অপিচ প্রাচীন ইউরোপীয়েরা কহেন যে পুরাকালে বাঙ্গালা নামে এক অতি বিখ্যাত নগর ছিল। তাঁহারা তথায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন। রেনেল সাহেব অনেক প্রাচীন পুস্তকে ও প্রাচী[illegible] নগরের নাম দেখিয়াছেন। মি[illegible] বেঙ্গালা নগরের নাম দৃষ্ট [illegible] স্বকীয় মানচিত্রে পদ্মানদীর নিকটে বেঙ্গালা নগর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রোমনিবাসী ভার্টোমেনস্ সাহেব বেঙ্গালা নগরের যে রূপ ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়াছেন তাহা শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বেঙ্গালার বাণিজ্য ইউরোপে সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। বোধ হয় ঢাকারই অন্যতম নাম বেঙ্গালা। অদ্যাবধিও ঢাকার এক স্থানের নাম বাঙ্গালা বাজার রহিয়াছে। বহুকালাবধি সেই স্থান বাণিজ্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে অনেকে ঢাকাকে বায়ান্ন বাজার ও তিপ্পান্ন গলি বলিয়া

অথবা গয়ালী নামের ন্যায় বাঙ্গালী নামও সিদ্ধ করা যায়। বঙ্গ ওয়ালা হইতে বাঙ্গালা হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের সময়ে লোকের বাঙ্গাল নামও ছিল।

আহ্বান করিত। কথিত আছে যে বল্লাল সেন অরণ্য-স্থিতা দুর্গাদেবীর প্রসন্নতা লাভ করিয়া তথায় এক মন্দির নির্ম্মাণ (১) ও নগর স্থাপন করেন। তদবধি সেই স্থানের নাম ঢাকা হয়। বস্তুতঃ ঢাকা বলিতে ইদানীং নগরের পশ্চিম ভাগকেই বুঝায়। যাহা হউক্ এই সকল কারণ বশতঃ বাঙ্গালা নাম দেশ (২) বিদেশে ব্যাপ্ত হওয়াতে ক্রমশঃ সমস্ত দেশের নামই বাঙ্গালা হইয়া উঠিল। এবং এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা হইতে রাজ্য বিস্তার করিয়া উদয়গিরি অবধি সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত বে[illegible] নাম দিয়াছেন।

কত কাল হইল যে আর্য্যেরা এই স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদিগের পূর্ব্বে যে অপর কোন জাতির এখানে বাস ছিল তাহার কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাগ্‌জ্যোতিষ (৩) যে কোন সময়ে স্থাপিত হয় তাহা

---

(১) বল্লাল নির্ম্মিত মন্দির বিনষ্ট হওয়াতে প্রায় ১৩২ বর্ষ অতীত হইল নবাবের একজন হিন্দু কর্ম্মচারী তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

(২) লক্ষ্মণ সেনের সময়ে কোন কোন ব্যক্তির বাঙ্গাল নামের পরিচয় পাওয়া যায় তথাহি—“বহুরূপসূনামা অরবিন্দ হলায়ুধ বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতা পঞ্চৈতে চন্দ্রবংশজা”। অপিচ “অরবিন্দ হলোনামা সুতঃ বাঙ্গাল দেবলাবিত্যাদি”।

[৩] “যত্রৈবহি স্থিতোব্রহ্মা প্রাঙনক্ষত্রং সসর্জ্জহ।
তৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা॥
কালিকা পুরাণ।

নাম শ্রবণ মাত্রই অনুভূত হইবে। যে কালে দাক্ষায়নী দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন সেই কালাবধি নীলপর্ব্বত তীর্থরূপে গণ্য হয় (১)। কামাখ্যা সন্দর্শনার্থ যে কত শত লোকের সমাগম হইত তাহা পুরাণেই সংখ্যা হয় নাই। অবশেষে বশিষ্ঠ শাপ প্রদান দ্বারা মাহাত্ম্য হ্রাস করিলেন। নিবিড় অন্ধকারময় গভীর গহ্বর সংস্থিত রত্নমুকুটাবৃত ও ক্ষীণ দীপশিখা যোগে কথঞ্চিৎ আলোকিত সেই পীঠ অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয় ... ষষ্ঠি সহস্র সন্তানের পদভ ... ছিল। এককালে ভো ... রহঃ নিপীড্যমানা বেলা ... কপিল বহুকাল তপস্যা (২) করিয়াছিলেন। এককালে ভগীরথের রথনির্ঘোষে দশদিক পূরিত হইয়াছিল। এককালে এই স্থান হইতে কপিল কোপানলে বিদগ্ধ সগর তনয়গণ দিব্য মাল্যাভরণ ভূষিত হইয়া সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এককালে এই স্থানে কৃতার্থম্মন্য ভগীরথ উচ্চৈঃস্বরে ভাগীরথীর স্তব করিয়াছিলেন। এককালে বীরভূমের অভ্যন্তরে প্রখর তটিনী তটে আসীন হইয়া অষ্টাবক্রমুনি পরম

[১] “বিড়জা উড্র দেশেচ কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে। ব্রহ্মযামল

জগন্নাথের পর্ব্বতের নামও নীলাচল।

[২] রামায়ণ।

পাদ চিন্তা করিয়াছিলেন [১]। একবালে রাজমহল সমীপস্থ অধুনা শ্বাপদ সমাকীর্ণ অসভ্যাধিষ্ঠিত পর্ব্বতরাজি হইতে কাঙ্ক্ষিবৎ তনয়গণের যজ্ঞীয় ধূম গগণমণ্ডলের বহুদূর আরোহণ করিয়াছিল (২)। একবালে ত্রিবেণী প্রয়াগ তুল্য তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছিল (৩)। একবালে চন্দ্রনাথ দর্শনার্থ আর্য্যগণ বহুদূর হইতে সমাগত হইয়াছিলেন (৪)। একবালে বশিষ্ঠদেব কোচবেহারের সান্নিধ্যে হরি পাদপদ্ম ধ্যান করিয়াছিলেন (৫)। একবালে সর-

[১] অধুনা সেই স্থান বক্রেশ্বর নামে খ্যাত। তথায় প্রস্তর মন্দির মধ্যে অষ্টাবক্র স্থাপিত এক শিব পাপহরণ কুণ্ড নামক উষ্ণ প্রস্রবণ ও [illegible] এক নদী আছে। অদ্ভুৎ কৌশলে ঐ নদী মহাদেবের মস্তকে পতিত হইয়া গমন করিতেছে। পরে বহুদূর গমন করিয়া বাবলা নামে সিরুলির নিকট গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

২। মহাভারত।

৩। প্রদ্যুম্ননগরাদ্‌যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতোযমুনাগতা। স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগইব লক্ষ্যতে। মহাভারত।

দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্ত বেণী সপ্ত গ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব।

৪। চট্টগ্রামে অবস্থিত। প্রথমে সম্ভুনাথের দর্শন হয়। পরে পর্ব্বতের উপর বহুদূর উঠিলে চন্দ্রনাথ দেখিতে পাওয়া যায়। চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড রামকুণ্ড প্রভৃতি অপরাপর তীর্থও আছে।

৫। কালিকা পুরাণ।

স্বতী ও যমুনা মুক্তবেণী হইয়া ঋষিদিগের জটা কলাপ স্পর্শ করিয়াছিল (১) এককালে আর্য্যদিগের কোলাহলে চিতাভূমি পূর্ণ হইয়াছিল (২)। এক কালে প্রদ্যুম্ন (৩) হ্রদের জল ঋষি সংস্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল। এক কালে ধর্ম্মরাজ এই স্থানে লোমশ সহ ভ্রমণ করিয়াছিলেন (৪)। এক কালে পরশুরাম ব্রহ্মাখ্যকুণ্ড জলে অবগাহন করিয়া বিগত পাপ হইয়াছিলেন (৫)। এক কালে এই স্থানে মহাযুদ্ধ হইয়া জ্বরের উদ্ভব হইয়াছিল। এক কালে দেব দানব দুর্লভ গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থ প্রভাবে এই দেশের সর্ব্বত্র

১। ত্রিবেণী সন্নিধানে। এক্ষণে ...

২। লিঙ্গ পুরাণ।

অপিচ —"চিতাভূমৌ বৈদ্যনাথ" শিবপুরাণ।

প্রাচীন মন্দির নষ্ট হওয়ার বহুদিন পরে ১৪৭৭ শকে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তথায় বীরনাথ, সঞ্জা-নাথ, গণেশ, কার্ত্তিক, পার্ব্বতী, নীলকণ্ঠ, লক্ষ্মীনারায়ণ অন্ন-পূর্ণা, মহাকালী, গঙ্গা, রামসীতা, বগলামুখী, সূর্য্য, সরস্বতী, হনূমান, কুবের, ব্রহ্মা, নীলচক্র, সুবর্ণবৃক্ষ, নন্দি, ও ব্রহ্মচারীর সর্ব্ব সাকল্যে দ্বাবিংশতি মন্দির আছে। ব্যয় সাধনার্থ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা ৩২ খানি নিষ্কর গ্রাম দেওয়া হইয়াছে।

৩। ত্রিবেণীর উত্তরে ছিল।

৪। মহাভারত বনপর্ব্ব।

৫। কালিকা পুরাণ।

দ্বারা অহরহঃ মর্দ্দিত হইয়াছিল। এক কালে এই স্থানে সগর রাজার বাণিজ্য পোত (১) দ্বারা ভাগীরথী আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এই দেশের প্রান্তে কৌশিকী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহারই অনতিদূরে বিশ্বামিত্রের

১। সগর রাজার পোত সমস্ত গঙ্গার মুখে থাকিত। গঙ্গার মুখ এক্ষণে সে রূপ অবস্থায় নাই। বর্ত্তমান যুগে ভগীরথ দ্বারা ভাগীরথী আনিতা হন নাই ও বর্ত্তমান কলিতেও বিলুপ্ত হইবেন না। ভগীরথের পূর্ব্বে গঙ্গা থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ত্রিশঙ্কু রাজা গঙ্গাতীরস্থ বটবৃক্ষে মাংস বন্ধন করিয়া রাখিতেন। তাঁহার দ্বাদশ পুরুষ পরে ভগীরথ। তথাহি 'তস্মাৎ সত্যব্রতঃ। যোসৌ ত্রিশঙ্কু সংজ্ঞামবাপ চণ্ডালতা মুপ[illegible]তশ্চ। দ্বাদশ বার্ষিক্যামনা বৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্র কলত্রাপত্য পোষণার্থং চাণ্ডাল প্রতিগ্রহ পরিহরণায়চ জাহ্নবী তীরে ন্যগ্রোধে মৃগমাংস মনুদিনং ববন্ধ।" ১৩। তৃতীয় অধ্যায়। চতুর্থাংশ। বিষ্ণু পুরাণ

অপিচ রোহিতাশ্ব সৎকারার্থ গঙ্গা তীরে আনীত হইয়াছিল। রোহিতাশ্বের দশ পুরুষ পরে ভগীরথের জন্ম হয়।

অপিচ হরিশ্চন্দ্রের সময়ে দ্বাদশবর্ষ বশিষ্ঠ গঙ্গায় বাস করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণ। ৯ম অধ্যায়। অপিচ সগর রাজা গঙ্গা দ্বারা সমুদ্রে যাতায়ত করিতেন। পূর্ব্ব সমুদ্রে তাঁহার অনেক কীর্ত্তি আছে। চীন দেশে সাগর ধাম নামে তিনি এক নগর নির্ম্মাণ করেন। অনেক দ্বীপস্থ লোকেরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া জানে। সগরের দুই পুরুষ পরে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন।

অতএব যখন ভগীরথের পূর্ব্বে গঙ্গা থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তখন বর্ত্তমান মন্বন্তরের বর্ত্তমান মহাযুগে ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনীত হন নাই। বর্ত্তমান কলিতে গঙ্গার বিলোপই

আশ্রম ছিল (২)। এই তটিনীতটের সান্নিধ্যে ভগবান কশ্যপ পুণ্যাখ্য আশ্রমে তপস্যা করিতেন (৩)। মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গও কিয়ৎকাল এই দেশে অধিবাস করেন [৪]। অর্জ্জুন দেশ ভ্রমণ কালে অঙ্গ বঙ্গে যে কল তীর্থ দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রম আছে সর্ব্বত্র দর্শন গমন ও ধনদানাদি করিয়াছিলেন (৫)। ভগবান মনুও অস্মদ্দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে ধৃত

বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। যেহেতু কল্কী অবতার জন্ম গ্রহণ করিলে তাঁহাকে জাহ্নবী তোয় দ্বারা অভিষেক করণের বর্ণনা আছে। গঙ্গার অস্তিত্ব ন
হইবে। অপিচ "কলৌ গঙ্গাঞ্চ
একমাত্র তীর্থ। প্রথম মুদ্রি শতঃ
গঙ্গা লোপের ভ্রম সকলেরই ত।বদ্ধ করিয়াছে। তিনি শেষের আর যে দুই বচন আছে তাহা উদ্ধৃত করেন নাই। সম্পূর্ণ বচন এই

কলৌ দশসহস্রাণি বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তদর্দ্ধং জাহ্নবী তোয়ং তদর্দ্ধং গ্রাম্য দেবতা।
মন্বন্তর শেষেষু শেষ ভূতে কলৌ যুগে॥

শেষ মন্বন্তরের শেষ কলিতে গঙ্গা বিলোপেরসম্ভব। বর্ত্তমান কলিতে গঙ্গা বা তন্মাহাত্ম্যের বিলোপ সম্ভব নহে।

[২] মহাভারত।

[৩] মহাভারত বনপর্ব্ব।

[৪] মহাভারত, তীর্থ যাত্রা পর্ব্বাধ্যায়

[৫] মহাভারত আদিপর্ব্ব।

করিয়াছেন (১)। যে দেশে আর্য্য জাতির আবর্ত্তন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উদ্ভব হয় তাহারই নাম আর্য্যাবর্ত্ত (২)। এই সকল বিষয় দ্বারা স্পষ্ট বোধ হয় যে অতি প্রাচীন কালেই এ দেশ আর্য্যসংস্পৃষ্ট হইয়াছে।

অসভ্য জাতি সদা ভ্রমণশীল। সুতরাং তাহাদের আবাস স্থান স্থির করা কঠিণ। যে সকল জাতিকে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী বলিয়া অনেকে জ্ঞান করেন পুরাণ অনুসন্ধান দ্বারা তাহাদিগের প্রায় সকলকেই ভিন্ন দেশাগত বলিয়া বোধ হইতেছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে বর্ণিত আছে যে মেরু ও মন্দর পর্ব্বত [illegible] মধ্যে শৈলোদা নদীতীরে খস দীর্ঘবেণু পারদ কুলিন্দ প্রভৃতি জাতিরা বাস করিত। কিন্তু এক্ষণে সেই খসদিগকে পূর্ব্ব ও উত্তর দিগের পাহাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে কিরাত নামক জাতিরা ভারত বর্ষের উত্তর পশ্চিমে বাস করিয়া থাকে। কিয়ৎ কাল পরে তাহারা বঙ্গদেশের পূর্ব্বদিক আশ্রয় করিয়াছিল (৩) এক্ষণে তাহাদিগকে শিকিমের পশ্চিমে দেখিতে পাওয়া

[১] আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥
মনুসংহিতা

[২] আর্য্যা অত্রাবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনঃরুদ্ভবন্তী আর্য্যাবর্ত্তঃ।

(৩) বিষ্ণু পুরাণ

যায়। রাজমহলস্থ পর্ব্বত বাসীরা দ্রাবিড় দেশ হইতে আগত। অদ্যাপিও তাহাদিগের ভাষায় দ্রাবিড় ভাষার শব্দাদি পাওয়া যাইতেছে। আসাম রঙ্গপুর দিনাজপুর ভোয়াল কাশীমপুর আতিয়া ও মুদাপুরের পর্ব্বতে ও জঙ্গলে মঙ্গোলিয়ানদিগের সদৃশ কুঞ্চ ও রাজবংশী প্রভৃতি যেসকল অসভ্য দেখিতেপাওয়া যায় তাহারা স্বয়ংই আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াথাকে। পরশুরাম ভয়ে চীন রাজ্যে পলায়ন করিয়াছিল। নর নামক ভূপতি [illegible] করিতেন। কোলি জাতীয় [illegible] তাহারা সগরের উৎপা[illegible] হইয়াছে (১)। পূর্ব্বে চীন নামে যে [illegible] বাস করিত তাহারাও সগর দ্বারা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়। ভোটের সন্নিকটে সুহ্মনামে এক অসভ্য জাতির বাস ছিল। কেহ কেহ কহেন যে তাহারা আরাকান দেশ আশ্রয় করিয়া থাকিত। চট্টগ্রামের কুকীরা পূর্ব্ব উপদ্বীপ হইতে আগত। রম নামক জাতি ভোটের পর্ব্বতবাসী। এক্ষণে তাহারা সিকিমের নিকট পর্য্যন্ত

---

[১] শকা যবন কাম্বোজা পারদাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
কোলি সর্প মাহিষ কাদর্ব্বা শ্চোলাসস কেরলা॥
সর্ব্বেতে ক্ষত্রিয়া বিপ্রা ধর্ম্ম স্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বশিষ্ঠ বচনাদ্রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥"

ব্রহ্মপুরাণ ৮ম অধ্যায়

বিস্তৃত হইয়াছে। নেপাল নিকটস্থ খাম্বাজাতি এসিয়ার মধ্য ভাগহইতে আগত। মিচি জাতিরা পূর্ব্বে ভোটের প্রান্তে ছিল। মিরি মিসমী প্রভৃতি আসামের অসভ্যেরা ও উত্তরদিগের স্থানে ২ যে সকল অসভ্য বাস করে তাহারা সমস্তই হিমালয়ের উত্তর মঙ্গোলিয়া হইতে আগত। পূর্ব্ব উপদ্বীপের অসভ্যেরা পূর্ব্বদিক আকীর্ণ করিয়াছে। বিদর্ভ বা নিষাদ রাজ্যের (নাগপুর) অসভ্যেরা দক্ষিণ পশ্চিমে বাস করিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইহারা আদিম নিবাসী নহে। আর্য্য সন্তানগণের প্রবেশের বহু কাল পরে এদেশে আগমন করিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

THE ASIATIC SOCIETY 24660 CALCUTTA

ত্রেতাযুগ অবধি লর্ড নর্থব্রুকের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সংক্ষেপ ইতিহাস।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বাঙ্গালার সমস্ত বিভাগ
অবিচ্ছিন্নরূপে একবংশীয় নর কর্ত্তৃক শাসিত হয়
নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভি
ভিন্ন অংশে রাজত্ব করিয়াছি
মিথিলা রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল।
ইক্ষ্বাকুর নিমি নামেও এক পুত্র হয়। তিনিই
রাজ্য প্রথম স্থাপনা করেন। বশিষ্ঠশাপে দেহ অবসান হওয়ায় তাঁহার নাম বিদেহ হইল। তজ্জন্য তাঁহার পুত্রকে কেহ জনক (১) কেহ মিথি ও কেহ বা বৈদেহ বলিয়া আহ্বান করিত। তদনুসারে রাজ্যের নামও বিদেহ বা মিথিলা হয়। এবং এই বংশসম্ভূত অধিকাংশ রাজাও জনক ও বৈদেহ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রথমে এইরাজ্য বিস্তৃতছিল পরে ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্তহয়।

---

[১] "জননাজ্জনক সংজ্ঞাঞ্চাসাববাপ ॥ ১১ ॥
অভূদ্বিদেহো স্য পিতেতি বৈদেহো মথনান্মিথিরভূৎ॥"
বিষ্ণুপুরাণ চতুর্থাংশ ৫ম অধ্যায়।

2428.৩

মিথিলপুর জনকরাজের রাজধানী ছিল (১)। রঘুকুল-তিলক রাজা রামচন্দ্র জনকবংশসম্ভূত সীরধ্বজ রাজার কন্যা সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। মিথিলার অধিকাংশ ভূপতিই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। অতি প্রাচীন কালাবধি ঋষিগণ তথায় যাতায়াত করিতেন। যজুর্ব্বেদ প্রকাশক (২) যাজ্ঞবল্ক্য বহুকাল জনকালয়ে অব-

[১] অধুনা ত্রিহুত জেলায় জনকপুর নামে এই স্থান প্রসিদ্ধ আছে। তথাকার স্থানে স্থানে অনেকভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) পুর্ব্বে একমাত্র যজুঃ সংহিতা ছিল। তাহাই বেদব্যাস বৈশম্পায়নকে প্রদান করেন। তাহারই নাম কৃষ্ণযজুঃ বা তৈত্তিরীয় যজুঃ। যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্য হইতে শুক্ল যজুঃ প্রাপ্ত হয়েন। শুক্ল যজুর্ব্বেদ ৪০ অধ্যায়ে বিভক্ত। তাহাতে অচ্ছন্দস্ক ও সচ্ছন্দস্ক মন্ত্র আছে। সমস্ত মন্ত্র সংখ্যা প্রায় ছয় সহস্র হইবেক। ইহার ব্রাহ্মণভাগে শতপথ নামে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগে আরণ্যক নামক গ্রন্থ আছে। শুক্লযজুর শাখাও অল্প নহে। তন্মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন শাখাই উৎকৃষ্ট। বায়ু পুরাণানুসারে কণ্ব, বৈধেয়, শালিন, মাধ্যন্দিন, সর্পেয়িন, বিদগ্ধ, উদ্দালীন, তাম্রায়নি, বাৎস্য, গালব, শৈশিরি, আটব্য, পর্ণ, বীরণ ও সম্পারায়ণ এই পঞ্চদশ ঋষির নামে প্রথমে পঞ্চদশ শাখা হয়। পরে ইহারা আবার এই পঞ্চদশ শাখাকে শতধা করেন। তন্নাম যথা জাবাল, ঔন্নেয়, তাপায়নীয়, কাপাল পৌণ্ড্রবৎস, আবটিক, পামাবটিক, (পাঠান্তরে পরমাবটিক) পারাশরীয়, বৈনেয়, ঔখেয়, বৈজব, কাত্যায়নীয় ইত্যাদি চরণব্যূহে প্রাপ্ত। যজুর্ব্বেদের ১৭ শাখা বাজসনেয়া নামে খ্যাত। বাজসনেয়ী মাধ্যন্দিন শাখার কাত্যায়ন বিরচিত অনুক্রমণীতে কেবল

স্থিতি করিয়া তাঁহার সহিত আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছিলেন (১)। শুকদেব এক সময়ে তথায় গমন করেন। বেদব্যাস মিথিলাধিপতির পরম সখা ছিলেন। কেহ বা যজ্ঞের নিমিত্ত কেহবা অর্থের নিমিত্ত কেহবা জ্ঞানের নিমিত্ত কেহবা যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইতেন। মিথিলার সহিত বাঙ্গালার বিলক্ষণ সংশ্রব ছিল। মিথিলার ও বাঙ্গালার বর্ণমালায় বিস্তর সাদৃশ্য দেখা যায়। পূর্ব্বে প্রায় একরূপ ভাষাই চলিত ছিল। ভিন্ন ২ কারণ বশ [illegible] থক হইয়া [illegible] ছে।

নিমি বংশ অস্তমিত [illegible]
সোমবংশ সমুদ্ভূত বলিয়া [illegible]
সুহ্ম নামক পঞ্চ ক্ষেত্রজ [illegible]
করিলেন। ভাগলপুরের সন্নিহিত স্থা[illegible]
অন্তর্ভূত হইল। এই বংশীয় লোমপাদ রাজা দশরথের পরম বন্ধু ছিলেন। বঙ্গ প্রতীচ্য দেশ আশ্রয় করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তমোলুকের সন্নিহিত স্থান তাম্রলিপ্তের ছিল। কলিঙ্গ, কলিঙ্গ দেশে অবস্থান করিলেন।

সংহিতা ভাগের পরিচয় আছে। শুক্লযজুর ঈশাবস্য, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরমহংস, সুবাল, মন্ত্রিকা, নিরালম্ব, ত্রিশিখ, ব্রাহ্মণমণ্ডল, ব্রাহ্মণদ্বয়, তারক, পৈঙ্গলভিক্ষু, তূরীয়, অতীতাধ্যাত্ম, তারসার, যাজ্ঞবল্ক্য, শাট্যায়নী ও মুক্তিক এই ১৯ খানি উপনিষদ দেখা যায়।

(১) বৃহদারণ্যক উপনিষদ চতুর্থ অধ্যায়।

সুহ্ম ভোটসন্নিকটে রাজ্য স্থাপনা করিলেন। মুরশিদাবাদের সন্নিহিত স্থানাদিতে পৌণ্ড্রের আধিপত্য হইল। প্রাগজ্যোতিষ বা আশামে মহীরঙ্গ দানবের বংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতে লাগিলেন। মণিপুর বভ্রুবাহনের ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের হস্তগত ছিল। দক্ষিণ পশ্চিম ভাগ কীকট বা মগধ রাজ্যের অন্তর্ভূত থাকে। কিন্তু সকলের রাজত্ব অবিচ্ছিন্ন রূপে নিরুপদ্রবে হইয়া উঠে নাই। রঘুরাজ দিগ্বিজয় করিয়া গঙ্গায় জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। ক্ষত্রিয় কুল কালান্তক জমদগ্নি তনয় পূর্ব্বদেশ পর্য্যন্তও আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে ক্ষাত্রিয়গণ ভীমবৎ পর্ব্বতে পলায়ন করিতে লাগিল। কতক বা ব্রহ্মদেশ ও চীন সম্রাজ্য আশ্রয় করিল। এই ঘটনার পর অস্মদ্দেশের স্থানে স্থানে ম্লেচ্ছ দিগের বসতি হয়। সমস্ত কামরূপ ব্যাপ্ত করিয়াই চীনজাতি বাস করিয়াছিল। অর্জ্জুন দিগ্‌বিজয় কালেও উহাদিগকে ঐস্থানে দর্শন করেন। উত্তর দিকে কিরাত গণের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। ভীম বিদেহ পার হইয়াই কিরাত গণকে দর্শন করেন। কাক্ষিবৎ পর্ব্বতে অসভ্য জাতির বাস হইল। এই সকল কারণ বশতঃ দেশ ম্লেচ্ছ প্রায় হইয়া উঠে। বোধ হয় তজ্জন্যই অঙ্গ বঙ্গাদি গমনে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছিল। পাণ্ডবেরা ও বঙ্গের কিয়দ্ভাগ বর্জ্জন করেন। তদবধি সেই অংশ পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ নামে খ্যাত হইয়াছে।

দ্বাপর শেষে অসুর বংশজ বাণ রাজা বাহুবলে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ নামক পুত্র ত্রয়কে তিন রাজ্য প্রদান করিলেন। কিন্তু পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয় কালে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কামরূপের অধীশ্বর নরক রাজ, শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইলেন। জরাসিন্ধুর দর্প চূর্ণ হইল। অঙ্গেশ্বর দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইলেন। শোণিত পুরাধিপতি বাণ রাজার সৈন্য সকল ভীমসেন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল। ভীম যেস্থানে তা [illegible] পরাজয় করেন অধুনা সেই স্থান ভীমস্পর্দ্ধা না[illegible]। পুণ্ড্রা-ধিপতি বাসুদেব, কৌশিক কচ [illegible] সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, বঙ্গরাজ, ত[illegible] ধিপতি সুহ্মরাজ প্রভৃতি অস্মদ্দেশের [illegible] ভূপাল বর্গ ও মহাসাগরের উপকূল বাসী [illegible] দিগ্ বিজয় কালে পাণ্ডবদের অধীনতা স্বীকার করিলেন। ত্রেতা যুগাবধি দ্বাপর পর্য্যন্ত এইসকল নরপতিগণের মধ্যে কোন বংশে অষ্ট পঞ্চাশৎ কোন বংশে ষট্ চত্বারিংশৎ কোন বংশে পঞ্চবিংশতি কোন বংশে বিংশতি আদিক্রমে ভূপালগণ ত্রেতায় অযোধ্যা ও দ্বাপরে হস্তিনার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া রাজ্য করেন।

অনন্তর দ্বাপরের অবসান সময়ে নিখিল বীর বিধ্বংশকারী কুরুক্ষেত্রের সেই ভৈরব সমর

আসিয়া উপস্থিত হইল (১)। তৎকালে ভগদত্ত অস্মদ্দেশের একজন প্রধান নরপতি ছিলেন। সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্ব ছিল। তিনি কৌরব রাজ দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ সংগ্রামভূমে অবতীর্ণ হয়েন। কয়েক দিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ভগদত্ত সমরশায়ী হইলেন। অঙ্গরাজ সেনানায়ক হইলে বঙ্গ, পুণ্ড্র ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ ভয়ানক যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে বঙ্গাধিপতি সাত্যকির হস্তে ও পুণ্ড্রাধিপতি সহদেব হস্তে নিহত হইলেন। তাম্রলিপ্তের অধিপতি নকুল ও ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে অপরাপর রাজ্যের ন্যায় অস্মদ্দেশও শ্রীভ্রষ্ট হইল। এক বিভাগের রাজা অপরাপেক্ষা বলশালী হইলে তাহার রাজ্য হরণ করিতেন। ভগদত্তের তনয়গণ ক্রমশঃ বলশালী হইয়া উঠিলেন। অধিকাংশ দেশ তাঁহাদিগের দ্বারাই শাসিত হইয়াছিল। ভগদত্তের পরলোকের পর অনঙ্গ ভীম, রণভীম, গজভীম

(১) অনেক গ্রন্থে লিখিত আছে যে দ্বাপর শেষে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। কিন্তু কহ্লন মতে ৬৫৩ বর্ষ কলিগতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। তথাহি।

"শতেষু ষটস্থ সার্দ্ধেষু ত্রধিকেষু চ ভূতলে কলের্গতেষু বর্ষানামভবন কুরুপাণ্ডবাঃ।" উভয় মত আপততঃ ভিন্ন বোধ হইলেও এক। এক মতে সন্ধ্যাংশ গৃহীত ও অপর মতে পরিত্যক্ত হইয়াছে মাত্র।

দেবদত্ত, জগৎসিংহ, ব্রহ্মসিংহ প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি জন নরপতি রাজত্ব করিলে সপ্তম শতাব্দীতে (পূখৃঃ) ঐ বংশ ধ্বংশ হইয়া গেল। তৎপরে কামরূপে ক্ষত্রিয় বংশ, ব্রহ্মপুত্রবংশ ও বারভূয়া আদি বংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করেন।

নরকবংশের পর সুযজ্ঞ বংশীয় ভূপতিগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। এই বংশের তৃতীয় নরপতির নাম মাধবসিংহ ছিল। তিনি খ্রীষ্ট জন্মের ৫৪৩ বর্ষ পূর্ব্বে স্বীয় পুত্র বিজয় সিংহকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু যুবরাজ কোন ঘৃণিত দোষে দূষিত হওয়াতে মহারাজ মাধবসিংহ প্রজারঞ্জনার্থ তাঁহাকে সপ্তশত লোকের সহিত অর্ণব যাত্রায় আদেশ করিয়া স্বয়ং পুনর্ব্বার রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর এই সময়ে অস্মদ্দেশে পুনর্ব্বার বাণিজ্য কার্য্যের উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। সকলেই বাণিজ্যে রত ছিলেন। লঙ্কার সহিত বাণিজ্য করিয়া বৈশ্যজাতি বিলক্ষণ ধনশালী হইয়া উঠিল। পরে শ্রীমন্ত, চাদ ধনপতি আদি বণিকবর্গ নীলকন্দ নালেশ্বর মলয়দ্বীপ সুমাত্রাদ্বীপ ও জবদ্বীপ পর্য্যন্তও গমন করিয়াছিল। অনেকে মিশ্রদেশ অর্থাৎ মিসর বা ইজিপ্ট দেশে উপস্থিত হয়। তৎকালে হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমনাগমন করিত। যুবরাজ বিজয়সিংহ কিয়ৎ কাল মধ্যে কন্যা কুমারীর সন্নিকটস্থ অব্ধি সমুদ্রে

গিয়া পহুছিলেন। তথায় অর্ঘা নামক অথাতে প্রচুর মুক্তা আহরণ করিয়া কামরা পাতুকা সপ্তমা লিম্ব ও সিংহল প্রভৃতি জনপদ অধিকার করিয়া সিংহলে কিয়ৎ কাল বাস করেন (১)। পরে প্রত্যাগমন কালীন মছলিপট্টন প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া সম্বলপুরস্থ হীরকখনি স্বায়ত্ত করত তমলুকে আসিয়া পহুছিলেন। মাধবসিংহের পর ছয় জন নরপতি রাজত্ব করিলে সুযজ্ঞ বংশ তিরোহিত হইল।

পূর্ব্ববংশ তিরোহিত হইবার পূর্ব্বেই মাগধেরা প্রবল হইয়াছিল। গৌড়দেশ বহুকাল তাহাদিগের অধীন থাকে। মগধ অতি প্রাচীন সাম্রাজ্য। বৈহার বরাহ বৃষভ ঋষিগিরি ও চৈত্যক নামে পঞ্চ পর্ব্বত বেষ্টিত গিরিব্রজ পুরীতে মগধেন্দ্রগণ রাজত্ব করিতেন বৌদ্ধ পুরাণে রত্নগিরি বিপুলগিরি বৈভারগিরি শোনগিরি ও উদয়গিরি নামে ঐ পঞ্চ পর্ব্বতই খ্যাত। সুপুষ্পিত শাখাসমূহে সুশোভিত শাখীনিচয়, পদ্মকুমুদ কহ্লার পূরিত বাপী তড়াগ, বিবিধ পশু সমাকীর্ণ নব দুর্ব্বাদল মণ্ডিত সুশোভন ক্ষেত্র, উত্তুঙ্গ শৈল সংরক্ষিত নগর প্রাকার, সততঃ সঞ্চরমান নীরদ নিকরের সুশীতল ছায়া, নিরুপদ্রব প্রজাগণের নিরন্তর কোলাহল, সরোবরাগত মারুত হিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত পতাকা শোভিত প্রাসাদ রাজি, অসংখ্য দেবা-

(১) সংস্কৃত ব্যতীত বৌদ্ধ গ্রন্থেও ইহার বিবরণ আছে।

লয়, হস্ত্যশ্ব রথ সমাকীর্ণ পাংশু বিবর্জ্জিত প্রশস্ত রাজপথ ও দিব্য মাল্য ভক্ষ্যাদি ভূষিত আপণ শ্রেণী দ্বারা মগধপুরী অতি রমণীয় ছিল। এক্ষণে সেই নগর সম্পূর্ণরূপে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। গিরিযক পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানকে লোকে এক্ষণে গিরিব্রজ বলিয়া দেখাইয়া দেয়। তথায় জরাসন্ধের কেবল এক মন্দির মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহারই তিন চারি ক্রোশ দূরে রাজগৃহ ছিল। তন্নিকটে ধর্ম্মারণ্য বা গয়া। ঐস্থানে বৌদ্ধ অবতার জন্ম গ্রহণ করেন। এই নিমিত্ত বহুকালাবধি বহুদূর হইতে বৌদ্ধ যাত্রী আসিয়া তথায় তীর্থ করিত (১)। গিরিব্রজ নগরের আতিশয্য হ্রাস হইলে মগধ রাজগণ পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী করিলেন। পাটলিপুত্রেরই অন্যতম নাম চম্পাপুরী (২)। যে স্থানে অঙ্গেশ্বরেরা পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। যোজন বিস্তীর্ণ চম্পানগর গঙ্গা ও অরণ্যবহা বা শোণনদের সঙ্গম স্থলের পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল (৩)। ইহার সমীপে গন্ধলতা ও ভাগদন্ত নামক যে দুই নগরের নাম উল্লেখ আছে অধুনা তাহার একটীর নাম লতাগ্রাম ও অপরটীর নাম বাসুপাতুকা। ভাগদন্ত জৈনদিগের মহাতীর্থ এবং চন্দ্রাভাতি নদী

(১) ফাহিয়ান ও হোয়ানসঙ্গ।

(২) বায়ুপুরাণ ও হরিবংশ।

[৩] ভৃগু সংহিতা।

তটে অবস্থিত ছিল। অরণ্যবহার অপর নাম চন্দ্রাভাতি (১)। এক্ষণে প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরও উৎসন্ন হইয়াছে (২)।

---

[১] বৌদ্ধদিগের উত্তর পুরাণে কথিত আছে যে—
গঙ্গার উত্তরে রতিপুরীনগর জৈনপ্রভু ধর্ম্মনাথের জন্মস্থান। তিনি চম্পানগর গমন কালীন অরণ্যবহায় স্নানমাত্র নিদ্রিত হইলেন। মহাদেব আজ্ঞায় স্ত্রীরূপ ধারিণী অরণ্যবহা উঠিয়া ধর্ম্মনাথের বহু স্তুতি করিলেন; অনন্তর ধর্ম্মনাথের বরে সেই কামিনীর চন্দ্রের ন্যায় রূপ ও তজ্জন্য অরণ্যবহার নাম চন্দ্রাভাতি হইল। চম্পার নিকট ভাগদন্তে জৈনদিগের দ্বাদশাবতার বাসুপ্রভুর পাদচিহ্ন ও ইষ্টকনির্ম্মিত দুই স্তম্ভ অবশিষ্ট আছে।

আমাদিগের ন্যায় বৌদ্ধদিগেরও কতকগুলি পুরাণ আছে। সেগুলি আর্য্য পুরাণের স্পষ্ট অনুকরণ মাত্র। হিন্দু পুরাণাপেক্ষা অধিকতর আদৃত করিবার জন্য হিন্দুদিগের অপেক্ষা কাল সংখ্যা ও মেরু পর্ব্বতের উচ্চতাদি অধিক করিয়া বৌদ্ধেরা বর্ণন করিয়াছে। যাহাহউক এই সকল পুরাণ দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে হিন্দু পুরাণ অতি প্রাচীন ও বৌদ্ধদিগের পূর্ব্বে প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল।

[২] ভাগীরথীর বেগে পাটলিপুত্র ও তন্নিকটস্থ কতক নগর নষ্ট হয়। কেবল পশ্চিম ভাগের কিয়দংশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। পরে সেই স্থান পুনঃ শুষ্ক হইলে তদুপরি বর্ত্তমান নগর স্থাপিত হইয়াছে। ইতি ধরণী কোষ।

বর্ত্তমান নগর ভাগলপুরের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। তদনন্তর কহোল ঋষির আশ্রমস্থান কাহোল গ্রাম, শিলাসঙ্গম বা পাতুরেঘাটা, দেবতা ঋষি ও সিদ্ধগণ সেবিত বদর কোট, মন্দর পর্ব্বত, মধুসূদন মঠ, মহাকালীর মূর্ত্তি, সীতাকুণ্ড, শঙ্করকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, কামধেনুমঠাদি ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যাহাহউক মগধ রাজ্য প্রবল হইলে ত্রেতাযুগে অযোধ্যা ও দ্বাপরে হস্তিনার অধীনতা স্বীকারের ন্যায় অস্মদ্দেশীয় মহীপালগণ মগধের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কিন্তু গৌড়ের রাজপদবী লুপ্ত হয় নাই। বৎস রাজাদি নরপতিগণ মুঞ্জের সহিত সখ্যতা রাখিয়া নির্ব্বিবাদে রাজ্য করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ত্রিপুরা আরাকান ও আশাম প্রভৃতি স্থান স্বাধীনরূপেই ছিল। পাটলিপুত্র নগর গৌড়ের নিতান্ত সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় গৌড়েশ্বরেরা মগধের সম্পূর্ণ অনভিমতে কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই। চারিশত পূর্ব্ব খ্রীষ্টীয় অব্দাবধি ৩০০ খ্রীষ্টীয় শকের কিঞ্চিৎ পর পর্য্যন্ত পঞ্চবংশে মগধ ভূপালগণ সপ্তশত বর্ষের অধিক কাল বাঙ্গালার উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে মগধ প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার শব্দাদি অস্মদ্দেশীয় ভাষায় প্রবেশ করে। অপাদানের বিভক্তি "হইতে" প্রাকৃত ভাষা হইতে জাত। পূর্ব্বে কৃৎ প্রত্যয় দ্বারা অপাদানের কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। তাহার চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপিও ভাষামধ্যে "থেকে" প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার পূর্ব্ব বিভাগ মগধ হইতে দূরে অবস্থিত। এজন্য তথাকার প্রাদেশীক ভাষা মধ্যে মগধের প্রাকৃত ভাষার চিহ্ন অল্প মাত্র পাওয়া যায়। অধুনাও তদ্দেশের লোক "হইতে" কথার পরিবর্ত্তে "থনে" ব্যবহার করে। কর্ম্মাদি কারকে যে "ক"

যোজিত দেখা যায় তাহাও প্রাকৃত ভাষা মূলক। বঙ্গদেশে ককার স্থলে রকারের ব্যবহার আছে। বাঙ্গালার পশ্চিম ভাগ মগধের সন্নিহিত। এজন্য তথাকার প্রাদেশীক ভাষায় কারক ও ক্রিয়াদিতে ককারের বাহুল্য প্রয়োগ দেখা যায়। এবং পৈশাচা ভাষার ন্যায় লকারের বাহুল্য ব্যবহারও আছে।

মগধের অধিকার কালে কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই ছিল। তমলুক, সপ্তগ্রাম, ও স্থবর্ণ গ্রামাদির বাণিজ্য বহুদূর ব্যাপ্ত হয়। কিন্তু হঠাৎ ধর্ম্ম যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকলে ধর্ম্ম বিতণ্ডায় অগ্রসর হই-লেন। ধর্ম্মের অনৈক্য হওয়ায় পরস্পরের প্রতি পর-স্পরের বিদ্বেষ জন্মিল। রাজায় রাজায় বিবাদ, প্রজায় প্রজায় বিবাদ, গৃহে গৃহে বিচ্ছেদ; দেশে দেশে ধর্ম্ম কথা, চতুর্দ্দিকে কলরব, ভারত শান্তি শূন্য। অশোক রাজার আধিপত্য সময়ে সমস্ত দেশ হইতে সনাতন ধর্ম্ম উন্মূলিত প্রায় হইয়া উঠিল। রাজারা রাজকার্য্য বিস্মৃত হইলেন। জয়চিহ্ন নির্ম্মাণ, মন্দির নির্ম্মাণ, কবর নির্ম্মাণ ও নানাবিধ মূর্ত্তি নির্ম্মাণে সকলের যত্ন হইল।

মগধের প্রতাপ হ্রাস হইলেও আমাদিগের দেশে বৌদ্ধগণের উৎপাৎ ছিল। বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে পালবংশীয় বুনিয়া রাজারা দিনাজ পুরের নিকটে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা হৈহয় জাতীয় ক্ষত্রিয়

ছিলেন। মগধ রাজ্যের শেষাবস্থায় ধর্ম্ম ভ্রষ্ট এই সকল নরপতি পালোপাধি ধারণ করিয়া রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ইঁহারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধছিলেন। রাজ্য মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ইঁহাদিগের ইচ্ছা হইল। ঘোর ধর্ম্ম বিপ্লব উপস্থিত। বহু ব্রাহ্মণ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলেন। বৈদিকক্রিয়া কাণ্ডে লোকের অনাস্থা হইল। অন্তঃপুর বাসিনী কামিনী গণের মতিও ক্রমশঃ বিচলিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে পীতবাসা ভণ্ড তপস্বীগণের মহান্ কোলাহল। সকলেরই মুখে বৌদ্ধগীত। দেবালয় শূন্য, জাতিভেদে অনাস্থা, ও সর্ব্বত্রই হিন্দুদের অপমান। হিন্দুরা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। গৌড় দেশীয় দিগের বুদ্ধির প্রাখর্য্য কোন কালেই মন্দীভূত হইবার নহে। তর্কবল আশ্রয় করিয়া তাঁহারা বৌদ্ধগণকে ঘোর রূপে আক্রমণ করিলেন। বৌদ্ধেরা পদে পদে পরাভূত হইতে লাগিল। এ দিকে অত্যল্প কাল মধ্যেই বৌদ্ধদিগের বজ্রস্বরূপ, নিখিল নাস্তিক নিপাতকারী, সেই অমিততেজা শঙ্করাচার্য্য স্বীয় দিগ্ বিজয়ী দল বল সহ আসিয়া একবারে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। তিনি গৌড়দেশে নাস্তিকদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হতপ্রভ ও ত্রস্ত (১) দেখিয়া গৌড়াচার্য্য দিগের ভূয়সী

(১) গৌড়াচার্য্য নির্ব্বিকল্পে সমাধাবন্য যোগিনম।
সাকার ধ্যান নিষ্ঠা নামত্যস্তং ভয় মূচিরে॥ ইত্যাদি পঞ্চদশী।

প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং দেশে ধর্ম্ম প্রচারের উপায় করিয়া আহ্লাদ সহকারে গৌড়াচার্য্য গণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন। পরে যখন কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সরস্বতী পীঠ দর্শনে মানস হইল তখন ঐ গৌড়াচার্য্যেরাই তত্রস্থ লোকগণকে বিবাদে পরাভূত করিয়া গুরুর সহিত পীঠ মধ্যে প্রবেশ করেন (১)।

আদিশূরের বংশ গৌড় নগরে প্রবল হইলে পাল বংশীয়েরা কেবল উত্তরদিকেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। কৃষিকার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ উৎসাহ ছিল। তাঁহারা নানা স্থানে চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। অনেক পুষ্করিণীও খাত হইয়াছিল। তম্মধ্যে কয়েকটা অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। পালবংশীয় দ্বাদশজন নরপতি বাঙ্গালারউপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করেন।

অনন্তর মহারাজ আদিশূর অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি ক্ষত্রিয় জাতীয় কায়স্থ হওয়াতে আইন আকবরিতে কায়স্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। দাল্‌ভ্য গোত্রজাদি কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় (২)।

---

[১] রাজতরঙ্গিণী চতুর্থ তরঙ্গ।

(২) কায়স্থ সামান্যতঃ তিন প্রকার। দাল্‌ভ্য মুনি চন্দ্রসেন রাজার সগর্ভা ভার্য্যাকে পরশুরাম হস্ত হইতে বিমুক্ত করেন। তাঁহারই সন্তানেরা দাল্‌ভ্য কায়স্থ নামে খ্যাত। ইঁহারা রাজবংশোদ্ভব ও ক্ষত্রিয়। [স্কন্দ পুরাণ]

আদিশূর রাজা হইলে পালবংশীয় নরপতিগণের প্রভাব হ্রস্ব হইল। তাঁহারা উত্তরদিকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার দক্ষিণ বিভাগের রাজারা কান্যকুব্জের সহায়তা গ্রহণ করিয়া পালদিগের প্রতি দৃকপাতও করিতেন না। উত্তরদিগের অনেক প্রজা ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত আদিশূরের রাজ্যে আসিয়া বাস করে। অপুত্রক রাজা আদিশূর বৌদ্ধ বিদলিত বঙ্গের ব্রাহ্মণগণকে শাস্ত্রানভিজ্ঞ দেখিয়া পুত্রেষ্টী যাগ করণার্থ কান্যকুব্জ রাজ বীরসিংহের নিকট পঞ্চব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে পাঞ্চালেশ্বর শাণ্ডিল্য গোত্রজ ভট্টনারায়ণকে মকরন্দঘোষ, সাবর্ণ গোত্রজ বেদগর্ভকে দশরথ গুহ, বাৎস্য গোত্রজ ছান্দড়কে পুরু-ষোত্তম দত্ত, ভরদ্বাজ গোত্রজ শ্রীহর্ষকে কালিদাসমিত্র, ও কাশ্যপ গোত্রজ দক্ষকে দশরথ বসু ভৃত্যসহ আদি-শূরের সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ কহেন ইহাঁরা অনাবৃষ্টি শান্ত্যর্থ আগমন করেন। যাহা হউক ইঁহাদিগের আগমনে বিদ্যা ও ধর্ম্মের জ্যোতিঃ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইল। শাস্ত্রানভিজ্ঞ পূর্ব্ব ব্রাহ্মণেরা সপ্তসতী

দ্বিতীয় প্রকার করণ কায়স্থ। বৈশ্য ও শূদ্রায় ইহাদের উৎপত্তি। [ভরত .]

তৃতীয় প্রকার সামান্য কায়স্থ। বৈদেহও মাহিষ্য কন্যাযোগে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

মাহিষ্য বনিতা সূনু র্বৈদেহাৎ যঃ প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্ত স্তসা ধর্ম্মো বিধীয়তে।। [কমলাকর ভট্ট।

নামে খ্যাত হইয়া পূর্ব্বদিকে অপসৃত হইলেন। কিন্তু নিকটে বৌদ্ধ ও গিরিধর, পৃথ্বীধর, সৃষ্টিধর, প্রভাকর ও জয়ধ্বরাদি আদিশূর বংশীয় রাজগণের শৈথিল্যবশতঃ ব্রাহ্মণেরাও স্বকার্য্যে শৈথিল্য প্রদান করিলেন। পালেরাও পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠিল। বর্ত্তমান তালিপবাদ পরগণার অন্তঃপাতী মধুপুরে যশপাল, সবরের নিকটবর্ত্তী কোটি বাড়ীতে হরিশ্চন্দ্র ও ভোয়ালের অন্তঃপাতী কাপাশিয়া নামক স্থানে শিশুপাল প্রভৃতির বংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতে লাগিলেন। (১)। এই নিমিত্ত আইন আকবরিতে পাল বংশ আদিশূরের বংশের পর বিন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু অনতিবিলম্বেই ৯০৩ খৃ অব্দে আদিশূরের বংশ বিলুপ্ত হইলে বিশ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে দিল্লী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত হয়। পাল বংশীয়েরা নতশির হইলেন। বল্লাল আর্য্য ধর্ম্ম প্রবল ও আর্য্য রীতি নীতি দৃঢ়ীকরণার্থ সমস্ত জাতি শ্রেণীবদ্ধ করেন। তদবধি বৌদ্ধেরা আর্য্য ধর্ম্মের আর অনিষ্ট করিতে পারেনাই। বল্লালের মৃত্যুর পর লক্ষণ সেনও পিতার অনুরূপ কার্য্য করেন।

[১] কাশীর নিকটস্থ সারনাথের মন্দিরে প্রাপ্ত তাম্রফলকে লোকপাল, ধর্ম্মপাল, জয়পাল, দেবপাল, নারায়ণপাল, রাজপাল, পালদেব, বিগ্রহপাল, মহীপাল ন্যায়পাল, বিগ্রহপাল, প্রভৃতি রাজগণ গৌড়ের রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

তাঁহার মহিষীর নাম অতুলা কুমারী ছিল। দ্বিজবর হলায়ুধ মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়-দেব, উমাপতি ও কবিরাজ এই পঞ্চ রত্ন ও এতদ্ব্যতীত অরবিন্দভট্ট, পৃথ্বীধর, দিনকর মিশ্র ও ভবানন্দাদি কবি-কুল সভামধ্যে সদা রাজার গুণ গান করিতেন। সেনা-পতি রণজয়বীরের প্রতাপে চতুর্দ্দিক ত্রস্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেন গৌড় নগরের পরম শোভা সম্পাদন করেন। তিনিই ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়া-ছিলেন (১)। তাঁহারপরলোকের পর কেশব সেন, মাধব সেন, শূর সেন, ভীম সেন আদি কয়েক জন নরপতি অতীত হইলে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনারোহণ করি-লেন। আদিশূরাবধি লক্ষ্মণ সেনের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার সমধিক উন্নতি হয়। কেবল সংস্কৃত চর্চ্চাই তাহার একমাত্র কারণ। আর্য্যধর্ম্মের উন্নতিতে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি। সংস্কৃতই বাঙ্গালার একমাত্র জননী। আর্য্যধর্ম্মানুসারে সংস্কারাদি শাস্ত্রীয় সর্ব্বকর্ম্মে সংস্কৃত প্রয়োজন। সুতরাং ধর্ম্মের উন্নতিতেই ভা-ষার উন্নতি হইয়া পড়িল। পালবংশীয় দিগের সময়ে

[১] লক্ষণ নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কুলীন করিয়াছিলেন। কিন্তু বংশানুক্রমে কুলীন করা ও মেল বদ্ধ করা লক্ষণের বহুকাল পরে দেবীবর পণ্ডিত কর্ত্তৃক হয়। পুরন্দর খাঁ কায়স্থদিগের কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন করেন। তিনি যবন ছিলেন না। খাঁ কেবল সম্মান সূচক উপাধি মাত্র।

ভাষার সামান্য উন্নতি হয়। আদিশূরের সময়াবধি বাঙ্গালার বিশেষ উন্নতি স্বীকার করিতে হইবে। এই সময়ে ভাষার দৈন্যতা বিনষ্ট হয়। এবং এই সময়াবধি বাঙ্গালা আশামাদির ভাষা হইতে পৃথক হইয়া সতেজ হইতে লাগিল।

অনন্তর ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই যবনেরা বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল। লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপে গঙ্গাবাস করিতেন। তজ্জন্য তথায় সৈন্যাদি থাকিত না। হটাৎ ১২০৩খৃঃঅব্দে বখতিয়ার রাজধানী আক্রমণ না করিয়া একবারে নবদ্বীপে উপস্থিত। বৃদ্ধমহারাজ অনতিবিলম্বে নগর পরিত্যাগ করিলেন। পশ্চিম বিভাগ বিনাযুদ্ধে মুসলমানদের হস্তগত হইল। যবন সেনাপতি পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলেন। প্রতাপশালী দনুজ মাধব পূর্ব্বদিক রক্ষা করিতেছিলেন। উভয়সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বখতিয়ার পরাভূত হইয়া অপসৃত হইলেন। কিন্তু ভাগ্যের ফল বিনষ্ট হইবার নয়। যুবরাজ দনুজ মাধব পাছে পরাজিত হইলে স্ত্রীপরিবারগণ যবন হস্তে নিপতিত হয়, এই ভয়ে মরণের সঙ্কেতার্থ একটী পালিত কপোতকে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। রাজকুমার যুদ্ধে পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া নদীতে জলপানার্থ যেমন নামিতেছিলেন অমনি বস্ত্রের শৈথিল্য বশতঃ সেই কপোত উড্ডীন হইয়া রাজবাটীর অভিমুখে প্রধাবিত হইল। নৃপকুমার দ্রুত বেগে গমন করিতে লাগিলেন,

কিন্তু সময়ে পহুছিতে পারেন নাই। রাণীরা কপোত দর্শনে রাজার পরাজয় নিশ্চয় করিয়া যবন সংস্পর্শভয়ে জ্বলন্ত চিতায় পতিত হইলেন। শোক সন্তপ্ত কুমারও সেই চিতাতেই প্রাণত্যাগ করেন। (১) তদবধি বাঙ্গালা যবনাধীন হইল। কিন্তু বখতিয়ারের পরাজয়ে সুবর্ণগ্রামের নিকটবর্ত্তী ভাগ কিয়ৎকাল স্বাধীন ছিল। যবন সেনাপতি আশামে যাত্রা করিয়াও পরাভূত হইলেন।

বখতিয়ার খিলিজীর মৃত্যুর পর ১২৮২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চদশ জন ভূপাল দিল্লীর অধীন থাকিয়া রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে গয়সউদ্দীন গৌড় নগর সুশোভিত, নগর হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত বাঁধ নির্ম্মাণ, আশাম ত্রিহুত ও ত্রিপুরা সহ সখ্যতাবন্ধন ও সুবিচারে সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদ্রোহ জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। তোঘানখাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিজয়ী উড়িষ্যা বাসীগণ বীরভূমস্থিত নগর ও পরে গৌড় পর্য্যন্ত অবরোধ করে। তৈমুর তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়া তাঁহাকেই দূরীভূত করিলেন। উজবেক উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পরাভূত হন। পরে শ্রীহট্ট লুণ্ঠন ও আশাম আক্রমণ করিয়া অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। জেলাল

---

[১] মার্ক পলো বলেন যে ১২৭২ খৃঃঅব্দে বাঙ্গালা যবনাধীন হয়। তিনি তৎকালে জীবিত ছিলেন। [মারসডেন কৃত মার্ক পলো অনুবাদ]।

কয়েকজন হিন্দু রাজাকে জয় করিবার উদ্যমের সময় কারার সুবাদার হস্তে বিনষ্ট হইলেন। আদিন তোঘরল ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া পরে বিদ্রোহ জন্য পরাভূত ও নিহত হন।

(১) নাজীরের সময় দেশ কিয়ৎকাল প্রশান্ত ছিল। পরে আলাউদ্দীন সম্রাট হইয়া ১২৯৯ খৃঃঅব্দে বাঙ্গালা দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। নাজীর পশ্চিম বিভাগে থাকিয়া সম্রাটের অধীনে ২৬ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বিভাগের সুবাদার বাহাদুর সুবর্ণ গ্রামে রাজধানী করেন। বাহাদুরও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন (২)। ফকীরউদ্দীন তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিয়া সমস্ত রাজ্যাকাঙ্ক্ষায় গৌড় প্রদেশ আক্রমণ মাত্র পরাভূত ও নিহত হইলেন। কিয়দ্দিবস পরে সমসউদ্দীন পূর্ব্ব বিভাগে রাজ্য স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করত ১৩৪৩ অব্দে সম্পূর্ণরূপ স্বাধীন হইলেন। যবনদিগের আধিপত্য হও

---

[১] মতান্তরে বগরা খাঁ। আমরা এই সকল ভিন্ন ভেদের মীমাংসা করিয়া প্রাচীন মুদ্রানুসারে যবনরাজা গণকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া যথাযোগ্য স্থলে প্রকাশ করিব।

(২) ফেরেস্তা কহেন যে লক্ষণাবর্ত্তী ও সুবর্ণগ্রাম উভয় স্থানেই আমীর ও বিচারপতি দিগের ঘোর অত্যাচার হয়। তন্নিবারণার্থ সম্রাট আসিয়া বাহাদুরকে পরাজয় করেন। সম্রাট পরে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

নাবধি সমসউদ্দীনের কাল পর্য্যন্ত ভাষা ক্রমশঃ হীনবল হইয়া আসিতেছিল। যেরূপ ভাষায় লোকে কথাবার্ত্তা কহিত তাহাতেই প্রবন্ধাদি রচিত হইয়াছে।

অনন্তর সমস উদ্দীনের রাজ্যকালাবধি ১৫৭৬ খৃঃ অব্দে আকবরের অধিকার পর্য্যন্ত প্রায় ষড়বিংশতি জন নরপতি রাজ্য শাসন করেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই স্বাধীন ছিলেন। সমসউদ্দীন সমস্ত রাজ্য বঙ্গ দেশের অধিকারভুক্ত, সুবর্ণ গ্রাম হইতে পদ্মাতীরস্থ পাণ্ডুয়ায় রাজধানী, ত্রিপুরা ও বেহারের সহযুদ্ধ, সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ও হাজিপুর নির্ম্মাণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। সেকেন্দর রাজ্য প্রাপ্ত হইলে সম্রাট বাঙ্গালা প্রাপ্তির পুনর্ব্বার বিফল প্রয়াস পান। হাফিজের সমকালবর্ত্তী গয়সউদ্দীনের রাজ্য কাল অতি উত্তমরূপে অতিবাহিত হয়। তৎপরেহিন্দু বংশোদ্ভব গণেশ (১)নামক ভূপতি মন্দিরাদি নির্ম্মাণ দ্বারা হিন্দুগণকে ও ভূসম্পত্তি দ্বারা মুসলমান গণকে পরিতুষ্ট রাখিয়া পরম সুখে রাজ্য করেন। চিৎমলের সময়ে পাণ্ডুয়া হইতে গৌড়নগরে রাজধানী ও তথায় অনেক প্রাসাদাদি নির্ম্মিত হয়। তদনন্তর আহম্মদ সাহের রাজ্য কাল। তৎকালে দিল্লীতে তৈমুরের উপদ্রব উপস্থিত। জৌনপুরের সুবাদার সুযোগ পাইয়া বাঙ্গলা

(১) মতান্তরে কংশ।

আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার সুবাদার তৈমুর পৌত্রের শরণাপন্ন হইলে জৌনপুরের রাজা আর কোন উপদ্রব করেন নাই। নাজীর সা সিংহাসনারোহণ করিয়া গৌড়ের দুর্গ পুনঃ সংস্কার করিলেন। তাঁহার পুত্রের রাজ্য কালে আবিসিনীয় দাসেরা রাজবাটীর কার্য্য প্রাপ্ত হয়। নৃপ হত্যাই এই পামর দিগের কার্য্য ছিল। অশেষ বিধ পাপাচরণ দ্বারা সেই দাস দিগের মধ্যে চারিজন ক্রমান্বয়ে রাজ্য প্রাপ্ত হয়। অনন্তর দুরন্ত মুজঃফর রাজ্য গ্রহণ করিলেন। ঘোরতর প্রজাপীড়ন। মন্ত্রী হোসেন সাহের সহ গৌড়ের সম্মুখে ভয়ানক সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মুজঃফর পরাজিত ও নিহত হইলেন। হোসেন ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদের বংশ সম্ভূত ছিলেন। তিনি গৌড় নগর লুণ্ঠন, অবাধ্য সৈন্যগণকে বধ, আবিসিনীয় দাসদিগকে নির্ব্বাসিত, উড়িষ্যা (১) ও আশাম আক্রমণ এবং জৌনপুরের রাজাকে আশ্রয়দান করিয়া প্রবল প্রতাপ সহকারে চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ রাজ্য ভোগ করেন। তাঁহার পুত্র নসীরত সা বাবরাচ্যুত মহম্মদ লোদীকে সাহায্য, বেহারের কিয়দংশ অধিকার ও গৌড় নগরে প্রকাণ্ড সুবর্ণ মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া শেষে পরিচারক

[১] রোম নিবাসী ভার্টোমেনস বলেন, নরসিংহ তৎকালে উড়িষ্যার রাজা ছিলেন, ভার্টোমেনস তখন এখানে উপস্থিত। [ইডন কৃত ভার্টোমেনস ভ্রমণ অনুবাদ]।

হস্তে নিহত হইলেন। নসীরতের পুত্র মহম্মদের পর বিখ্যাত সের সা দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজয়, সুবর্ণগাম হইতে সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত রাজপথ, বাঙ্গালা বহুখণ্ডে বিভক্ত,ভূরি দানশালা নির্ম্মাণও সর্ব্বত্র দস্যুভয় অপাকৃত করিয়া বাঙ্গালাকে পরমসুখী করিয়াছিলেন। সেরেরসময় বেহার পুনর্ব্বার বাঙ্গালার অন্তর্ভূত হয়। তাঁহারমৃত্যুর পর সম্রাট পরাভূত মহম্মদখাঁ,সম্রাট বিজয়ী বাহাদুর, তাঁহার ভ্রাতা ও পরে তৎপুত্র ক্রমান্বয়ে রাজ্য প্রাপ্ত হন। অবশেষে প্রতাপশালী সলিমান আকবরকে বহু উপহার প্রদান করিয়া কালাপাহাড়ের সাহায্যে উড়িষ্যা জয় করিলেন। সলিমান পুত্র দাউদ আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া দূরীভূত হইলেন। তদনন্তর মণিম খাঁ কিয়ৎকাল গৌড় নগরে বাস করেন। আকবরের আজ্ঞানুসারে এই সময়ে গৌড়ের পুনঃ সংস্কার হয়(১)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত মার্সমন সাহেব এই সময়েই মহামারীতে গৌড়ের উচ্ছেদ লিখিয়াছেন। হটাৎ মহামারীতে গৌড় নগর একবারে উচ্ছিন্ন হয় নাই। মনিমের মৃত্যুর পর দাউদ পুনর্ব্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করিলে পরাজিত

[১] ফেরেস্তা।
গৌড়ের জলবায়ু মন্দ হওয়াতে প্রজাগণ ক্রমশঃ তৎস্থান ত্যাগ করে। আরংজিবের সময় পর্যান্ত গৌড়ে বসতি ছিল। গৌড়ের বিনাশে মালদহের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

ও হত হইলেন। দাউদের মৃত্যুর পর বাঙ্গালা মোগলাধীন হইল। প্রায় ৪৮০ বর্ষকাল পাঠানেরা এতদ্দেশে রাজ্য করে। রাজসেনাপতি গণ কর্ত্তৃক এক এক প্রদেশ শাসিত হইত। তাঁহারা রাজস্বের কিয়দংশ মাত্র ধনাগারে প্রেরণ করিতেন। নবাবকে হীনবল দেখিলে রাজস্ব প্রায়ই প্রেরিত হইত না। রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য হিন্দুদিগের হস্তগত ছিল। প্রথমে ভূমি সংক্রান্ত যাবনিক শব্দ সকল ভাষা মধ্যে প্রবেশ করে। তৎপরে বিচার সম্পর্কীয় শব্দাদিও প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রধান প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ যবনদিগের অনুকরণ করিয়া অনেক বিলাস দ্রব্যকে যাবনিক নামে আহ্বান করিতে আরম্ভ করেন। কথা বার্ত্তায় ক্রমশঃ যাবনিক শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল। দোয়াৎ, কলম, বিছানা, বালিস, কাগজ, আসামী, ফরিয়াদি, জমা, কবুলিয়ৎ, ফিরিস্তি, তায়দাদ, ছানি, ফৌজদারী, দেওয়ানী, দোয়েম, মালগুজারী, আদি ভূরি শব্দ ভাষা মধ্যে মিশ্রিত হয়।

১৫৭৬ খৃঃ অব্দে দেশ মোগলাধিকৃত হইল। মোগলসম্রাট আকবরের সেনাপতিগণ প্রাচীন আফগান জায়গীর সকল অধিকার করিয়া রাজস্ব দানে অস্বীকৃত হইলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। বিদ্রোহীগণ রজপুত শ্রেষ্ঠ তোডরমল দ্বারা হতবীর্য্য ও আজিম দ্বারা সম্পূর্ণরূপ পরাভূত হয়। ১৫৮২ খৃঃ অব্দে তোডরমল

ওয়াশীল তুমর জমার বন্দোবস্ত করিয়া এককোটি সাত লক্ষ টাকা আয় করিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার সর্ব্বত্র শান্তি বিস্তার হয় নাই। জায়গীরভ্রষ্ট আফগানেরা কতক উড়িয্যায় ও কতক হাতিয়া পরগণার জঙ্গলে থাকিয়া উৎপাত করিতে লাগিল।* প্রতাপাদিত্য তাহাদের সহিত যোগ দিলেন। অনন্তর রাজা মানসিংহ সুবাদার হইয়া উড়িয্যার পাঠানদিগকে সুবর্ণ রেখা তীরে পরাজয় করাতে তাহারা সন্ধি করিল। তিনিও রাজমহলে গিয়া রাজধানী করিলেন। এই সময়ে কুচবেহারের রাজা ইচ্ছা করিয়া মোগলদিগের বশতাপন্ন হন। উড়িয্যার আফগানেরা সাতগাঁ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া পুনরায় পরাজিত হইল। কিন্তু মানসিংহ বাঙ্গালা ত্যাগ করিলে এবং আকবরের মৃত্যু হইলে তাহারা সাহসী হইয়া বাঙ্গালার সমস্ত দক্ষিণ ভাগই অধিকার করে। কিয়দ্দিবস পরে পাঠানেরা পরাজিত হইল এবং মানসিংহও পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মানসিংহ দ্বিতীয়বার আসিয়া বহুদিন বাঙ্গালায় ছিলেন না। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার

* মানসিংহ একবার ইহাদিগকে শ্রীপুরে পরাজয় করেন। কিন্তু ইহারা কয়েকদিবস মধ্যেই পুনরায় পরাক্রান্ত হইয়া দমরায়ের অন্তঃপাতী গণকপাড়া ও গৌড়ীপাড়ায় দুর্গনির্ম্মাণ করিল। ইহারা বলপূর্ব্বক পূর্ব্বদেশের অনেক লোককে মুসলমান করে। কিন্তু ইসলামের সময়ে সুবর্ণরেখা নদীতীরে উড়িষ্যাস্থ আফগানেরা ভয়ানক রূপে পরাজিত হইলে ইহারা আর কোন উপদ্রব করে নাই। ইহাদিগের দ্বারা পূর্ব্বদেশের বাঙ্গালাভাষা কিয়দংশ বিকৃত হইয়াছে।

পশ্চিমবিভাগে গৌরাঙ্গ শিষ্যেরা বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিলক্ষণ রূপ প্রচার করে। তিনি চলিয়া গেলে ইসলাম খাঁ সুবাদার হইয়া ১৬০৮ খৃঃঅব্দে ঢাকায় রাজধানী করিলেন। পোর্ত্তুগীজ ও মগদিগের উপদ্রব আরম্ভ হইল। পোর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে বন্দর করিয়া সপ্তগ্রামের বাণিজ্য বিনাশ করিয়াছিল। চট্টগ্রামেও বহুসংখ্য পোর্ত্তুগীজ বাস করিত। তাহারা আরাকানে উৎপাত করাতে আরাকানের রাজা তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। কিন্তু পোর্ত্তুগীজেরা দক্ষিণ সাবাজপুর দ্বীপে থাকিয়া দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিল। বাঙ্গালার সুবাদার তাহাদিগকে বিনাশ করিতে গিয়া স্বয়ংই পরাজিত হইলেন। তখন তাহাদিগের ঘোর অত্যাচার বৃদ্ধি হইল। আরাকানের রাজা যোগ দিলেন। মগ ও পোর্ত্তুগীজের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গালার প্রজারা কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু সুবাদার বহুযত্ন করিয়া অবশেষে লক্ষ্মীপুরে তাহাদিগকে পরাজয় করিলেন। এদিকে উড়িষ্যাবাসী আফগানেরা আসিয়া উপস্থিত।* সুবর্ণরেখা নদীতটে ঘোর সংগ্রাম

* মার্সমন বলেন এই যুদ্ধ ১৬১১ অব্দে হইয়াছিল। এবং ১৬০৮ অব্দে ইসলাম ঢাকায় রাজধানী করেন। গ্লাডউইন বলেন যে এই যুদ্ধের পর ইসলাম ঢাকায় রাজধানী করিয়াছিলেন। ষ্টিওয়ার্ট বলেন যে মগদিগের উৎপাত নিবারণ জন্য ১৬০৮ অব্দে ঢাকায় রাজধানী করা হয়। কিন্তু ভ্রমণকারী হারবার্ট ১৬২১অব্দে বাঙ্গালায় থাকিয়া লিখিয়াছেন যে ১৬১৪ খৃঃ অব্দে সুজাত খাঁ ও এতিমাম খাঁ নামক নবাবের দুইজন সেনাপতি আফগানদিগকে পরাজয় করে। আফগানেরা রাজধানী ঢাকানগর পর্য্যন্তও বেষ্টন করিয়াছিল।

উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত হইয়া আর অধিক উপদ্রব করে নাই। পোর্ত্তুগীজ দলপতি গঞ্জালিস্ আরাকান রাজার সহিত অভদ্রতা করিয়া সম্পূর্ণরূপ পরাভূত হইল। তদবধি * পোর্ত্তুগীজদিগের উপদ্রব অনেক নিরস্ত হইল। ১৬২১অব্দে এব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হইলেন। পোর্ত্তুগীজ মগ ও আফগানেরা ক্ষান্ত থাকায় দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইল। ঢাকা ও মালদহে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র সকল প্রস্তুত হইতে লাগিল। কিন্তু পাঁচ বৎসর মধ্যেই সম্রাটের বিদ্রোহীপুত্র সাজেহান বাঙ্গালা প্রবেশ করিলেন। ঘোর

---

* মার্সমন পোর্ত্তুগীজ ও মগদিগের উৎপাতে সুন্দর বনের উৎপত্তি লিখিয়াছেন। কিন্তু পোর্ত্তুগীজ ও মগদিগের উৎপাত কেবলমাত্র কারণ নহে। ১৫৮৫ অব্দে বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় ভয়ানক ঝড় ও সমুদ্রের আক্রমণে দক্ষিণদিক নষ্ট হইয়া যায়। প্রায় দুই লক্ষ প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। একটি মন্দির অবলম্বন করিয়া কতকগুলি লোক রক্ষা পায়। তৎপরে ঘোর ভূমিকম্প হইয়াছিল। গঙ্গার অসংখ্য শাখার বেগ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনেক স্থান নষ্ট হইয়া যায়। তদবধি দক্ষিণ দিক অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। যে দুই একজন অধিবাসী ছিল, তাহারাও মগদিগের উৎপাতে বাসস্থান পরিত্যাগ করে; প্রায় দুই শত বৎসর হইল সুন্দরবন সম্পূর্ণরূপ অরণ্য হইয়াছে। কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে ভূমণ্ডলের মধ্যে যেখানে যেখানে যে পরিমাণে উচ্চ পর্ব্বত আছে সেই সেই স্থানের সম্মুখবর্ত্তী সমুদ্রগর্ভেও সেই পরিমাণে গভীর গর্ত্ত রহিয়াছে। ভারতবর্ষে হিমালয়পর্ব্বত যত উচ্চ তৎসমীপস্থ সুন্দরবনের সন্নিহিত সমুদ্রগর্ভেও তত গভীর একটী মহাগর্ত্ত রহিয়াছে। একটী ভূ-কম্প দ্বারা সুন্দরবনের ভূমি নিম্ন হইয়া সেই মৃত্তিকা দ্বারা উক্ত মহাগর্ত্তের কিয়দংশ পূরণ হইয়াছে। সুন্দরবন হইবার এই কারণটী পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ জ্ঞাত ছিলেন না।

অত্যাচার * আরম্ভ হইল। তিনি দিল্লীশ্বরকে পরাজয় করিবার জন্য হুগলীর পোর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া প্রাপ্ত হইলেন না। দুই বৎসর পরে সাজেহান বাঙ্গালা ত্যাগ করিলে খানাজাদ খাঁ সুবাদার হইলেন। বহুকাল পরে তিনিই কেবল দিল্লীতে ২২ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেন। তৎকালে উদ্বৃত্ত সমস্ত রাজস্বই মগ ও পোর্ত্তুগীজদিগের বাৎসরিক উপদ্রব নিবারণে বিনষ্ট হইত। † অবশেষে বাঙ্গালার এতদূর দুরবস্থা হইয়াছিল যে কেবল বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা ‡ দিবার অঙ্গীকার করিয়া ১৬২৭ অব্দে ফৈদী খাঁ বাঙ্গালার সুবাদারী প্রাপ্ত হন। ১৬২৭ অব্দে সম্রাটের মৃত্যু হইলে সাজেহান সম্রাট হইয়া কাশীম খাঁকে বাঙ্গালার সুবাদার করিলেন। কাশীম খাঁ হুগলীর পোর্ত্তুগীজদিগের নামে কিঞ্চিৎ অভিযোগ করিবামাত্র সম্রাট্ পোর্ত্তুগীজদিগের পূর্ব্বব্যবহার স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিতে আজ্ঞা দিলেন। কাশীম খাঁ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র হুগলীতে পোর্ত্তুগীজগণকে ¶ সমূলে

---

* হারবটের বর্ণনা। তিনি তৎকালে এখানে উপস্থিত।

† মগ ও পোর্ত্তুগীজদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ বহুসংখ্য নৌকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তাহাকে নোয়ারা কহিত। কর্ম্মচারীরা বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর গ্রহণ করাতে রাজ্যের কর অত্যন্ত অল্প হইয়াছিল।

‡ মার্সমন কহেন, ফৈদী পাঁচ লক্ষ টাকা দিতেন। তাহা নহে, পাঁচলক্ষ সম্রাট্ জেহাঙ্গির ও আর পাঁচলক্ষ বেগম সাহেব নুরজেহানকে দিতে হইত।

¶ বর্ত্তমান কালেক্টরীর কাছারি ও এমামবাটীর নিকট হুগলীতে পোর্ত্তুগীজদিগের দুর্গ ছিল। মোগোলেরা সার্দ্ধ তিন-

উচ্ছেদ করিলেন। পোর্ত্তুগীজদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধে ভাষামধ্যে অনেক পোর্ত্তুগীজ শব্দ প্রবেশ করে। এক্ষণে কলিকাতার ন্যায় পূর্ব্বে হুগলী প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। পোর্ত্তুগীজেরা বাঙ্গালায় বিলক্ষণ আধিপত্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে কেবল ভাষাই তাহার একমাত্র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শাবান, কেদেরা, নিলাম, ফিতা, বেহালা, পাদরী, চাবি, ইস্পাত, পেরু, গুদড়ী, পরু, কেরাণী, গির্জ্জা, বাতাবীলেবু, মর্ত্তমানকলা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ পোর্ত্তু-

---

মাস বেষ্টনেও লইতে পারে নাই। পরে বারুদ দ্বারা দুর্গভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে। পোর্ত্তুগীজদিগের চিহ্ন মধ্যে বান্দেলে একটি গির্জ্জা আছে। ঐ গির্জ্জা ১৫৯৯ অব্দে নির্ম্মিত হয়। ১৬৩২ অব্দে হুগলী মোগল অধিকৃত হইলে একজন পোর্ত্তুগীজ পাদরি স্বক্ষমতায় দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে গির্জ্জার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ৭৭৭বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রাপ্ত হন। এখনও সেই ভূমির উপস্বত্ত্বে গির্জ্জার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে। অনেকে কহেন যে, বাঙ্গালা দেশের এই আদি গির্জ্জা। বস্তুতঃ তাহা নহে। পোর্ত্তুগীজদিগের পূর্ব্বে সিরীয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত নিষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টানগণ বাণিজ্যার্থ ঢাকায় থাকিত। ভার্টোমেনস ১৫০৩ অব্দে তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন। তাজগঞ্জের গির্জ্জা ইহারাই নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পোর্ত্তুগীজেরা ১৫১৭ খৃঃঅব্দে প্রথমে বাঙ্গলায় প্রবেশ করে। পরে দুর্ভিক্ষের উৎপাতে ঢাকা হইতে চট্টগ্রামে চলিয়া যায়। কিয়ৎকাল পরে শ্রীপুরে আসিয়া কুঠী করিল, পরে ১৫৪০ অব্দে হুগলীতে যায়। ১৫৮৬ অব্দে ভ্রমণকারী ফিচ এখানে আসিয়া লেখেন যে, পোর্ত্তুগীজেরা সর্ব্বদাই প্রজাদের উপর দৌরাত্ম্য করে। নবাব সৈন্য প্রেরণ করিলে গঙ্গার মুখের একদ্বীপ হইতে অন্যদ্বীপে পলায়। ফিরিঙ্গি বাজারে বাস করার পর নবাবেরা তাহাদিগকে গোলন্দাজ ও নৌয়ারার কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। এখনকার কৃষ্ণবর্ণ ফিরিঙ্গিরা ইহাদেরই বংশ সম্ভূত।

গাজদিগের সংস্রবে ভাষামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পোর্ত্তুগীজেরা তাসক্রীড়ার প্রথাও এখানে প্রচলিত করে। হুগলী বিনাশের দুই বৎসর পরে ইংরেজেরা বাঙ্গালা প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁহাদিগের পিপলীতে কুঠী ছিল। ১৬৩৮ অব্দে ইসলাম খাঁ সুবাদার হইলে আরাকানের রাজার কর্ম্মচারী মুক্তারাম রায় রাজার সহিত বিবাদ করিয়া মোগলদিগের হস্তে চট্টগ্রাম অর্পণ করিলেন। মোগলেরা চট্টগ্রাম লইবেন ইত্যবসরে আশামের রাজা ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়া আসিয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুসলমানেরা শীঘ্রই তাঁহাকে পরাভূত করিল। অনন্তর ১৬৩৯অব্দে সা সুজা সুবাদার হইলেন। তিনি ঢাকা ত্যাগ করিয়া রাজমহলে রাজধানী করেন। কিন্তু হঠাৎ গৌরগামী গঙ্গার বেগ পরিবর্ত্তিত হওয়াতে রাজমহলের অনেক স্থান ভগ্ন হইয়া গেল। ইংরেজেরা সুজার কোন পরিবারকে আরোগ্য করিয়া ব্যলেশ্বর ও হুগলীতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইলেন। সুজার রাজত্ব কালে নয় বৎসর কাল কোন উপদ্রব হয় নাই। প্রজারা পরম সুখে ছিল। সুবাদারও দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া নূতন জমাতুমারীর বন্দোবস্তে এক কোটী একত্রিংশৎ লক্ষ টাকা আয় করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সাজেহানের পীড়ার সংবাদ আসিল। সকল পুত্রই সিংহাসন লইবার জন্য লোলুপ হইলেন। সুজা বারানসী পর্য্যন্ত গিয়া ক্ষান্ত হন। কিন্তু মধ্যম ভ্রাতা সিংহাসন অধিকার করিয়া অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে পরাজিত ও বাঙ্গালা

হইতে দূরীভূত করিলেন। সুজা আরাকানের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু দুরাত্মা তাঁহাকে সপরিবারে বিনষ্ট করে। অনন্তর ১৬৬০অব্দে মীরজুম্লা সুবাদার হইয়া ঢাকায় রাজধানী করিলেন। আশাম ও কুচবেহারের রাজাও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে উপস্থিত। মীর-জুম্লা কুচবেহারে প্রবেশ করিয়া রাজাকে পরাজয় ও তাঁহার দেবালয় চূর্ণিত করিলেন। আশামে প্রবেশ করিয়াও অনেক স্থান অধিকার করেন। কিন্তু বৃষ্টি ও মহামারীর জন্য পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। কুচবেহারের রাজা এই সাবকাশে মুসলমানদিগকে স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। মীরজুম্লা ক্লান্ত ও পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর ১৬৬২ অব্দে সায়স্তা খাঁর রাজ্যকাল উপস্থিত। তিনি ঢাকা নগর পুনর্নির্ম্মাণ করেন। ইঁহারই সময়ে ১৬৭৫ অব্দে ফরাসিরা চন্দন নগরে ১৬৭২ অব্দে ওলন্দাজেরা হুগলীতে এবং ১৬৭৬ অব্দে দিনেমারেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন।

ইতিপূর্ব্বে ইংরাজদিগকে বাণিজ্যের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রতি সুবাদারের নিকট হইতে সনন্দ লইতে হইত। সায়স্তা খাঁ দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে চিরকালের জন্য সনন্দ দেওয়াইয়া তাঁহাদিগের বাণিজ্যের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মগদিগের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। সুজার প্রাণবধ ও আশামে মীরজুম্লার দুর্গতি উপেক্ষিত দেখিয়া

মগেরা পোর্ত্তুগীজদিগের সহ বাঙ্গালার পূর্ব্ব বিভাগে অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে। তাহাদিগের উৎপাতে সমুদ্র ও নদী তীরস্থ স্থান সকল শূন্যময় হয়। গ্রামদগ্ধ ধর্ম্ম নষ্ট ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে তাহারা অধিবাসী-দিগকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া দূর দেশে দাসরূপে বিক্রয় করিত। সায়স্তা খাঁ বিস্তর সৈন্যসহ আরাকানে পহু-ছিলেন। চট্টগ্রাম অধিকৃত হইল। আরাকানের রাজা পরাজিত হইলেন। পোর্ত্তুগীজেরা মোগোলাধীন ফিরিঙ্গি-বাজারে আসিয়া প্রশান্ত ভাবে বাস করিল। সায়স্তা খাঁও দিল্লী চলিয়া গেলেন। কিন্তু সম্রাট পুত্র আজিম বাঙ্গা-লার সুবাদার হইতে না হইতে আশামীয়দের উপদ্রব আরম্ভ হয়। সে উপদ্রবেরও শান্তি হইল। এবং সায়স্তা পুনরাগমন করিলেন। কিন্তু প্রজাদের বিশ্রাম কোথায়! ধর্ম্মের উপর অত্যাচার! হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী সম্রাট্ আরং-জেবের আজ্ঞাক্রমে কত মন্দির চূর্ণিত, কত দেবালয় লুণ্ঠিত ও কত হিন্দুর সর্ব্বস্বান্ত হইল। কেবল ধর্ম্মের জন্যই আর্য্যদিগকে জিজিয়া দিতে হইত। ইংরেজদিগের উপরও নবাব বিরক্ত হইলেন। পাটনায় এলিস সাহেবের ব্যবহার ও কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণের আকাঙ্ক্ষাই এই বিরক্তির মূল কারণ। ওলন্দাজেরা চুচুড়ায় * দুর্গ নির্ম্মাণ

* পূর্ব্বে ওলন্দাজেরা বালেশ্বরে বাণিজ্য করিত। পরে হুগলীতে প্রবেশ করে। হুগলীর পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম প্রধান বন্দর ছিল। তৎকালে গঙ্গার প্রবাহ সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া বারুইপুর ও রাজগঞ্জ হইয়া সমুদ্রে পতিত হইত।

করিয়া ইংরেজদিগের বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। ব্রিটেনীয়দিগের বাণিজ্য রহিতপ্রায়। ইংরেজেরা যুদ্ধোদ্যম করাতে নবাব ভীত হইয়া বাণিজ্যের জন্য শতকরা সাড়ে তিন টাকা শুল্ক ধার্য্য ও ইংরেজদিগের নিকট হইতে নানা রূপে অর্থ গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু তিনজন ব্রিটিশ সৈন্যের বিবাদ লইয়া ইংরেজেরা হুগলীতে গোলাবৃষ্টি করাতে তৎক্ষণাৎ নবাবের সৈন্য প্রেরিত হইল। ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষ চার্ণক সাহেব সমস্ত দ্রব্যসহ সুতানুটীতে পলায়ন করিলেন। পরে ইঙ্গিলি দ্বীপে গিয়া

পরে গঙ্গার বেগ হুগলীর পূর্ব্বদিক দিয়া বর্ত্তমান পথ অবলম্বন করিলে ১৫৬৬ অব্দ অবধি হুগলী বন্দর হইল। হুগলীতে জলের গভীরতা হ্রাস হইলে ওলন্দাজেরা ১৬৭৬ অব্দে চুচুড়া স্থাপন করিল। ১৬৮৭ অব্দে তথায় তাহারা ফোর্ট গষ্টাভস দুর্গ নির্ম্মাণ করে। চুচুড়ায় বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রেনেল সাহেব চুচুড়ার রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। ঘণ্টাঘাট হইতে বড় বাজারের সন্নিহিত বাজিকের নিকট পর্য্যন্ত চারিবুরুজ বিশিষ্ট ওলন্দাজ দুর্গ বর্ত্তমান ছিল। ইংরাজেরা ১৮২৭ অব্দে ঐ দুর্গ সমভূমি করিয়াছেন। ১৮২৫ অব্দে ওলন্দাজেরা ইংরেজদিগকে চুচুড়া পলতা এবং কালিকাপুর ঢাকা বালেশ্বর কটক ও পাটনার কুঠী ও তৎসম্পর্কীয় স্থানাদি দিয়া তৎপরিবর্ত্তে সুমাত্রা দ্বীপ লইয়াছেন। যে স্থানে দুর্গ ছিল তাহার অনতিদূরে সিন্ধিয়ার সেনাপতি মোসিয়র পেরো ১৮১০ অব্দে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তাহাতেই এক্ষণে কলেজ হইতেছে। বার্ষিক পঞ্চান্ন সহস্র টাকা উৎপন্ন হয় মহম্মদ মহসিন প্রদত্ত এইরূপ বিষয়ের দ্বারা ঐ কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। চুচুড়ায় এক্ষণে ওলন্দাজী কীর্ত্তির মধ্যে সাত সাহেবের বিবির গোর নামক প্রকাণ্ড স্তম্ভাদি বর্ত্তমান আছে।

বাস করেন। তথায় তাঁহার কদর্য্য জলবায়ুতে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। কিয়দ্দিবস পরে নবাব শান্ত হইয়া ইংরেজদিগকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু হিথ সাহেব ইংলণ্ড হইতে আসিয়া মোগল রাজ্য হইতে একবারে সমস্ত দ্রব্যাদি উঠাইয়া লওয়াতে বাঙ্গালার বাণিজ্যের সমস্ত আশাই গেল। সায়স্তাও পরলোক গমন করিলেন। তাঁহার সময়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও তণ্ডুল টাকায় অষ্ট মণ হইয়াছিল। অনন্তর নম্র প্রকৃতি এব্রাহেমের অধিকার কাল। ইংরেজরা আহূত হইয়া ১৬৯০ খৃঃ অব্দের ২৪ আগষ্ট সুতানুটী প্রবেশ করিলেন। এই বর্ত্তমান কলিকাতার প্রথম * উৎপত্তি। ১৬৯৫ অব্দে বর্দ্ধমানস্থ

* পুরাণে কলিকাতার বিবরণ বর্ণিত আছে। বল্লাল সেনের সময় কলিকাতার অবস্থা মন্দ ছিল না। সুন্দর বনের উৎপত্তি হওনাবধি লোক সংখ্যা অনেক হ্রাস হয়। কালীঘাটের সন্নিকটে অধিক লোক ছিল। প্রাচীন পীঠের উপর কালীর মন্দির নির্ম্মিত নহে। কালীঘাটের উত্তরে এক্ষণকার দুর্গের নিকট গোবিন্দপুর ছিল। তদুত্তরে বর্ত্তমান চিৎপুর সন্নিকটে সুতানুটী গ্রাম। সুতানুটীতে হাট হইত। চার্ণক হাটের নিকট বর্ত্তমান লালদীঘির সন্নিধানে কুঠী করেন। ঐ স্থানে ১৬৯৫ অব্দে দুর্গ নির্ম্মিত হয়। তখন বার্ষিক কর ১২০০ টাকা। তৎকালে সামান্য পল্লীর ন্যায় কলিকাতার নানাস্থানে জঙ্গল ছিল ও ব্যাঘ্র থাকিত। পটলের ক্ষেত্র জন্য পটলডাঙ্গা, দস্যুদের আশ্রয় জঙ্গল বলিয়া চোরবাগান ইত্যাদি নাম হয়। কলিকাতায় কুঠী থাকিলেও ইংরেজ কুঠীর অধ্যক্ষেরা কখন হুগলী কখন চাণক ও কখন বরাহনগরে থাকিতেন। যবনদিগের শেষাবস্থায় নানাবিধ বিদ্রোহ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৌরাত্ম্যে উৎপীড়িত হইলে অনেক প্রজা ইংরাজদিগের

জমীদার সর্ব্বসিংহের বিদ্রোহ। বিদ্রোহীরা বর্দ্ধমানের রাজবাটী লুণ্ঠন করিল *। উড়িষ্যাস্থ পাঠানদিগের

আশ্রয়ে আসিয়া বাস করে। পরে ১৭৫৬ অব্দে সিরাজ কলিকাতা দগ্ধ করেন। বর্ত্তমান কষ্টম হাউসে অন্ধকূপ হত্যা হয়। পরে ক্লাইব কলিকাতা অধিকার করিয়া প্রাচীন দুর্গ ভগ্ন করিলেন। গোবিন্দপুরের আধিবাসীগণকে চোর বাগান, ঠনঠনে প্রভৃতি স্থানে বাসভূমি দিয়া ক্লাইব ১৭৫৭ অব্দে দুই কোটি টাকা ব্যয়ে গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অনন্তর ১৭৭২ অব্দে কলিকাতায় মালের কাছারি উঠিয়া আসাতে ভূরি লোকের আগম হয়। কিন্তু ১৭৭৪ অব্দে নন্দ কুমারের ফাঁশী হওয়াতে লোকে ভীত হইয়া সুপ্রীমকোর্টের সীমা পরিত্যাগ করে। তাহারা গিয়া সালিকা অবধি উত্তর পাড়া পর্য্যন্ত নানা স্থানে বাস করে। অনন্তর চির বন্দোবস্তের পর হইতে পুনরায় লোকবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। প্রাচীন গবর্ণমেণ্ট হাউস বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউসের পশ্চিমে এখনকার ফাইনানসাল ডিপার্টমেণ্ট হর্ম্ম্যে ছিল। ঐ স্থানে হেষ্টিংশ ও ফ্রান্সিস পরস্পর বিবাদ করিয়া পরস্পরের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন। ১৮২৯ অব্দে ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান টাকশাল নির্ম্মিত হয়।

* বর্দ্ধমানে বহুরাজবংশ অতীত হইয়াছে। নগরেরও অনেকবার স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন রোম ও গ্রীকেরা ইহাকে বরওয়া কহিত। কোন কোন স্থানে কুসুমপুর বলিয়াও উল্লেখ আছে। পূর্ব্ব নগর বাঁকা নদীর পারে দামোদর পর্য্যন্ত ছিল। যবনাধিকার হইলে রাজারা হীন বল হইয়া পড়েন। ১৬০৬ অব্দে সের খাঁ বর্দ্ধমান শাসন করিতেন। তৎপরে সাজেহান বাঙ্গলা অধিকার করিয়া কিছুকাল বাস করেন। বেন্দাবাসী রজপুত সর্ব্বসিংহ যে রাজবংশের উপর অত্যাচার করেন তাঁহারা সিংহোপাধি বিশিষ্ট ছিলেন। বীরসিংহের পর সেই বংশ লুপ্ত হইয়াছে। বীরসিংহের সহিত দেশাধিপতির বিবাদকালে বর্ত্তমান বংশের পূর্ব্বপুরুষ ছকুরাম রায় নবাবের বুভুক্ষিত

অধিপতি রহিম খাঁ আসিয়া বিদ্রোহে যোগ দিলেন। ঘোর অত্যাচার হইতে লাগিল। হুগলী, সপ্তগ্রাম, নদীয়া, মুরশিদাবাদ রাজমহল প্রভৃতি সমস্ত প্রধান প্রধান নগর লুণ্ঠিত হয়। সর্ব্বসিংহ বর্দ্ধমানের রাজকন্যার সতীত্ব নষ্ট করিতে গিয়া তাঁহার হস্তে নিহত হইলেন। এবং নবাব পুত্র জবরদস্ত খাঁর বিক্রমে বিদ্রোহীরা পরাজিত হইল। ইংরেজেরা এই গোলযোগের সুযোগে আত্মরক্ষার ব্যাজে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বসিলেন। তদবধি কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। সপ্তগ্রামের বিনাশে হুগলী ও হুগলীর বিনাশে কলিকাতা বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য স্থান হইল সম্রাট্ আরঞ্জেব বিদ্রোহ শুনিয়া নিজ পৌত্র আজিমওসাণকে বাঙ্গালায় পাঠাইলেন। তাঁহার রাজধানী বর্দ্ধমানে হইল। ইংরেজেরা নবাগত ও অর্থপ্রিয় আজিমকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া সুতানুটী ও গোবিন্দপুর ক্রয়ের অনুমতি পাইলেন। ইনিই বাঙ্গালায় প্রথমে সেয়র স্থাপন করেন। যশোলিপ্সু আজিম ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া কৌশল ক্রমে জবর দস্তকে

সৈন্যগকে সেই দারুণ সময়ে প্রচুর ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদান করাতে তিনিই বর্দ্ধমান প্রাপ্ত হইলেন ছক্কুরাম রায় হইতে বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ মহতপচন্দ্র বাহাদুর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ পুরুষ অতীত হইয়াছে। মহারাজ বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেণ্টকে চল্লিশ লক্ষটাকা প্রদান করেন। কীর্ত্তি প্রভাবে চিরজীবিতা রাণীভবানীর কেবল পূর্ব্বে ৫২০৫৬০০০ টাকা কর ছিল বর্দ্ধমানের রাজাদিগের বিবরণ বিদ্যাসুন্দর বর্ণিত বিদ্যার বংশাবলী পরিচয় দিবার কালীন প্রকাশিত হইবে।

কর্ম্মচ্যুত করিলে রহিম খাঁ পুনরায় উৎপাত আরম্ভ করিল। আজিম স্বীয় মূঢ়তার প্রতিফল স্বরূপ রহিম হস্তে হত হইতেন, কিন্তু যুদ্ধকালে একজন মুসলমান সৈন্যের দক্ষতায় রহিম হত হইল এবং পাঠানেরাও পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে ১।০১ অব্দে মুরশিদ কুলি খাঁ দেওয়ান হইয়া আসিয়া পঁহুছিলেন। মুরশিদ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কুমার ছিলেন। দেওয়ানী কার্য্যে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল। আজিমের উপর নাজিমী ও মুরশিদের উপর দেওয়ানী কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। কিন্তু মুরশিদ স্বীয় গুণে শেষে উভয় কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইলেন।* পূর্ব্বে

* শান্তি সংস্থাপন নিয়ম সংস্থাপন ও সৈন্যসহ দেশরক্ষা করা নাজিমের কার্য্য ছিল। দেওয়ান রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিতেন। নাজিম দেওয়ান অপেক্ষা উচ্চ পদবীস্থ হইলেও দেওয়ানের নিকট স্বীয় বেতন ও রাজকার্য্যের ব্যয়াদি লইতেন। মুরশিদ অর্থ বৃদ্ধি ও ব্যয় সংক্ষেপের জন্য এক বারে রাজধানীর ত্রিংশৎসহস্র অশ্বারোহী সৈন্য কর্ম্মচ্যুত করিলে ও অনেক সৈন্যের জায়গীর ক্রোড় লইয়া তাহাদিগকে বিদায় করিলে ঈর্ষ্যাপরবশ আজিম তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় ছিলেন। সম্রাট শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ আজিম পুত্রকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া আজিমকে বেহারে প্রেরণ করিলেন। মুরশিদ উভয় ক্ষমতা পাইয়া মুরশিদাবাদে রাজধানী করত ১৭০৪ অব্দে ঢাকা প্রদেশ নায়েব বা ডেপুটী নাজিমের দ্বারা শাসনের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। গারো পর্ব্বত অবধি সুন্দরবন এবং যশোহর হইতে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত ডেপুটী নাজিমের অধীনে ছিল। ১৭১৩ অব্দে মুরশিদের জামাতার জামাতা দ্বিতীয় মুরশিদ বা মিরজা লাতিফ উল্লা ঢাকার নায়েব হন। সাজেহানের সময় ত্রিপুরার রাজা কেবল অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র।

কোন সুবাদারই আকবরের সময়াবধি এরূপ অনুগৃহীত হন নাই। ১৭০৭ অব্দে আরংজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীতে বারম্বার সম্রাট পরিবর্ত্তন হইলেও বাঙ্গালা মুরশিদের গুণে নিরুপদ্রব ছিল। রীতিমত সময়ে রাজস্ব প্রেরণ করিয়া তিনি সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন। দেশের উন্নতি সাধনই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুবিচারের জন্য তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি হয়। বাণিজ্যে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হওয়ায় ইংরেজদিগের উপর তাঁহার বিষ দৃষ্টি

এক্ষণে ত্রিপুরা সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইল। দ্বিতীয় মুরশিদের পর নবাবের দৌহিত্র সরফরাজ নায়েবী পান। তিনি মুরশিদাবাদে থাকিয়া তাঁহার শিক্ষক যশোবন্ত রায় ও গালিব আলি খাঁ দ্বারা ঢাকা শাসন করিতেন। এই সময় ঢাকার উন্নতি হয়। পরে নৌয়ারার রক্ষক মুরাদ, গালিবের পদ প্রাপ্ত হন। মুরাদ, যশোবন্ত রায় কার্য্যত্যাগ করিলে তৎপদে নৌয়ারার পেস্কার রাজবল্লভকে লইয়া প্রজার সর্ব্বনাশ করেন। সরফরাজের পর আলিবর্দ্দীর জামাতা বা ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদ খাঁ নায়েবী পান। তিনিও মুরশিদাবাদে থাকিয়া মন্ত্রী হোঁসেন কুলীখাঁর পৌত্র হোসেন খাঁকে পাঠান। আলিবর্দ্দী সিরাজকে নবাব করিবার ইচ্ছা করায় বিরুদ্ধ ভাবাক্রান্ত হোসেন ও হোসেন কুলী হত হইল। রাজবল্লভ এই সুযোগে মহম্মদ দ্বারা হোসেনের পদ পাইলেন। এই সময়ে তিনি হত হোসেনকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি নবাবের বলিয়া হস্তগত করিলেন। রাজবল্লভ এই কয়েকদিনের মধ্যে দুই কোটী টাকা সংগ্রহ করেন ও রাজনগরাদি জমীদারী করেন। এই টাকা লইয়া নবাব ভয়ে কৃষ্ণদাস্ ইংরাজদিগের আশ্রয় লওয়াতে সিরাজ ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ করিয়া নির্ম্মূল হইলেন।

ছিল। কেবল সম্রাটের কৃপায় ইংরেজেরা উন্নতি * লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সময় বাঙ্গালা একাদশ চাকলায় বিভক্ত হয়। পূর্ব্ব ভাগে ছয় ও পশ্চিমভাগে পাঁচ চাকলা ছিল। রাজসাহীতে রামজয় দিনাজপুরে রামনাথ, নদীয়ায় রঘুরাম ও বিষ্ণুপুরে বর্ত্তমান বংশীয়েরা রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। বীরভূম সাঁওতালদিগের উপদ্রব জন্য একজন পাঠানের হস্তে ন্যস্ত হয়। কিন্তু নবাব জমীদারদিগের উপর এরূপ অত্যাচর করিতেন যে, তৎকালে রাজস্ব সংগ্রহ

* মুরশিদ ইংরেজদিগের নিকট হইতে পূর্ব্বমত বার্ষিক তিন সহস্র টাকার পরিবর্ত্তে সাধারণ বণিকদিগের সমান শুল্ক অথবা মধ্যে মধ্যে উপঢৌকন সহ তিন সহস্র টাকা প্রার্থনা করাতে ইংরেজেরা তিন লক্ষ টাকার উপঢৌকন লইয়া সম্রাটের নিকট গমন করিলেন। সম্রাট ফেরোকসেরের পত্নীকে হামিণ্টন সাহেব আরোগ্য করাতে নবাব তাঁহাকে পুরস্কারের কথা জিজ্ঞাসা করাতে হামিণ্টন ইংরেজ বণিকদিগের প্রার্থনা গুলি জানাইলেন। তদনুসারে ইংরেজ প্রেসিডেণ্টের দস্তক হস্তে থাকিলে নবাবের লোকেরা নৌকার দ্রব্যাদি অনুসন্ধান করিতে অক্ষম হন; মুরশিদাবাদের টাকশাল সপ্তাহে তিন দিন কোম্পানির টাকা মুদ্রিত করিতে নিয়োজিত হয়; ইংরেজদিগের নিকট ঋণী ব্যক্তিরা প্রেসিডেণ্টের হস্তে অর্পিত হইতেন এবং ইংরেজেরা কলিকাতার দক্ষিণে নদীর উভয় পারে ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিতে ক্ষমতা পান। মুরশিদ অগত্যা সমস্ত গুলিতে সম্মত হইয়া শেষ বিষয়ে সম্মত হইলেন না। জমীদারদিগের উপর অত্যাচার করিব বলাতে কোন জমীদারই ইংরেজদিগকে স্থান বিক্রয় করিলেন না। কিন্তু অপরাপর গুলিতে সম্মত হওয়াতে ইংরেজদিগের বাণিজ্যের উন্নতি হইল।

অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া বোধ ছিল। কখন সপরিবারে যবন ধর্ম্মাক্রান্ত, কখন অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণের প্রতি অত্যাচার, কখন সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও কখন বা মলমূত্রে আকণ্ঠ মগ্ন করিয়া জমীদারগণকে কষ্ট দেওয়া হইত। তজ্জন্য রাজস্ব সংগ্রহে ভদ্র সন্তানেরা কুণ্ঠিত হইতেন। মুরশিদ স্বয়ং সমস্ত কাগজপত্র দেখিতেন। তিনি অনেক ব্যয় সংক্ষেপ করেন গৌড় নগরের ইষ্টকাদি দ্বারা মুরশিদাবাদ ও ইন্দ্রাণীর সন্নিকটে কাটোয়া নগর মুরশিদ হইতে সুশোভিত হয়। ইঁহার সময়ে রাজস্ব প্রায় এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টাধিক অশীতি সহস্র টাকা ছিল। মুরশিদ দাতা বিদ্যোৎসাহী জিতেন্দ্রিয় সুবিচারক ও পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৭২৫ অব্দে তদীয় জামাতা সুজাউদ্দীন সিংহাসনারোহণ করিলেন। মোগোলদিগের নিয়মানুসারে মুরশিদ সরকারি কর্ম্মচারী হওয়াতে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সম্রাটের অধিকৃত হইল। সুজাউদ্দীন বন্দী জমীদারদিগকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইল। ইংরেজেরা কলিকাতায় একটি বিচারালয় সংস্থাপন করিলেন। আলিবর্দ্দী বেহার, ও নবাবের জামাতা যশোবন্ত সিংহের সহিত ঢাকা প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ত্রিপুরা অধিকৃত হইল। যশোবন্ত সিংহের উদ্যোগে তণ্ডুল পুনরায় টাকায় অষ্ট মণ বিক্রীত হয়। নবাবের শেষাবস্থায় তাঁহার জামাতা মুরশিদ ও রাজবল্লভ পূর্ব্বদেশে অত্যন্ত অত্যাচার করেন। ১৭৩৭ খৃঃঅব্দে কলিকাতায় দারুণ ঝড় ভূমিকম্প এবং পরবৎসর দেশে দ্রব্যাদি দুর্মূল্য

হয়। সুজাউদ্দীনও মুরশিদের তুল্য লোক ছিলেন। তিনি সুন্দররূপ রাজ্যশাসন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর১৭৩৯অব্দে সরফরাজ সিংহাসনারোহণ করিলেন। তিনি দিল্লীধ্বংসকারী নাদীরসাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু জগৎ-সেট ও আলিবর্দ্দীর উপর অত্যাচার করিয়া ঘেরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক পরাজিত ও হত হইলেন। তৎপরে১৭৪১ অব্দে প্রতাপশালী আলিবর্দ্দীর রাজ্যকাল। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মিরজাবাখর ও তাঁহার মন্ত্রী মীরহবীব পদচ্যুত ও পরাজিত হইলেন। কিন্তু পদচ্যুত মিরজা বাখর পুনরায় উড়িষ্যা হস্তগত করিয়া পুনরায় পরাজিত ও দূরীভূত হইলেন। বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা শান্ত হইল। আলি-বর্দ্দীও উড়িষ্যা হইতে রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই ঘোর উপদ্রব। জলপ্লাবনের জলের ন্যায় যেন সৃষ্টিনাশ মানসে বিপুল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য নৃত্য করিতে করিতে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিল। নবাব মেদিনীপুরে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গে উড়িষ্যার প্রত্যাগত সৈন্যও ছিল। কিন্তু সে সৈন্য সমুদ্রবেগের সম্মুখে তৃণের তুল্য। বর্দ্ধমান রক্ষা করিবার জন্য আলিবর্দ্দী দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু গিয়া দেখেন, বর্দ্ধমান দগ্ধ হইতেছে। সন্ধিতে হতাশ হইয়া তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখেন, তাঁহার অশ্ব শকট আহারীয় দ্রব্য ও তাম্বু আদি কিছুই নাই। সমস্তই মহারাষ্ট্রীয়েরা আত্মসাৎ করিয়াছে। তখন তিনি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণের উপর বিশ্বাসঘাতকতার শঙ্কা হইল। তিনি নিশা-

কালে সিরাজের সহিত, প্রধান সেনাপতি মস্তফার শিবিরে গিয়া কহিলেন, মস্তফা আমাদিগের প্রাণবধ কর। মস্তফা লজ্জিত হইয়া নবাবের সহিত কাটোয়া রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্রীয়দের পশ্চাৎগামী হইলেন। কিন্তু গিয়া দেখেন, কাটোয়া ভস্মীভূত হইয়াছে। মুরশিদাবাদ রক্ষার জন্য যত্ন। কিন্তু দেখিলেন, তাহাও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সখা মীরহবীব লুণ্ঠন করিয়াছে। বীরভূমের জন্য প্রয়াস। তাহাও মহারাষ্ট্রীয়েরা বিনষ্ট করিয়াছে। তখন পরিশ্রান্ত ও পরাভূত নবাব হতাশ হইয়া পরিবার সহ গঙ্গাপার হইয়া বাঙ্গালার পূর্ব্ব ভাগ আশ্রয় করিলেন। ভাগীরথীর দক্ষিণপার্শ্ব শূন্যময় হইল। সম্রাট এই সময়ে রাজস্বের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিলেন। আলিবর্দ্দী কর্ণপাত না করিয়া বিপুল সৈন্যসহকারে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে দূরীভূত করিলেন। কিন্তু রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, মুরশিদাবাদের নিকট অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ ভাস্করের প্রভু রঘুজী চতুর্দ্দিক্ লুণ্ঠন করিতেছেন। তাঁহার পশ্চাতে সম্রাট্ প্রেরিত বালাজী বাঙ্গালা রক্ষার ব্যাজে অপর এক দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যসহ লুণ্ঠন করিতে উদ্যত। নবাব বালাজীকে ভূরি অর্থ দ্বারা লুণ্ঠন হইতে নিবৃত্ত করিলেন। বালাজী সেই অর্থ ও রঘুজীর লুণ্ঠিত অর্থ পুনর্লুণ্ঠন করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। রঘুজীর বাঙ্গালা পরিত্যাগের পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার ভাস্কর আসিয়া উপস্থিত। আলিবর্দ্দী বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক কাটোয়ার নিকট গোবড়ার চড়ে ভাস্করের প্রাণবধ করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই মস্তফার বিদ্রোহ। মস্তফা

রঘুজীকে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্রই বাঙ্গালার চতুর্দ্দিকে অগ্নিক্ষেত্র। গ্রামদগ্ধ, ক্ষেত্রদগ্ধ ও উদ্যান দগ্ধ হইতে লাগিল। রঘুজী কাটোয়ায় পরাজিত ও মস্তফা বেহারে হত হইল। পরক্ষণেই সমসেরের বিদ্রোহ ও মীরহবীবের সহ মহারাষ্ট্রীয়দের বাঙ্গালায় পুনঃ প্রবেশ। বিদ্রোহেরা দমন হইল। নবাব মহারাষ্ট্রীয়দের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। তাহারা অপসৃত হইল, কিন্তু এদিকে সিরাজ উদ্দৌলা বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দের বাঙ্গালা প্রবেশের পুনর্ব্বার উপায় হইল। নবাব ক্লান্ত হইয়া কি মহারাষ্ট্রীয় কি মীরহবীব যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাকে তাহাই দিয়া ক্ষান্ত করিলেন। মীরহবীব উড়িষ্যার নবাব হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়দের জন্য বার্ষিক দ্বাদশ লক্ষটাকা নির্দ্ধারিত হইল। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে আলিবর্দ্দীও পরলোক গমন করিলেন। তৎপরে দুরন্ত সিরাজ উদ্দৌলার অত্যাচার আরম্ভ হইল। সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াই সিরাজ আপন পিতৃব্য পত্নীর যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ ও সকতজঙ্গকে যুদ্ধে নিহত করিলেন। এমন পাপই নাই যাহা এই নরাধম দ্বারা কৃত হয় নাই। এই পাপাত্মার পরই যবনরাজ্য নিঃশেষিত হয়। যবনদিগের শেষ সময়ে প্রজাগণের কতই না ক্লেশ হইয়াছিল! মহারাষ্ট্রীয়দের শব্দ পাইবামাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া কেবল দেববিগ্রহ ও স্ত্রীপুত্রাদিসহ হাহাকার শব্দে সকলে গঙ্গাপারে পলায়ন করিত। পোতবাহীরা মহারাষ্ট্রীয়দের গঙ্গাপার বন্ধ করিবার জন্য পোত সকল তৎক্ষণাৎ অপর পারে লইয়া যাইত। গঙ্গাপার তখন অরণ্যময় ছিল।

নিশাকালে স্ত্রীপুত্র বালকসহ চিন্তায় আকুল হইয়া কতলোক অরণ্যে বিচরণ করিত। ঈদৃশ দুরবস্থাতেও সর্পদংশনে কাহারও বা স্ত্রীবিয়োগ হইত, কুম্ভীরগ্রাসে কাহারওবা সন্তান নাশ হইতও ব্যাঘ্রের মুখে কাহারও বা প্রাণ বিনষ্ট হইত। কি দুঃখেই পূর্ব্বকাল গত হইয়াছে! যবনদের রাজ্যাপেক্ষা সর্পের বিল, কুম্ভীরের গ্রাস ও ব্যাঘ্রের আবাস নিরাপদ ছিল। তজ্জন্যই তাঁহারা তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মাতৃভূমির কি মহামায়া! মহারাষ্ট্রীয়েরা বাস্তবৃক্ষ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিলেও সকলে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগমন করিতেন। পরদিনেই ভূম্যধিকারিগণের ভয়ানক করের পীড়ন সহ্য করিতে হইত। লুণ্ঠন করাই তৎকালে কর সংগ্রহ করিবার পদ্ধতি ছিল*। ভূম্যধিকারিগণ কর সংগ্রহ করিয়া নবাবের কোষে প্রেরণ করিতেন না। কিন্তু প্রেরণের সময় গত হইলে নবাব সৈন্যদ্বারা পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিতে পুনর্ব্বার প্রজার নিকট হইতে কর সংগ্রহ করিতেন। নবাবও আবার সকল সময়ে দিল্লীতে কর প্রেরণ করিতেন না। কিন্তু সম্রাটের লোক আসিবার পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়েরা রীতিমত সময়ে বর্ষে বর্ষে সগণে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। মহারাষ্ট্রীয়দের অত্যাচার অপেক্ষাও রাজস্ব সংগ্রহের অত্যাচার অধিক ভয়ঙ্কর ছিল। এতকাল

---

*এখনও কোন কোন দুরন্ত জমীদার সেই প্রথার কিঞ্চিৎ চিহ্ন প্রচলিত রাখিয়াছেন। দুঃখী প্রজারা খাজনা দিতে অসমর্থ হইলে প্রায়ই তাহাদের গো ছাগ ও ভোজন পাত্রাদি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া হয়। পূর্ব্ব প্রচলিত আবুয়াবাদি অনেক প্রকার বাজে আদায়ও করিয়া থাকেন।

গত হইয়াছে তথাপিও মাতৃগণ প্রায় ভূমিষ্ঠ মাত্রেই শিশু-দিগকে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের যন্ত্রণা ও রাজস্বের চিন্তা এখনও শ্রবণ করাইয়া থাকেন।* এরূপ সময়ে ভাষার যে কতদূর উন্নতি হয় তাহা পাঠক মাত্রেরই বোধ হইবে। কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্তাদি কার্য্যে ভাষামধ্যে কতকগুলি মাত্র যাবনিক শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল †।

---

* ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো, বর্গি এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েচে খাজনা দোবো কিসে॥

† মোগোলদিগের সময়ে মহল ও সায়ের এই দুই প্রকার রাজকর ছিল। ১৫৮৮ খৃঃ অব্দে তোড়লমলকৃত ১৯ সরকার হইতে যে ভূমির রাজস্ব আদায় হইত তাহারই নাম মহল। টণ্ডা, জিনিতাবাদ (গৌড়), ফতেবাদ, মাহামুদাবাদ, খলি-ফিতাবাদ, বোকলা, পূর্ণিয়া, তাজপুর, ঘোড়াঘাট, পিনজিরা, বারবুকাবাদ, বাজুহা (ঢাকা,) সোনারগাঁ, সিলট, চাটগাঁ, সরিফা-বাদ (বর্দ্ধমান) সলিমানাবাদ, সাতগাঁ ও মাদারণ (বীরভূম) এই ১৯ সরকার। প্রতিসরকার পরগণায় বিভক্ত ছিল। ১৬৫৭ খৃঃ অব্দে সা সুজা ইহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেন। তৎপরে ১৭২২ খৃঃ অব্দে মুরশিদ পুনর্ব্বার বিভাগ করিয়া উড়িষ্যাসহ ১৩ চাকলা করেন তদনুসারে জেহাঙ্গিরনগর (ঢাকা,) চাকলায় সোনারগাঁ, বাকলা, বাজুহা, ফতেবাদ (নোয়াখালি) উদয়পুর (ত্রিপুরা) মোরাদখান (সুন্দরবন) প্রভৃতির অংশ প্রবেশ করে। পরে ১৭২৮ খৃঃ অব্দে সুজা খাঁ জমাতুমারী করিয়া বাঙ্গালা দেশকে ২৫ এতি-মামে (জমীদারীতে) বিভাগ করিলেন। নানাবিধ কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অনেক জায়গীর দেশমধ্যে ছিল। প্রথম ওমলে নৌয়ারা অর্থাৎ মগদিগের উৎপাত নিবারণ জন্য নৌকার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জায়গীর। আকবরের সময় তিন সহস্র নৌকা ছিল, পরে ৭৬৮খান মাত্র থাকে। দ্বিতীয় ওমলে আশাম বা সমুদ্র তীরস্থ দুর্গ রক্ষার্থ জায়গীর। তৃতীয় সরকার আলি বা নবাবের নিজব্যয়ার্থ জায়গীর। চতুর্থ সেনাপতির জায়গীর। পঞ্চম ফৌজদারান বা মুরশিদ

কলিকাতা সংস্থাপক চার্ণকের সময়াবধি সিরাজ উদ্দৌলার সময় পর্য্যন্ত ফ্রিক, ক্রটেনডেন্, ব্রেডিল, ফরষ্টর, আলেকজাণ্ডার ডেসন্, উইলিয়ম কাউইচ ও রোজর ড্রেক ক্রমান্বয়ে ইংরেজদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সিরাজ উদ্দৌলার ভয়ে ড্রেক সাহেবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। ড্রেক কৃষ্ণদাসকে না ছাড়িয়া সিরাজের আজ্ঞা অমান্য করিলে দুর্দ্দান্ত নবাব কলিকাতা আক্রমণ ও ইংরেজদিগকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের অনেককে দারুণ গ্রীষ্মসময়ে অতি ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে যন্ত্রণা দেন। পরে বিখ্যাত ব্রিটিশবীর রবর্ট ক্লাইব ও ওয়াটসন আসিয়া কলিকাতা অধিকার করিলেন। হুগলী লুণ্ঠিত হইল। সিরাজ

কুলি খার সৈন্য রক্ষার্থ জায়গীর। রাজস্ব ব্যতীত অনেক আবুয়াব ছিল। সা সুজার সময় আবুয়াবের সূত্রপাত ও জাফর খাঁ বা মুরশিদের সময় তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হয়। আবুয়াবের মধ্যে খাসনবীসি অর্থাৎ (নূতন পাট্টা দেওন জন্য) নজরানা অর্থাৎ পর্ব্বদিনে নবাবের ভেট প্রেরণ জন্য, মাথট (নজর পুণ্যাহ, বা খেলাৎ ও রসুম নজরৎ), ফৌজদারী আবুয়াব, মহারাষ্ট্র চৌট এই কয়েকটি প্রধান। টাকার বাটা, নদীর বাঁধ নির্ম্মাণ, খেলাৎ ইত্যাদি কারণে সর্ফ সিক্কা ও আবুয়াব খিমসী লওয়া হইত। মধ্যে মধ্যে খিফিরাৎ ও তৌসীর (কর্ম্মচারীগণের অন্যায় আদায়ের টাকা) লওয়া প্রথা ছিল। ভিন্ন ভিন্ন কারণবশতঃ বনকর, জলকর, মসকুরাত, মুকাদিমী, আয়মা, মহুদমাস রুজিনা আদি লওয়া হইত। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের উপর টেক্সের নাম সেয়র। মীরবাড়ী (নৌকা সম্বন্ধে) চোকনিকাস (দোকান সম্বন্ধে), ধূপ মহল, গোর কাটি (কাষ্ঠাদি সম্বন্ধে), ঢাল, সিন্দুর, পান, সবজী, কাগজ, দমদারী (বেদে ও ফকীরাদি) বাইযন্ত্রী (গায়ক,) পঙ্কাপী, বাটচাপী, নিমক, মৈ, গুজর আদি বহুবিধ দ্রব্য সম্বন্ধে টেকস ছিল।

পরাজিত হইলেন ও শেষে উভয়পক্ষে সন্ধি হইয়া গেল। সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরেজেরা নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন এবং ১৯ আগষ্ট স্বকীয় মুদ্রাযন্ত্রে প্রথমমুদ্রা মুদ্রিত করিলেন। ক্লাইব * চন্দননগর অধিকার করিয়া ফরাশিদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। এদিকে সিরাজউদ্দৌলার অত্যাচারে সকলেই যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। মিরজাফর প্রভৃতি নবাবের প্রধান কর্ম্মচারিগণ চক্রান্ত করিয়া ক্লাইবকে আহ্বান করিলে তিনি অবিলম্বে সৈন্যসহ ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২৩ জুন পলাসির উদ্যানে নবাবকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া নৃসংশের হস্ত হইতে বাঙ্গালা মুক্ত করিলেন। মীরজাফরের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত হইল। কিন্তু নবাবের অত্যাচারে পাটনায় রামনারায়ণ, মেদিনীপুরে রামসিংহ ও পূর্ণিয়ায় অদলসিংহ বিদ্রোহী হইলেন। ক্লাইবের যত্নে তিনেরই শান্তি হইল। নবাব ঋণ পরিশোধার্থ ক্লাইবকে বর্দ্ধমান নদীয়া ও হুগলী প্রদান করিলেন। তৎপরে সম্রাটের পুত্রের বেহার আক্রমণ, কিন্তু ক্লাইবের কৃপায় তাহাও নিরস্ত

---

* ১৬৭২ অব্দে ফরাশিডাঙ্গা স্থাপিত। ডিউপ্লের অধীনে ১৭৩০ অবধি ১৭৪২ পর্য্যন্ত মহাসমৃদ্ধি। ১৭৪২ অব্দে নির্ম্মিত দুর্গে ৭০০ ফরাশি ৫৭০০ সিপাহী সৈন্য থাকিত। একজন বিশ্বাস ঘাতকের সাহায্যে ১৭৫৭ অব্দে ক্লাইব নগর অধিকার করিয়া দুর্গ ভূমিসাৎ করেন ও ১২ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেন। পরে সন্ধিসূত্রে নগর প্রত্যর্পিত হয়। ফরাশিডাঙ্গার বার্ষিক কর একাদশ সহস্র টাকা ও আবগারি ও সায়রতের আয় অষ্টাবিংশতি সহস্র টাকা। ইংরেজেরা তিনশত বাক্স আফিম ও প্রয়োজন মত লবণ দেন।

হইল। নবাব ইংরেজদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য ১৭৫৯ অব্দে ওলন্দাজগণকে আহ্বান করেন। কিন্তু ওলন্দাজেরা চুচুড়ায় ইংরেজদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। পরবৎসর ক্লাইবও ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন। প্রথমে হলওয়েল ও পরে বানসিটার্ট সাহেব তাঁহার পদ গ্রহণ করেন। মীরজাফরের পুত্র মীরনের ঘোর অত্যাচার আরম্ভ হইল। সম্রাট তনয় পুনর্ব্বার বেহার আক্রমণ করিলেন। পূর্ণিয়ার সুবাদার তাঁহাকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু উভয়ই ইংরেজদিগের দ্বারা পরাভূত হইলেন। যুদ্ধে ধনাগার শূন্য হইল। মীরজাফর ইংরেজদিগের দ্বারা পদচ্যুত হইয়া কলিকাতায় রহিলেন। কৌন্সিলের মেম্বর মহাশয়েরা আকাঙ্ক্ষামত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া মিরকাশিমের হস্তে ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ৪ মার্চ্চ একখানি ঋণ পূর্ণ শূন্যরাজ্য অর্পণ করিলেন। কেবল ব্যয় সংক্ষেপ করাতেই অবিলম্বে তাঁহার ধনাগার পূর্ণ হইয়া উঠিল। স্বাধীন হইবার নিমিত্ত মিরকাশিম মুঙ্গেরে রাজধানী করিয়া সৈন্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি রামনারায়ণের সর্ব্বস্বান্ত করিলেন। মিরকাশিমের সময়ে ইংরেজ কর্ম্মচারীরা নিজ বাণিজ্যের শুল্ক প্রদান করিতেন না। তজ্জন্য ১৭৬২ অব্দে বিষম বিবাদ উপস্থিত হইল। আমিয়ট সাহেব বিবাদে হত ও এলিস সাহেব বন্দী হইলে ইংরেজেরা ১৭৬৩ অব্দে পুনর্ব্বার মীরজাফরকে নবাব করিয়া মিরকাশিমের বিপক্ষে যাত্রা করিলেন। মিরকাশিম পরাজয়ের পর পাটনায় কতকগুলি প্রধান বন্দী বধ করিয়া পলায়ন করিলেন। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে মীরজাফরের মৃত্যুর পর কৌন্সিলের

মেম্বরেরা অর্থ প্রাপ্ত হইয়া নজম উদ্দৌলার হস্তে রাজ্য ভার অর্পণ করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। এই সকল গোলোযোগের কারণ ক্লাইবকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে আসিতে হইল। তিনি ১৭৬৫ অব্দে কলিকাতায় পাদার্পণ করিয়াই কৌন্সিলের মেম্বরগণকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিলেন। অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি হইল। ইংরেজেরা নজমউদ্দৌলার নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তৎপরেই ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের ১২ আগষ্ট সম্রাটের নিকট হইতে ইংরেজদিগের বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্তি। তৎকালে বার্ষিক রাজস্ব প্রায় দুই কোটি টাকা ছিল। অনন্তর ক্লাইব সৈন্যসংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন। ডবলবাটা রহিত হইল। সৈন্যদিগের মধ্যে ঘোর বিদ্রোহ। কিন্তু ক্লাইবের বিচক্ষণতায় ও অসম সাহসে সমস্তই ক্ষণকাল মধ্যে নিমীলিত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকেই শান্তি, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রজাগণের পরম সুখ। বাঙ্গালার পরিত্রাতা এই সকল দেখিয়া স্বধামে প্রতিগমন করিলেন। তৎপরে ১৭৬৭ অব্দে ভেরেলিষ্ট সাহেবের কর্ত্তৃত্ব। ইংরেজদিগের হস্তে রাজ্য ভার। তাঁহারা রাজকার্য্যের কিছুই জানিতেন না। বাণিজ্য করাই তাঁহাদের ব্যবসা। দেশ অরাজক হইয়া উঠিল। সাত বৎসর কাল দুঃখের পরিসীমা ছিল না। বিচার নাই, শাসন নাই, রাজা নাই, রাজকার্য্য নাই। দস্যুর ঘোর প্রাদুর্ভাব। মহম্মদ রেজা খাঁ, ও রাজা সীতাবরায়ের হস্তে রাজস্বের ভার। জমীদারদিগের দোর্দ্দণ্ড

প্রতাপ †। নাগারা সর্ব্বত্র লুণ্ঠন করিতে লাগিল। ইংরেজদিগের অনেক ঋণ হইল। নবাবের রাজ্য অপেক্ষাও চতুর্দ্দিকে অধিক অত্যাচার। গৃহে বাতায়ন রাখিবার আজ্ঞা ছিল না। বৃক্ষ রোপণ করা অসমসাহসের কার্য্য। ইতিমধ্যে ১৭৭০ খৃঃ অব্দে অনাবৃষ্টি হেতু ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক আহারাভাবে প্রাণত্যাগ করিল। বেরিলিস্ট সাহেব ইহার পূর্ব্ব বর্ষেই কার্টিয়র সাহেবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কার্টিয়রের পর ১৭৭২ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণর হইলেন। ইংরেজদিগের স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণের মানস। নূতন বন্দোবস্ত। মহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায়ের নিকট হিসাব গ্রহণ করা হইল। রাজ্য শাসনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে নূতন নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন। বাঙ্গালার গবর্ণর গবর্ণরজেনেরেল হইলেন। সুপ্রীম কোর্ট নামক বিচারালয় স্থাপিত হইল। রাজ্য সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরকে ডাইরেক্টরদিগের নিকট প্রেরণ করিতে হইত। তাঁহারা সেই সকল বিষয় রাজমন্ত্রীদিগের গোচর করিতেন। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস সাহেবের সহিত কৌন্সিলের মেম্বরদিগের মতের অনৈক্য হওয়াতে বিষম গোলযোগ

† মার্সমন বলেন, এই সময় জমীদারেরা স্বেচ্ছামত জমী দান করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। অধিকাংশ ব্রহ্মত্র, দেবত্র, পীরান, ফকীরান, চাকরান, জায়গীর ও আয়মা মুসলমানদিগের সময় প্রদত্ত হয়। অধিক কি মুরশিদের সময়েও জমীদারেরা ব্রহ্মত্র দান করিয়াছেন।

হইতে লাগিল। গবর্ণর জেনেরেলের নামে ভূরি ভূরি অভিযোগ। কিন্তু ছলপূর্ব্বক রাজা নন্দকুমারের ফাঁশী হওয়াতে হেষ্টিংশ বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত হইল। পূর্ব্বে ১৭৭২ অব্দ অবধি ১৭৭৭ পর্য্যন্ত পাঁচবর্ষ কাল বর্ষে বর্ষে বৃদ্ধি দিবার বন্দোবস্তে জমীদারগণকে ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল। তদ্দ্বারা ঘোর অনিষ্ট হয়। পরে ১৭৭৭ অবধি ১৭৮২ পর্য্যন্ত কেবল এক বর্ষের জন্য ভূম্যধিকারিগণকে পাট্টা দেওয়া হইত। তাহাতেও অনিষ্টের একবারে হ্রাস হয় নাই। তদনন্তর ডাইরেক্টরদিগের আজ্ঞানুসারে তিন বর্ষের রাজস্ব হইতে রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়া প্রাচীন জমীদারগণের হস্তে ভূমি ন্যস্ত হইল। ১৭৭৮ অব্দে গবর্ণর জেনেরেল ও সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা লইয়া বিষম বিবাদ। দেশমধ্যে অত্যাচার হইতে লাগিল। অবশেষে গবর্ণর জেনেরেল, জমীদার প্রভৃতি সমস্ত মফঃস্বলের প্রজাগণকে সুপ্রীমকোর্টের আজ্ঞা পালনে নিষেধ ও তৎসঙ্গে জজদিগের বেতন বৃদ্ধি করাতে সমস্ত উপদ্রবের শান্তি হইল। ডাইরেক্টরেরা শেষে উভয়ের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। দেওয়ানী আদালত স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইল। হেষ্টিংসই ইংরেজদিগের রাজ্য শাসনের প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কান্তবাবু ও দেবী সিংহের অত্যাচারে প্রজাদিগের অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল। ১৭৮৫ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস ইংলণ্ড গমন করিলেন। বহুকালাবধি বাঙ্গালাভাষার অবস্থা

মলিন ছিল। হেষ্টিংসের সময় ভাষা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। তদবধিই বাঙ্গালার উন্নতি। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে হাল্‌হেড সাহেবের প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ বাহির হইল। তৎকালে কলিকাতায় মুদ্রা যন্ত্র ছিল না। দৃঢ় অধ্যবসায়ী শ্রীযুক্ত চার্লস উইলকিন্‌স সাহেব স্বহস্তে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করিয়া হালহেডের ব্যাকরণ হুগলীতে মুদ্রিত করিলেন। ১৭৮০ খৃঃ অব্দের ২৯ এ জানুয়ারি কলিকাতায় প্রথম ইংরেজী সংবাদ পত্র প্রচারিত হইল। সর উইলিয়ম জোন্‌স সংস্কৃত ভাষায় মনোযোগ করিলেন। ১৭৮৫ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি সংস্থাপিত হইল। তদবধিই বাঙ্গালার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

হেষ্টিংসের পর ১৭৮৬ অব্দে মেকফর্সন সাহেব নিযুক্ত হইলেন। তৎপরেই লর্ড কর্ণওয়ালিসের রাজ্য কাল। প্রজার সুখবৃদ্ধি। ১৭৯৩ অব্দে দশ শালাবন্দোবস্ত চিরবন্দোবস্ত হইল। চতুর্দ্দিকে অতি উৎকৃষ্ট রাজ নিয়ম প্রচারিত। শ্রীযুক্ত ফরষ্টর সাহেব সেই নিয়ম বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদ ও এক বাঙ্গালা অভিধান প্রস্তুত করিয়া প্রজাগণের অসীম সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। লোকের বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যত্ন হইল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় মুনসেফ, সদর আমীন, রেজিষ্ট্রার, জেলা জজ, আপীল আদালত ও স্থানে স্থানে অপরাপর আদালত সংস্থাপনের সূত্রপাত হয়। ১৭৯৩ অব্দের ২৮ অক্টোবর অবধি ১৭৯৮ পর্য্যন্ত সারজন সারের আধিপত্য কাল কুশলে অতিবাহিত হইল।

তৎপরে মহাবিক্রমশালী মারকুইস অব ওয়েলসলির আধিপত্য। চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ। টিপুসুলতান পরাজিত ও হত, সিন্ধিয়া ও হোলকার রাজ্যের কিয়দংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যোজিত ও ১৮০৩ খৃঃ অব্দে জগন্নাথ দেবের মন্দির সহ উড়িষ্যা ⁂ অধিকৃত হইল। লর্ড ওয়েলসলির সময়

⁂ হিন্দুরাজাদিগের সময়ে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জগন্নাথের মন্দিরাদি নির্ম্মিত। তাঁহারাই যাত্রীর কর নির্দ্ধারণ করেন। যাত্রীর কর, প্রসাদের মূল্য ও মাথাগন্তীর ট্যাক্স লইয়া সেবার যাহা কিছু অনাটন হইত তাহা রাজারা দিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মুসলমানেরাও উড়িষ্যা অধিকার করিয়া ঐ নিয়মানুসারে সেবার টাকা দিত। পাণ্ডাদের হস্তে ব্যয়াদির ভার ছিল। ১৮০৩ অব্দে গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা অধিকার করিয়া পূর্ব্ব নিয়ম দুই বৎসর পর্য্যন্ত প্রচলিত রাখেন। পরে অধিক টাকা লাগিতেছে দেখিয়া আয় ব্যয়ের হিসাব লন। জগন্নাথের ২৭ হাজার টাকার জমীদারীতে ১২ হাজার টাকা আয় ছিল। এতদ্ব্যতীত যাত্রীর কর, প্রসাদের মূল্য ও মাথাগন্তীর টেক্স আদায় হইত। ব্যয় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬ হাজার টাকা ছিল। গবর্ণমেণ্ট খুরদার রাজার হস্ত হইতে বিষয় লইয়া নিজে সেবা চালাইবার ভার লইলেন। তালুকের আয় অবিলম্বে ২১ হাজার টাকা হইল। ১৮০৫ সালের বন্দোবস্তী আইনে গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের সেবা রীতিমত স্বয়ং চালাইবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। ১৮৪০ অব্দে লর্ড অকলণ্ড যাত্রীর কর উঠাইয়া দিয়া বাকী ৩৫ হাজার টাকা বর্ষে বর্ষে গবর্ণমেণ্টের নিজ ধনাগার হইতে দিতে আজ্ঞা দেন। তজ্জন্য বিলাতে গোল উপস্থিত হয়। কিন্তু অকলণ্ড লিখিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট জগন্নাথের বিষয় লইবার কালে ব্যয়ের জন্য ৫৬ হাজার টাকা দিবেন, প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ১৮০৫ অব্দে ঐ অঙ্গীকার দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। এবং কোম্পানি দেওয়ানী লইবার কালেও রাজগণের প্রকৃতদান রক্ষা করিবেন বলিয়া

বাঙ্গালা উন্নতির তৃতীয় উদ্যম। ফোর্ট উলিয়ম কালেজে বাঙ্গালা অধ্যয়নের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্ত কেরি মার্সমন ও ওয়ার্ড সাহেবগণ প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালায় ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বাইবেলের বাঙ্গালা অনুবাদ কাশীদাসের মহাভারত ও কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল। মিশনরীগণ বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির মুখ্য কারণ।*

অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইংলণ্ডে অকলণ্ডের কার্য্যই অনুমোদিত হইল। এক্ষণে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার রথের আচ্ছাদন বনাতও গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়।

* পূর্ব্বকালে প্রজাবৎসল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্বীয় রাজ্য মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ঘোষক মিশনরীগণকে স্থান দেন নাই। তজ্জন্য তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে ১৭৯৯ খৃঃ অব্দে ফ্রেডিকুস নগরে বা শ্রীরামপুরে গিয়া বাস করেন। সেই স্থানে দিনেমারদিগের দ্বারা ১৮০৫ অব্দে ১৮৫০০ টাকা ব্যয়ে এক গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। তাহাতে ওয়েলসলী বাহাদুর সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রামস্থ লোকেও যথা সাধ্য সাহায্য করে। শ্রীরামপুরের মিশনরীরা প্রত্যুপকার স্বরূপ ১৮৫০ খৃঃ অব্দে পর্য্যন্ত বিনা বেতনে ঐ গির্জ্জায় উপদেশকের কার্য্য করেন। ইহাঁদিগেরই দ্বারা শ্রীরামপুর নগরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে এক লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র টাকা ব্যয়ে মিশনরীগণই শ্রীরাম পুর কলেজ স্থাপন করেন। তাহাতে প্রায় চল্লিশ সহস্র নানা জাতীয় ভাষার প্রাচীন পুস্তক ছিল। অমনোযোগে অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ম্যাক সাহেব প্রথমে বাঙ্গালায় রসায়ন শাস্ত্র অনুবাদ করেন। শ্রীরামপুরের বটানিকেল গার্ডন ও কাগজের বঙ্গদেশে প্রথম বাষ্পীয় কল মিশনরীগণেরই কীর্ত্তি। শ্রীরামপুরের দাতব্য চিকিৎসালয় মার্সমন দ্বয়ের উদ্যোগে স্থাপিত হয়।

অনন্তর ১৮০৫ খৃঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস দ্বিতীয়-বার ভারতে আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার শীঘ্র মৃত্যু হওয়াতে বারলো সাহেব ও পরে মিণ্টো ক্রমে শাসনকর্ত্তার পদে অভিষিক্ত হন। ফরাশিদিগের বোর্বো ও মরিচদ্বীপ এবং ওলন্দাজদিগের জাবাদ্বীপ অধিকৃত হইল। তৎপরে ১৮১৩ অব্দে মারকুইস অব্ হেষ্টিংসের রাজ্যকাল। নানা দিক্ হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ। দুরন্ত নেপালীয় সৈন্যগণ অকটরলোনির প্রতাপে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইল। পিণ্ডারীদিগের ঘোর উপদ্রব। তাহাও অস্তমিত হইল। পেশোয়া, হোলকার ও নাগ-পুরের রাজারা অস্ত্রধারণ করিলেন। সকলেই পরাভূত।

দিনেমারদিগের পূর্ব্বে শ্রীরামপুরে শ্রীপুর গোপীনাথপুর ও মোহনপুর নামে তিন খানি গ্রাম ছিল। তখন দিনেমারেরা পাটনা বালেশ্বর ও হুগলীর নিকট দিনেমার ডাঙ্গায় বাণিজ্য করিত। পরে ১৭৫৫ অব্দে শ্রীপুর গ্রামে ৬০ বিঘা ভূমি ক্রয় করে। পরে ১৬০০ টাকা করে শ্রীপুর গোপীনাথপুর মোহনপুর আকনা ও পেয়ারাপুর লয়। বর্ষে বর্ষে দিনেমার দিগের ২০ খান জাহাজ আসিত। ১৮১৫ অবধি ২৫ পর্য্যন্ত একখান করিয়া আসে। দিনেমার দিগের শ্রীরামপুরে রাজস্বে চল্লিশ সহস্র, আবগারী বাজার টেক্স ও ইষ্টাম্পে তিন সহস্র, জরীমানাদিতে সহস্র এবং লবণ ও আফিমের জন্য ইংরেজদিগের নিকট হইতে পাঁচ সহস্র টাকা প্রাপ্তি হইত। ইংরেজেরা দুই বার এই নগর অধিকার করেন। পরে সন্ধি সূত্রে প্রত্যর্পিত হয়। ১৮৪৫ অব্দে ডেনমার্কের অধীশ্বর সাড়ে বার লক্ষ টাকায় ইংরেজ-দিগকে এই নগর বিক্রয় করেন। ১৮৪৫ সালের ১৯ নভেম্বরের বিজ্ঞা-পনানুসারে শ্রীরামপুর হুগলী জেলার অন্তর্ভূত হয়। দিনেমার-দিগের প্রতিষ্ঠিত কালীকনি কোম্পানি কলিকাতায় আনিলেন।

মহারষ্ট্রীয় সেনাপতি পেশোয়া ও নাগপুরের রাজা রাজ্যচ্যুত হইলেন। এবং তাহাদিগের রাজ্যের কিয়দংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যোজিত হইল। হেষ্টিংসের রাজ্য কালে দেশের মহদুন্নতি হয়। এত যুদ্ধেও ধনাগার পূর্ণ ছিল। তাঁহার বিচক্ষণতায় বর্ষে বর্ষে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়াও প্রচুর অর্থ থাকিত। ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাকে চিরকাল আশার্ব্বাদ করিবে। তিনিই ভারতবর্ষীয়দিগের যথার্থ উপকার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে প্রজাগণকে বিদ্যা দান করাও তাহাদিগের উন্নতি সাধন করা আপদ্ জনক বিবেচনায় নিষিদ্ধ ছিল। মারকুইস অব হেষ্টিংস সেই নিয়মকে অতি জঘন্য, অতি নৃশংস ও অত্যন্ত অন্যায় জ্ঞান করিয়া স্বয়ং বিদ্যাদানের অনুমতি দিলেন। স্বামীর অনুরূপা পত্নী লেডি হেষ্টিংসও প্রজাগণের পাঠ্যপুস্তকের সুবিধা জন্য দেশীয় ভাষাবিৎ কেরি ও বেলি সাহেবের সাহায্যে স্কুলবুক সোসাইটী সংস্থাপিত করিলেন। বাঙ্গালার শুভ দিন প্রভাত হইল। কলিকাতায় শ্রীরামপুরে ও চুচুড়ায় বিদ্যাগার সংস্থাপিত হইল। স্কুলবুক সোসাইটীর অধিবেশন হইল। হাইড্, হারিংটন হেয়ার, মে, বেলি, কেরি, ম্যাক প্রভৃতি চিরস্মরণীয় ব্যক্তিগণ দেশে দেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে বিদ্যাপ্রচার জন্য পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালায় বাঙ্গালা গেজেট নামক প্রথম সংবাদ পত্র বহরার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত হইল। তৎপরে মিশনরীরা সমাচার দর্পণ বাহির করিলেন। গবর্ণমেণ্টের ক্রোধ শঙ্কা করিয়া সকলেই

ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণর জেনেরেল পত্রিকা প্রাপ্ত মাত্র অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া তৎপ্রচারার্থ ডাক-মাশুল হ্রাস করিয়া একচতুর্থাংশ করিলেন।

হেষ্টিংসের পর ১৮২৩ অব্দে আডাম সাহেব সপ্ত মাসের জন্য গবর্ণরজেনেরেল হইয়া মুদ্রাযন্ত্র সম্পর্কীয় বিষয়ে অত্যাচার করেন। তৎপরে ১৮২৩ অব্দে লর্ড আমহর্ষ্ট আসিয়া পঁহুছিলেন। প্রথমে ব্রহ্ম দেশের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ব্রহ্মেশ্বর পরাজিত হইয়া আশাম, মণিপুর ও আরাকান পরিত্যাগ করত ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। তদনন্তর ভরতপুরের যুদ্ধ। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে লর্ড কম্বরমীর দুর্ভেদ্য ভরতপুর দুর্গ অসম সাহসের সহিত বারুদ দ্বারা ভেদ করিয়া অধিকার করিলেন। দিল্লীর সম্রাটের পদবী বিলুপ্ত হইল। ভরতপুর ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে প্রায় ত্রয়োদশ কোটী টাকা ঋণ হয়।

অনন্তর ১৮২৮ অব্দে বেণ্টিঙ্কের রাজ্য কাল। তিনি আসিয়া ধনাগার শূন্য ও আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক দেখিলেন। কেবল ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারাই ধনাগার পূর্ণ হইয়া উঠিল। বেণ্টিঙ্ক নূতন কর নির্দ্ধারণ দ্বারা প্রজার অনর্থের কারণ হয়েন নাই। সহমরণ এই সময়ে নিষিদ্ধ হয়। এবং রামমোহন রায় ইংলণ্ড গমন করেন। বেণ্টিঙ্ক বিচার কার্য্যের পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিলেন। দেশীয় কর্ম্মচারিগণের বেতন বৃদ্ধি হইল। কোম্পানি বাহাদুর বাণিজ্য পরিত্যাগ করিলেন। রাজ কার্য্য বিষয়ে নূতন পদ্ধতি প্রচারিত হইল। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে দৃঢ় মনোযোগ। পূর্ব্বে

কেবল সংস্কৃত ও আরবীয় ভাষার চর্চ্চা জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ইংরেজি শিক্ষার জন্য তাহার বৃদ্ধি করিলেন। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইল। পূর্ব্বে বাণিজ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল। তদ্দ্বারা প্রজাদিগের উপর বিশেষ পীড়ন হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিস তাহা রহিত করিয়াছিলেন। পরে পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত হয়। বেণ্টিঙ্ক তাহার সমূলোৎপাটনের উদ্যোগ করিয়া যান। বাষ্পীয় পোতএই সময়ে প্রচলিত হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নাম চিরকাল দেশীয় লোকের মনে জাগরূক থাকিবে।

বেণ্টিঙ্কের পর ১৮৩৫ অব্দে মেটকাফ সাহেব বর্ষমাত্র তৎপদে থাকেন। তৎপরে লর্ড অকৃলণ্ড। অযোধ্যার উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে গোলোযোগ, সেতারার রাজার শাস্তি, আফগানের যুদ্ধে মহাসৈন্যক্ষয় ও চীন সমরে ইংরেজদিগের জয় লাভ হইল। তদনন্তর ১৮৪২ অবধি ১৮৪৪ পর্য্যন্ত এলেন্‌বরার সময় আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ, গোয়ালিয়রের সহিত বিবাদ ও সিন্ধু দেশ অধিকৃত হইল। এলেনবরার পরে হার্ডিন্‌জের আধিপত্য। ঘোর শীক সমর। পঞ্জাব অধিকৃত হইল। গোলাপ সিংহ কাশ্মীর প্রাপ্ত হইলেন। নরবলি, সহমরণ, বালহত্যা ও দস্যুদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণে যত্ন হইল। স্বাধীন বাণিজ্যের সর্ব্বত্র শ্রীবৃদ্ধি। অনন্তর ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে ডেল হুউসির শাসন কাল। পুনর্ব্বার শীক সংগ্রাম উপস্থিত। পঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যোজিত হইল। বর্ম্মার সহিত পুনরায়

সংগ্রামে পেগু অধিকৃত হইল। উত্তরাধিকারীর অভাবে ইংরেজেরা নাগপুর ও কুশাসন জন্য অযোধ্যা অধিকার করিলেন। সদর কোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট সংযোজিত এবং মেকলেকৃত দণ্ডবিধির আইন প্রকাশিত হইল। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে ১ মে ফ্রেডরিক জেমস হেলিডে সাহেব বাঙ্গালার প্রথম লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইলেন। সাঁওতালদিগের বিদ্রোহে পঞ্চকূটের রাজার উপাধি বিলুপ্ত হইল। ডেল-হৌসির সময়েই ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট কলিকাতা হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট গমন করে। তাড়িত বার্ত্তাবহও এই সময় সংস্থাপিত হয়।

অতঃপর ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে শ্রীযুক্ত ক্যানিং বাহাদুর গবর্ণর জেনেরেল হইলেন। পারস্য ও চীনের সহিত বিবাদে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেরই লভ্য হইল। কিন্তু অবি-লম্বেই ঘোর বিদ্রোহ। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে সৈন্য সংক্রান্ত বন্দোবস্তে সিপাহীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগের স্বদেশস্থ ক্ষেত্র সমূহের কর বৃদ্ধি হওয়াতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। এদিকে যুদ্ধ কার্য্যাদিতে ঘোর পরি-শ্রম অথচ পুরস্কারের সময় যৎকিঞ্চিন্মাত্র প্রাপ্ত হওয়াতে সদা দুঃখিত থাকিত। বিশেষতঃ দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈন্য মধ্যে আহার ব্যবহার আয়াস পুরস্কার ও পরিশ্রম বিষয়ে পক্ষপাত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়াছিল। ইংরেজদিগের অপর কতকগুলি ব্যবহারও তাহাদিগের অসহনীয় হয়। ইতি মধ্যে টোটাছেদনরূপ ধর্ম্মনাশের শঙ্কা আসিয়াও উপস্থিত। সিপাহীদিগকে দন্ত দিয়া টোটা কাটিতে

হইবে, এই সংবাদ দেশমধ্যে প্রচার হইবা মাত্র বারুদে অগ্নিক্ষেপণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঘোর অত্যাচারের পর সমস্তই উপশমিত হইল। দিল্লীশ্বর নির্ব্বাসিত ও লক্ষ্ণৌরাজ বন্দী হইলেন। কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যও শেষ হইল।

১৮৫৮ অব্দের ২ রা আগষ্ট ইংলণ্ডেশ্বরী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৬০ অব্দের অগষ্টে ইনকম টেক্স সংস্থাপিত হইল। লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের সময়ে ১৮৫৮ অব্দের ১ নভেম্বর মহারাণীর ঘোষণা পত্র প্রচারিত, করদ ও মিত্র রাজগণের ক্ষমতা নির্দ্ধারিত, ভারতবর্ষীয় শাসন সংক্রান্ত নূতন পদ্ধতি সংস্থাপিত, বাঙ্গালার নীলকরের উপদ্রব উপসমিত, ষ্টার উপাধি প্রদানের পদ্ধতি প্রচলিত ও আগরার দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়। ১৮৬২ অব্দে লর্ড এলগিন গবর্ণর জেনেরেল হইলেন। তাঁহার সময়ে সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী একত্রীভূত, কৃষির উন্নতি সাধনার্থ আলিপুরে মেলা ও কাবুল নিকটে সীতানায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়। শ্রুত হওয়া যায় যে তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে ১৮৬৪ অব্দে লর্ড লরেন্সের রাজ্যকাল। ভুটানের সহিত বিবাদে সন্ধি হইল। কৌন্সিলের মেম্বরগণ প্রতি বর্ষেই ঋণ দর্শন করিতে লাগিলেন। ১৮৬৪ অব্দে কলিকাতায় ঝড় ও ১৮৬৬ অব্দে উড়িষ্যায় ঘোর দুর্ভিক্ষ। গুরুট্রেণিং পাঠশালার উৎপত্তি। সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য দেশে দেশে পাঠশালা সংস্থাপিত হইল। লরেন্স বাহাদুর কিঞ্চিৎ খ্রীষ্ট ধর্ম্মের

পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সময়ে কাবুল রাজের সহিত সন্ধির সূত্রপাত হয়।

তদনন্তর ১৮৬৮ অব্দে লর্ড মেওর রাজ্য কাল। কাবুলের সহিত সন্ধি হইল। আয় অপেক্ষা প্রতিবর্ষেই ব্যয় অধিক। কোন তাজমহল নির্ম্মিত হয় নাই, কি নেপাল, কি মহারাষ্ট্র, কি ভরতপুর, কি ব্রহ্ম দেশ কোথাও কোন যুদ্ধ ছিল না। কেবল পূর্ব্বদিকে লুসাইগণের সামান্য উপদ্রব হয়। তথাপিও মেম্বরা কেবল ঋণই দর্শন করেন। কিন্তু ব্যয় সংক্ষেপের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ হইল না। নব নব টেক্সের উদ্ভাবন। প্রজাগণ জ্বালাতন। ইন্‌কম্ টেক্স সংস্থাপিত হইল। রাজ কর্ম্মচারিগণের হস্তে ইনকমটেক্স প্রজাপীড়নের একটী মহান্ অস্ত্র স্বরূপ। মেও বাহাদুরের সময় সীতানার যুদ্ধ শেষ হয়। তিনি ডাক-মাস্থল হ্রাস করিয়া সুমহৎ উপকার করেন। তাঁহার আধি-পত্য সময়ে ১৮৬৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে শ্রীশ্রীমতী মহা-রাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা এতদ্দেশে পাদার্পণ করেন। ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের ভারতে এই প্রথম পাদার্পণ। বিদ্যাদানে গবর্ণমেণ্টের কার্পণ্য বিষয়ে শঙ্কা হইল। ওয়াহাবী লইয়া বিষম গোলোযোগ উপস্থিত। হাইকোর্টের যোগ্যতম চীফজষ্টিস শ্রীযুক্ত নরম্যান সাহেব এক দুরাত্মা যবনের হস্তে বিচার গৃহেই নিহত হইলেন। তদনন্তর শ্যামদেশের রাজার ভারতে আগমন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুর পূর্ব্ব সমুদ্রে গমন করিয়া-ছিলেন। তথায় ১৮৭২ অব্দে পোর্টব্লেয়ার নামক স্থানে

এক অতি পাপিষ্ঠ, অতি নরাধম, ক্রূরকর্ম্মা পাষণ্ড সেয়ার আলি নামক যবনের হস্তে গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। মেও বাহাদুর অতি সদাশয় ও লোকরঞ্জক ছিলেন। তিনি শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইলে কিয়দ্দিবস শ্রীযুক্ত ষ্ট্রাচে সাহেব ও শ্রীযুক্ত মান্দ্রাজের গবর্ণর ম্যাগডালা বাহাদুর শাসন করেন। তৎপরেই ১৮৭২ অব্দে লর্ড নর্থব্রুক আসিয়া পঁহুছিলেন। প্রজাবর্গের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি আসিয়াই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক স্বরূপ ইনকম টেক্স একবারে উঠাইয়া দিলেন। বাঙ্গালার লেপ্‌টনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত ক্যাম্পবেল সাহেব সর্ব্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাতে প্রজারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুকের বিচক্ষণতায় সমস্তই বিনিবৃত্ত হইল। আশ্বিন মাসে অনাবৃষ্টি হওয়াতে ১৮৭৪ অব্দে বেহার ও বাঙ্গালায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। গবর্ণর জেনেরেল, শ্রীযুক্ত ক্যাম্পবেল ও শ্রীযুক্ত সাররিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি মহোদয়গণের ক্ষিপ্রকারিতায় প্রজাগণ মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে মুক্ত হইল। এত ব্যয় হইলেও লর্ড নর্থব্রুক কেবল ব্যয় সংক্ষেপ দ্বারা প্রজাগণকে টেক্সের হস্ত হইতে মুক্ত করেন। ১৮৭৪ আশ্বিনে গঙ্গার পুল প্রস্তুত হইল। বরোদার রাজা মলহর রাও রাজ্যের কুশাসন জন্য ১৮৭৫ অব্দে ২৪ এপ্রেল পদচ্যুত হইলেন। ডফলা ও নাগারা ব্রিটিশ রাজ্যে উৎপাত করিয়া রীতিমত প্রতিফল প্রাপ্ত হইল। বিদেশীয়দিগের সহিত সর্ব্বত্রই সদ্ভাব। কেবল মধ্যে বর্ম্মার সহিত কিঞ্চিৎ গোলযোগ হয়। ক্যানিং বাহাদুরের পর লর্ড নর্থ ব্রুকের তুল্য উপযুক্ত গবর্ণর জেনেরেল আর কেহ ভারতবর্ষে পাদ বিক্ষেপ করেন নাই।

প্রথম অধ্যায়।

বাঙ্গালাভাষার উৎপত্তি; অপভ্রংশের প্রথমকাল; বৈদিক প্রমাণ; ব্যাকরণের উদ্ভব; সাধারণ ব্যবহৃত ও গ্রন্থগত ভাষার ভিন্নতাহেতু ব্যাকরণের প্রয়োজন; পাণিনির উদ্ভবে প্রাকৃত ভাষার প্রাবল্য প্রকাশ; বররুচির উৎপত্তিতে ভারতস্থ বহুবিধ বর্ত্তমান ভাষার উৎপত্তি নির্ণয়; বাঙ্গালা সংস্কৃতেরই অপভ্রংশ, প্রাকৃত জাত কদাপি নহে।

বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃতেরই অপভ্রংশ। ভিন্ন ভাষাগত শব্দ সকল সাময়িক যোজনামাত্র। বৈদিক সময়াবধি সংস্কৃত ভাষা অপভ্রংশ হইতে আরম্ভ হয়। বেদেই ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।

হেলাহেলেত্যুক্ত্বা তে দেবাঃ পরাবভূবুঃ,
তস্মান্নাপভ্রংশিতবৈ মন্লেচ্ছিত বৈ ॥

ইতি শ্রুতিঃ।

হেলা হেলা শব্দ করিয়া দেবতারা পরাভূত হইলেন। তজ্জন্য অপভ্রংশ ভাষা উচ্চারণ করিবেক না, ম্লেচ্ছ ভাষা উচ্চারণ করিবেক না।

এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এই অপভ্রংশের প্রথম সময়। এবং এই সময়াবধিই সংস্কৃত ভাষাকে সংস্কৃত রাখিতে বিশেষ চেষ্টা হইল। সামান্যতঃ দুই কারণ বশতঃ ভাষা অপভ্রষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম উচ্চারণ দোষ ও দ্বিতীয় ব্যাকরণ জ্ঞানাভাব। বেদই আর্য্যদিগের পরমধন ছিল। যখন বেদকে বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইল তখনই

বোধ হইতেছে যে গৃহ কার্য্য সম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তায় অপভ্রংশ ভাষা প্রবেশ করিয়াছিল—তখনই বোধ হইতেছে যে অপভ্রংশ ভাষা সদা ব্যবহৃত হইয়া বেদপাঠে প্রবেশ হইবারও উপক্রম হইয়াছিল। এবং যে পরিমাণে ভাষা বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য কঠিন কঠিন নিয়ম সংস্থাপিত হয় সেই পরিমাণে অপভ্রংশ ভাষার প্রাবল্য স্বীকার করিতে হইবে। উচ্চারণ দোষ ও ব্যাকরণাদির জ্ঞানাভাব নিবারণ জন্যই বেদাঙ্গের সৃষ্টি। বৃহদারণ্যক শ্রুতি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে প্রথমে বেদাঙ্গ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্ভূত ছিল। বস্তুতঃও অর্থবাদ বিষয়ক অধ্যায় সমূহকেই পূর্ব্বে বেদাঙ্গ কহিত। পরে বিশেষ প্রয়োজন হওয়াতে বেদাঙ্গ পৃথক করা হয়। এবিষয় শাকল প্রাতিশাখ্য টীকায় একরূপ লিখিত আছে। কিন্তু কোন্ সময়ে যে এই বেদাঙ্গ বেদ হইতে স্বতন্ত্র হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। বেদাঙ্গ পৃথক হইয়া অবশ্য পাঠ্যরূপে স্থিরীকৃত হইলেও বেদ বিশুদ্ধ রাখা কঠিন হইয়া উঠিল। তজ্জন্য ঋষিগণ বেদাঙ্গ বিস্তৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাকরণ, ক্রমে মহেশ্বর, বৃহস্পতি, পুরন্দর ও পাণিনি দ্বারা স্থিরাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বিস্তৃত হইতে লাগিল। উচ্চারণ জ্ঞানের নিমিত্ত শিক্ষা ভাগ সংযোজিত হয়. প্রথমে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের শিক্ষাধ্যায় দ্বারাই উচ্চারণ কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। পরে যত শাখা তত প্রাতিশাখ্য প্রচারিত হইল। উচ্চারণ ভেদ শাখা ভেদের একটী প্রধান কারণ। বেদের শাখাও অল্প নয়। ঋগ্বেদের একবিংশতি সহস্রশাখা, সামবেদের সহস্র শাখা ও যজুর্ব্বেদের সপ্তবিংশতি ও অপর পঞ্চদশ প্রধান শাখা ছিল। অতএব স্থির হইতেছে যে. বৈদিক সময়াবধিই অপভ্রংশের আরম্ভ

এবং উত্তরোত্তর তাহার যত প্রাবল্য হইয়াছে তত তন্নিবারণার্থ ভূরি ভূরি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

অপিচ, যে সময়ে ব্যাকরণ পাঠের প্রথা প্রথম প্রচলিত হয়, সে সময়ে যে কথিত ভাষা ও লিখিত বা গ্রন্থগত ভাষার পরস্পর বিভিন্নতা ঘটিয়াছে তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন করা যায়। যেহেতু ভাষা দৃষ্টেই ব্যাকরণ রচিত। ব্যাকরণ হইতে ভাষার উদ্ভব হয় নাই। যাহা কহা যায় যদি তাহাই ব্যাকরণে থাকিল তবে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন কি? দেখা যাইতেছে যে যখন সাধারণব্যবহৃত ভাষার সহিত লিখিত বা শিষ্টব্যবহৃত ভাষার অনৈক্য হয়, তখন শুদ্ধরূপে লিখনাদি জন্য ও লিখিত পুস্তক সকল বুঝিবার জন্য ব্যাকরণ জ্ঞান আবশ্যক করে। যেরূপ ভাষায় কথা বার্ত্তা কহা যায়, তাঁহার সহিত লিখিবার ভাষা ও লিখিত পুস্তকের ভাষা অনৈক্য হইলে অবশ্য ব্যাকরণ জ্ঞান প্রয়োজন, এবং যে পরিমাণে উভয় প্রথা পৃথক্ হইবে সেই পরিমাণে ব্যাকরণের চর্চ্চা বৃদ্ধি করা উচিত। যখন সেই ব্যাকরণ পাঠ, কালে কঠিন ও বহ্বায়াস-সাধ্য বোধ হয়, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে সাধারণের মুখে, চলিত ভাষা পুষ্টির চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থগত ভাষার সহিত সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পৃথক্ অবয়ব ধারণ করিয়াছে। যখন চলিত ভাষা পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া একরূপ স্থিরাবয়ব ধারণ করে, তখন আবার সেই ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করণের প্রথম কাল উপস্থিত হয়। কারণ সেই ভাষা তৎসময়াবধি আবার ক্রমে অপভ্রংশ হইতে আরম্ভ হয়। কাত্যায়নকে প্রাকৃত ভাষার প্রথম ব্যাকরণকার বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।† অতএব মীমাংসা করা যাইতে পারে, যে সংস্কৃত

---

(১) বৌদ্ধেরা কাশ্যায়নকে তাহাদিগের প্রথম ব্যাকরণকার

ব্যাকরণ পাঠের প্রথম কাল হইতে অপভ্রংশের প্রচার হয়। এবং যখন সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ বহ্বায়াস সাধ্য ও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রথম প্রাদুর্ভূত হইল তখন সেই অপভ্রংশ ভাষা ক্রমশঃ পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া একরূপ স্থিরাবয়ব ধারণ করে। প্রয়োজন না হইলে কোন বস্তু প্রস্তুত হয় না। যখন চলিত ও লিখিত ভাষা পরস্পর পৃথক্ হয় তখন ব্যাকরণের প্রয়োজন। অতএব প্রাকৃত ব্যাকরণ যে সময়ে প্রস্তুত হইয়াছে, প্রাকৃত ভাষাও যে সেই সময়ে কথিত ভাষার সহিত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

একণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ভাষা ব্যাকরণ ভ্রষ্ট হয় কেন?। আপাততঃ, উচ্চারণের সুবিধাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। স্বাভাবিক কথা বার্ত্তা স্থলে শীঘ্র উচ্চারণ জন্য কতকগুলি বাক্য অর্দ্ধোচ্চারিত হয়। সুতরাং শেষভাগ উচ্চারিত না হওয়াতে, কালে ব্যাকরণের বিভক্তি সকল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উচ্চারণের সুবিধা জন্য

কহে। অধুনা প্রাকৃত ব্যাকরণ মধ্যে সচরাচর বররুচির ব্যাকরণ দেখা যায়। কোন কাত্যায়নের নাম বররুচিও ছিল। তজ্জন্য যদি কেহ বাজীসূত্র প্রচারক, সামবেদের উপগ্রন্থ প্রচারক, স্মার্ত্তশ্লোক প্রচারক, কর্ম্ম প্রদীপ কর্ত্তা, অথর্ব্ব বেদের ব্রাহ্মণ কারিকা প্রচারক, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজক, পাণিনির মহাবার্ত্তিক কর্ত্তা, সর্ব্বানুক্রমণী রচনকর্ত্তা, বৎস নৃপতির সভাসদ, বর্ষমুনির শিষ্য, পাণিনিকে ব্যাকরণে পরাস্তকারী, নন্দরাজার মন্ত্রী, বিক্রমাদিত্যের সভাসদ, কালিদাসের সমকালিক, ও প্রাকৃত ব্যাকরণ কর্ত্তা আদি সমস্ত কাত্যায়ন ও বররুচি মাত্রকেই একই ব্যক্তি জ্ঞান করেন, তবে তাঁহাদের বুদ্ধিকে ধন্য। ঈদৃশ ক্ষুদ্র গ্রন্থে এ বিতণ্ডার সমাবেশ সুকঠিন। শাকল্য, ভরত, কোহল, বররুচি, ভামহ বসন্তরাজ, মার্কণ্ডেয়, ক্রমদীশ্বর ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে প্রাকৃত ব্যাকরণ করিয়াছিলেন।

কতকগুলি বাক্যের অক্ষর মিলিত হইয়া উচ্চারিত হয়; কতকগুলি অক্ষর দুরুচ্চার্য্য বশতঃ বর্জ্জিত হয়; কতকগুলি পরস্পর পরিবর্ত্তিত হয়; এবং কতকগুলি নূতন সংযোজিত হয়। কিন্তু এককালে ব্যাকরণের ভাষা সাধারণ কথা বার্ত্তায় ব্যবহৃত হইত। পরে লোকের তাহা উচ্চারণ করিতে কষ্ট বোধ হয় কেন? দেখা যাইতেছে যে, কথা বার্ত্তা কেবল মনের ভাব প্রকাশ মাত্র। যত অল্পে সেই কার্য্য সিদ্ধ হয় মনুষ্য মাত্রেরই তদ্বিষয়ে ঐকান্তিক যত্ন। সুতরাং কষ্ট স্বীকারের অনিচ্ছাকেই একরূপ কারণ বলিতে হইবে। কাহারও গিরিজা-ভূষণ নাম থাকিলে আমরা সমস্ত বর্জ্জন করিয়া গিজনে বলিয়া থাকি। অধিক দূর হইতে তাহাকে আহ্বান করিতে হইলে কণ্ঠনালীর কষ্ট বিলক্ষণ অনুভূত হয়। তখন কেবল প্লুতস্বরে "নে" মাত্র উচ্চারণ করি। এইরূপ নৃপেন্দ্রমোহিনীর কোমল আদ্যাক্ষর ও শেষাক্ষর লইয়া "নানী" বলিয়া ডাকা যায়। অতএব কেবল স্বকীয় সুবিধাকেই ইহার কারণ বলিতে হইবে। পরে কালবিশেষে, দেশ বিশেষে ও লোক বিশেষে সেই পরিবর্ত্তনগুলি স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে প্রচলিত ভাষা ও গ্রন্থের ভাষা সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ হইয়া পড়ে। এক্ষণে কাল বিশেষে, দেশ বিশেষে ও লোকবিশেষে কিরূপেই বা ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং সেই পরিবর্ত্তনই বা কিরূপে স্থিরতা প্রাপ্ত হয় তাহাও দেখা আবশ্যক। কালে, মনুষ্যের অবস্থা ও ব্যবসা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটে। অধিকাংশ লোক শাস্ত্রানুশীলন পরিত্যাগে এক অবস্থাপন্ন, অবস্থানুসারে উগ্র বা মৃদুভাব দ্বারা এক প্রকৃতিস্থ এবং ব্যবসাগুণে এক ভাবাপন্ন হইলে তাহাদিগের বদন বিনির্গত বাক্য সমূহও এক নিয়মে বিকৃত দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে মনুষ্যের বাগ্‌যন্ত্রাদির আকৃতি ভেদ হওয়ায় উচ্চারণের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই নিমিত্ত একদেশের লোক অন্যদেশস্থ লোকের বাক্য তাহা-দিগের মত উচ্চারণে সমর্থ হয় না। পদ্মাপারের অধিকাংশ লোকই প্রায় শ, ষ, স, স্থানে হ উচ্চারণ করিয়া থাকে, এবং বর্গের চতুর্থ বর্ণের পরিবর্ত্তে তৃতীয় বর্ণ উচ্চারণ করে। যথা ঘোড়া, গোরা ; ঝাল, জাল ; ঢাক, ডাক ; ধার, দার ; ভাম, বাম ইত্যাদি। এইরূপ ইংরেজ, স্কচ জর্ম্মান প্রভৃতিও জাতির ত, ট আদির উচ্চারণে ভেদ দেখা যায়। এবং এই নিয়-মানুসারে নানাদেশের বর্ণমালার উচ্চারণ ও বর্ণ সংখ্যাও পৃথক্ হইয়াছে। তৃতীয়তঃ স্ত্রীলোকেরা শরীরের কোমলতা বশতঃ শব্দ সমূহের কর্কশ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চারণ করে। পরে সেই সকল বাক্য ক্রমশঃ পুরুষের কথায় মিশ্রিত হইয়া ভাষা বিকৃত হয়। অনেকে কোন কোন লোকের বাক্য অনুকরণ দ্বারাও ভাষার পরিবর্ত্তন ঘটান। ভক্ষ্য দ্রব্যও ভাষা বিকৃত করিবার অপর এক কারণ। অনেক ভক্ষ্যদ্রব্যের দ্বারা জিহ্বার জাড্যতা দোষ ঘটে। যাহা হউক কোন ক্রমে সুগ-মোচ্চারণ জন্য চলিত ও লিখিত ভাষার অনৈক্য হয়।

সংস্কৃতভাষার অপভ্রংশও পূর্ব্বোক্ত নিয়মাদি দ্বারা ঘটিয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃত বা সাধারণ লোকের ব্যবহার হেতু সেই অপ-ভ্রংশ ভাষার সাধারণ নাম প্রাকৃত ভাষা। প্রাকৃত ভাষা বলিয়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র ভাষা ছিল না। দেশ বিশেষের ব্যবহার ও লোক বিশেষের উচ্চারণ দ্বারা অপভ্রংশ ভাষা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষা উৎপাদন করিয়া-ছিল। সেইগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণে শ্রেণীবদ্ধ হয়। যখন প্রাকৃত ব্যাকরণ পাঠ্য পুস্তক হইয়া পড়িল, তদবধি আর্য্যাবর্ত্তস্থ বর্ত্ত-

মান বহুভাষার উৎপত্তি গণনা করিতে হইবে। কিন্তু বররুচি যে কয়েকটী ভাষাকে স্বীয় ব্যাকরণ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, সেই কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট ভাষাই যে তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে প্রচলিত ছিল এরূপ নহে। অপরাপর দেশেও অপভ্রংশ ভাষা ছিল। কিন্তু সে গুলি পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কোন বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ হয় নাই। যে গুলি ব্যবহার দ্বারা নিয়মাবদ্ধ হইয়াছিল বররুচি সেইগুলির প্রাধান্যানুসারে অল্প বা বহুল পরিচয় দিয়াছেন। তিনি অস্মদ্দেশের কোন ভাষার বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। তাহার কারণ স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। অপরাপর দেশের ন্যায় অস্মদ্দেশের অপভ্রংশ ভাষা নিয়মাবদ্ধ হইতে পায় নাই। যখন নিয়মাবদ্ধ কোন ভাষা ছিল না তখন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এতদুভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান না থাকাতে সংস্কৃতকেই বাঙ্গালার একমাত্র জননী বলিতে হইবে।

বাঙ্গালাভাষা বররুচি ধৃত ভাষার অতি অল্প সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে। সে সাহায্য এত অল্প, যে, তাহাতে প্রাকৃত ভাষাকে কোন রূপেই বাঙ্গালার প্রসূতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রায় সমস্ত বিভক্তিই সংস্কৃত বিভক্তির পরিবর্ত্তন হইতে ঘটিয়াছে। বিভক্তির সাহায্যই ভাষার প্রধান সাহায্য। সে বিষয়ে ত্রুটী থাকিলে একে অপরের উৎপাদক কিরূপে বলা যায়। দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত হইতে যে সকল বাক্য যে নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, সচরাচর কথা বার্ত্তাস্থলে সাধুভাষা সকলও সেই নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। যখন অহরহঃ এই সকল বিষয় নেত্রগোচর হইতেছে, তখন সংস্কৃতের সামান্য অপভ্রংশ হইতে যে বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে তজ্জন্য মধ্যস্থলে আর একটী ভাষা কল্পনা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। যদি, এই সকল

সামান্য অপভ্রংশের জন্য মধ্যস্থলে একটী ভাষা স্বীকার করিতে হয়, তবে ইংরেজি হইতে যে সকল শব্দ অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া প্রতিদিন ভাষা মধ্যে প্রবেশ করিতেছে তজ্জন্য মধ্যস্থলে যে কতগুলি ভাষা স্বীকার করা উচিত তাহা বলা যায় না। অতএব প্রাকৃত ভাষা হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তি স্বীকার করা যাইতে পারে না। ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারাও সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালার উদ্ভব বোধ হইবে। তৃতীয়তঃ বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দ প্রাকৃত ভাষার শব্দাপেক্ষা সমধিক পরিশুদ্ধ। প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইলে এরূপ ঘটনা কিরূপে সম্ভব হয়। সংস্কৃত অগ্নি; প্রাকৃত অগ্গি, হিন্দুস্থানীয় আগ্, কিন্তু বাঙ্গালা অপভাষা আগুণ। যদি প্রাকৃত ভাষাই বাঙ্গালার জননী হয় তবে আগুণের ণকার কোথায় হইতে আইসে। বররুচির ব্যাকরণে লিখিত কোন্ প্রাকৃত ভাষা সাধ্(সাধু), রাজা, যদ্দি, নদী, সখী, লোক, সাবধান, ভগবান আদি বঙ্গের অতি নিকৃষ্ট জাতি ব্যবহৃত ভূরি ভূরি শব্দ প্রসব করিতে পারে? বরং প্রাকৃত ভাষা বাঙ্গালায় ব্যবহৃত পূর্ব্বোক্ত শব্দ সমূহ গ্রহণ করিলে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃতের অধিকতর সন্নিকৃষ্ট হইবে। অপর এক উদাহরণ যথা—

সংস্কৃত—"হানাথ ভীমসেন! হা মম পরিভবপ্রতীকারপরিত্যক্তজীবিত! জটাসুর-বক-হিড়িম্ব-কির্ম্মীর-কীচক-জরাসন্ধনিসূদন! সৌগন্ধিকাহরণচাটুকার! দেহি মে প্রতিবচনম্।"

প্রাকৃত—"হা ণাহ ভীমসেণ! হা মহ পরিভবপড়িআর-পরিচত্তজীবিঅ! জড়াসুরবঅহিড়িম্বকিম্মীর-কীচঅজরাসন্ধ ণিসূদণ! সোঅন্ধিআহরণচাড়ুআর দেহি মে পড়িবঅণং।"

বাঙ্গালা—"হানাথ ভীমসেন! হা মম পরিভব প্রতীকার পরি

ত্যক্ত জীবিত! জটাসুর বক হিড়িম্ব কিম্মীর কীচক জরাসন্ধনিসূদন! সৌগন্ধিকাহরণ চাটুকার! আমায় প্রতি বচন দাও।

এক্ষণে পাঠকেরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে পারেন যে, প্রাকৃতকে বাঙ্গালার জননী বলা সম্ভব হয় কি না? অতএব সংস্কৃত বাঙ্গালার মাতামহী নহেন, বিমাতাও নহেন, একমাত্র জননী। তিনি বাঙ্গালাকে প্রসব করিয়াছেন, পালন করিতে-ছেন ও জীবিত রাখিবেন। বররুচিধৃত প্রাকৃত ভাষা সকল বাঙ্গালার সহোদরা। এক্ষণে সে প্রাকৃত ভাষা সমূহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গতাসু হইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালা পুষ্টিকর মাতৃস্তন্য পান দ্বারা লাবণ্যবতী হইয়া উঠিতেছেন।

চতুর্থতঃ বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষা প্রাকৃত ভাষার অনুগমন না করিয়া পদে পদে পৌরাণিক সময়ের সরল, সুললিত সংস্কৃত ভাষার অনুসরণ করিয়া এরূপ রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। সরল সংস্কৃতের অপভ্রংশ হইতেই বাঙ্গালার উৎপত্তি। অতএব সংস্কৃতই বাঙ্গালার একমাত্র জননী। অধিকন্তু সুপ্রসিদ্ধ ভাষাবিৎ পণ্ডিত মহামান্য ম্যাক্সমূলরও কহিয়াছেন যে, অপরাপর ভাষার ন্যায় সাধারণের ব্যবহারজনিত বিকৃতি পরিবর্জ্জন করিলে বাঙ্গালা ভাষা মধ্যে প্রাকৃত ভাষার যৎসামান্য মাত্র চিহ্ন পাওয়া যায়। আর্য্যাবর্ত্তের অপরাপর ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা প্রাকৃত ভাষার সাহায্য গ্রহণ না করিয়া সরল সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।*

---

* "While in Bengalee except some analogous corruption by contraction and assimilation which every language undergoes in the mouth of a people, there are very few traces of the Pracrit dialects. &c"
Maxmuller

সংস্কৃতের অনুগমনদ্বারা বাঙ্গালা যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ দ্বারা পাঠকবর্গের নিশ্চয় প্রতীতি হইবে।

"ভীষ্মজননি মুনিবর কন্যে। পতিতনিবারিণি ত্রিভুবন ধন্যে"॥

শঙ্করাচার্য্য।

"নারায়ণী শীর্ষদেশে, সর্ব্বাঙ্গে সিংহবাহিনী।
শিবদূতী উগ্রচণ্ডে, প্রত্যঙ্গে পরমেশ্বরী॥"

যামল।

"জয়কৃষ্ণ জগন্নাথ, জয় বৈকুণ্ঠ নামধৃক্।
জয় দেব কৃপাসিন্ধো, জয়লক্ষ্মীপতে প্রভো॥"

বিষ্ণুস্তোত্র।

'রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা, কৃষ্ণবক্ষস্থলস্থিতা।
গোপাঙ্গনাগণ শ্রেষ্ঠা, গোপিকা গোপমাতৃকা॥'

রাধিকার স্তব।

এগুলিকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়ই বলা যাইতে পারে।

অপর এক দৃষ্টান্তের কয়েকটা সামান্য বিভক্তি লোপ করিলে বাঙ্গালা হইবে। যথা—

'নয়নত্রয় ভূষিত চারুমুখং, মুখপদ্ম বিরাজিত কোটিবিধুং,
বিধুখণ্ড বিমণ্ডিত ভালতটং, প্রণমামি শিবং শিবং কল্পতরুং॥'

শিবাষ্টক।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত অত্যল্প পরিবর্ত্তনে সংস্কৃত হইবে।

না কর ধন জন যৌবন গর্ব্ব, হরিছে নিমেষে কালসর্ব্ব।
মায়াময় এ অখিল ত্যজিয়া, প্রবিশ আশু ব্রহ্মপদ জানিয়া॥
অজ্ঞানে বাল্যহত যৌবন বনিতায়, বৃদ্ধেতে চিন্তামগ্ন, কি হইবে উপায়
অঙ্গ গলিত, পলিত মুণ্ড, দন্ত বিহীন হইল তুণ্ড।
করেতে কাঁপিছে ভগ্নদণ্ড, তবু না ছাড়িছে আশাভাণ্ড॥

জয়দেবের সংস্কৃত যে অতি সরল তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—০ঃ৪ঃ০—

বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব; তৎপ্রমাণ যথা—(১) ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা; (২) কর্ম্মকারক ও অপাদানের চিহ্ন; (৩) প্রবাদ রচন; (৪) খৃষ্ট জন্মকালীন বাণিজ্যার্থী রোমান ও গ্রীকদিগের গৃহীত বাঙ্গালা বাক্য; (৫) বালিকাদির ব্রত কথা; (৬) পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদিগের গীত; (৭) তন্ত্রোল্লিখিত বর্ণমালা; (৮) বৌদ্ধগ্রন্থে বাঙ্গালার পরিচয়; (৯) মুদ্রা ও তাম্রশাসন; (১০) পিঙ্গলাদি ধৃত অঙ্ক; সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা উৎপত্তির কয়েকটী নিয়ম; বাঙ্গালা অসভ্য ভাষা জাত নহে।

প্রাকৃত যে বাঙ্গালা প্রসবিনী নহে তাহা একরূপ নির্ণীত হইয়াছে। ক্রমশঃ আরও প্রকাশ পাইবে। অতঃপর বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব নির্ণয় আবশ্যক। এক বস্তু কখন চিরকাল এক ভাবাপন্ন থাকে না। সময়ে সকলই পরিবর্ত্তিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার ক্রিয়াদৃষ্টে অনুমান হয়, যে এক্ষণে তাহার দ্বিতীয়াবস্থা উপস্থিত। এককালে 'হইতেছে, হউক' আদি বলা রীতি ছিল। এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে হচ্ছে, হোগ্ ব্যবহার হইতেছে। "হইতেছে" ও "হউক" সাধারণের মুখে বহুকাল ব্যবহৃত না হইলে "হচ্ছে" ও "হোগ" জন্মিতে পারে না। হইতেছে ও হউক আবার সংস্কৃত ভূ ও অসধাতু হইতে জাত। সংস্কৃত অপভ্রংশ হইয়া কতদিন ব্যবহৃত হইলে হইতেছে বা হউক আদি জন্মিতে পারে তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। অনুমান সকলেরই আছে; নিকৃষ্ট অনুমানেও বোধ হইবে যে প্রথমে হইতেছে ও হউক এবং পরে হচ্ছে ও হোগ্ বড় অল্প দিনে জন্মে নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সকলেই জানেন যে বাঙ্গালার পূর্ব্বার্দ্ধে 'হইতে' ও 'কে' অপাদান ও কর্ম্মকারকাদিতে ব্যবহৃত হয় না। 'হইতে' ও 'কে' প্রাকৃত ভাষার প্রথানুসারে গৃহীত হইয়াছে

এবং অধিকতর পশ্চিমেই অধিক ব্যবহৃত। পূর্ব্বাংশের অপাদান ও কর্ম্মাদির বিভক্তি ভাষার অপরাপর বিভক্তির ন্যায় সংস্কৃতজাত। তাহাতেই বোধ হইতেছে যে, হইতে ও কে, ব্যবহারের পূর্ব্বে এখানে বররুচির প্রাকৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে বাঙ্গালার পশ্চিম ও পূর্ব্বভাগের কারকাদি সূচক চিহ্ন পৃথক হওয়ার কারণ কি? যদি বাঙ্গালা প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত অথবা প্রাকৃত ভাষার পরে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই সর্ব্বত্র প্রাকৃতানুযায়ী বিভক্তি দেখা যাইত। কিন্তু মগধ হইতে দূরে আসিলে সংস্কৃতানুযায়ী বিভক্তি দেখা যাইতেছে। ইহাতেই বোধ হয়, পূর্ব্বে এখানে বররুচির প্রাকৃত শ্রেণীর বহির্ভূত স্বতন্ত্র ভাষা ছিল। পশ্চিমাংশ মগধের সন্নিহিত হওয়াতে তথাকার ভাষা প্রাকৃত ভাষার সহিত কিঞ্চিৎ মিশ্রিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বাংশে অদ্যাপিও প্রাচীন বিভক্তির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

তৃতীয়তঃ, প্রবাদ বাক্য ভাষার বয়স নির্ণয়ের আর এক উপায়। স্ত্রীলোকেরা সচরাচর বলিয়া থাকে যে "মাঘের জাড়ে মইষের শিং নড়ে"। মাঘ মাসের শীত দেখিয়া এই বাঙ্গালা প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এক্ষণে মাঘ মাসে শীত কোথায়? যে কালে মাঘ মাসে শীত ছিল অয়ন গণনা দ্বারা সে কাল অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইবে। এইরূপ আরও কয়েকটী প্রবাদ বাক্য দ্বারা ভাষার প্রাচীনত্ব নির্ণয় হইবে।

চতুর্থতঃ, রোমানেরা খ্রীষ্টীয় শকারম্ভের সমীপবর্ত্তী সময়ে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে আসিত। তাহাদিগের পুস্তকে বাণিজ্য-দ্রব্য ও বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নাম দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে তাহার মধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বা প্রাকৃত নহে। সেই সকল নাম দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার কেবল পূর্ব্বাবস্থার পরিচয়

পাওয়া যায় এরূপ নহে, বাঙ্গালার প্রাদেশিক ভাষারও অবস্থা জানা যায়।

পঞ্চমতঃ, অধুনা সাঁজপুজনী, যমপুকুর, ইতুর কথা, খনার বচন, ডাকের বচনাদি যে ভূরি ভূরি প্রাচীন বাঙ্গালা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়, কে প্রবর্ত্তিত করে এবং কেনই বা প্রবর্ত্তিত হয় তদ্বিষয় যথাযোগ্য স্থলে লিখিত হইলে প্রকাশ পাইবে যে সেগুলি কত প্রাচীন।

ষষ্ঠতঃ, "ধান ভাস্তে মহীপালের গীত" নামে যে প্রবাদ আছে সেই বহুকালীয় গীতের বিচ্ছিন্নাংশ সকল এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। সেগুলি স্পষ্ট বৌদ্ধগীত। শিবগীতের সহিত লোকে মিশ্রিত করিয়াছে।

যখন ভাষামধ্যে প্রাচীন রচনা * সকল এখনও বর্ত্তমান, তখন তদপেক্ষা বাঙ্গালার প্রাচীনত্বের অধিক স্পষ্ট প্রমাণ আর কি হইবে? যাহা হউক, এতদ্দ্বারা অনুমান হইতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষা বড় আধুনিক নয়। এক্ষণে বর্ণমালার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। অনেকে বলেন যে, আধুনিক দেবনাগর হইতে বাঙ্গালা বর্ণমালার উৎপত্তি। তাঁহারা যে কেন একথা বলেন, তাহার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে মহাত্মা ঈশ্বর প্রদত্ত কোন ক্ষমতা বা অসামান্য ধীশক্তি বলে যুগ যুগান্তরীয় অক্ষর সকল পাঠ করিয়া ছিলেন সেই মহাপ্রাজ্ঞ প্রিন্‌সেপই † স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান দেবনাগর বাঙ্গালার পর উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিকও তাহাই বোধ হয়। নচেৎ বেদ ব্যবহৃত সমস্ত অক্ষর, আধুনিক দেবনাগর মধ্যে না পাওয়া যায় কেন? অপিচ বর্ত্তমান দেবনাগরের পূর্ব্বে ভূরি ভূরি নানাবিধ অক্ষর বাহির হইয়াছে।

---

* সাহিত্য খণ্ডে প্রাচীন রচনাদি কালনির্ণরসহ প্রকাশিত হইবে।

† প্রিন্‌সেপস্ এ্যান্টিকুইটি।

অক্ষরের প্রয়োজন অতি প্রাচীন কালেই হইয়াছিল। প্রাণায়াম কালে বীজাক্ষরের ধ্যান বিহিত হইয়াছে ‡। আকৃতি ব্যতীত ধ্যান অসম্ভব। অতএব কোন না কোন গ্রন্থে অক্ষরের আকৃতির বিষয় নির্ণীত আছে। আমরা কেবল কামধেনু তন্ত্রে অস্পষ্টরূপে এবং বর্ণোদ্ধার ও তোড়ন তন্ত্রাদিতে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট রূপে অক্ষরের আকৃতি বর্ণিত দেখিতে পাই। তাহাতে বাঙ্গালার সহিত বড় অনৈক্য হয় না। তন্ত্র মাত্রই আধুনিক নহে। *

‡ বং ইতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্যেত্যাদি।

* ১ম প্রমাণ। বেদে তান্ত্রিক দেবতার উল্লেখ আছে। অথর্ব্ব বেদ, গোপথ ব্রাহ্মণ, আঙ্গিরসী শৌনকীয় শ্রুতি, প্রত্যঙ্গিরা কল্প ইত্যাদি।

২য়। বৈদিক সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই তান্ত্রিক সন্ধ্যা বিহিত হইয়াছে। যথা—

"উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যাং বৈদিকীঞ্চৈব তান্ত্রিকীম্॥"

৩য়। "বিচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি তন্ত্রাণ্যাগমবিস্তরম্।"

ব্রহ্মপুরাণ।

৪র্থ। "কঙ্কাল ভৈরবঞ্চাপি যামলং বামমাশ্রিতম্।"

কূর্ম্মপুরাণ।

৫ম। "আগমং নিগমং নাথ শ্রুতং সর্ব্বমনুত্তমম্।"

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত।

৬ষ্ঠ। শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোপ-পুরাণেষ্বাগমেষু চ।

পদ্ম পুরাণ।

৭ম। "বৈদিকী তান্ত্রিকী মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।"

ভাগবত।

৮ম। "বেদোক্তবিধিনা ভদ্রে আগমোক্তেন বা সুধীঃ।"

বরাহ পুরাণ।

৯ম। আগমস্য ভবান্ কর্ত্তা বেদকর্ত্তা হরিস্বয়ম্"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

বোধ হয় অতি প্রাচীন কাল প্রচারিত কোন অক্ষরাবলী অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। তিব্বত দেশীয় অক্ষরের সহিতও বাঙ্গালা অক্ষরের সাদৃশ্য আছে। বঙ্গদেশ প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। সাধারণের ক্রমাগত ব্যবহারে সেই অক্ষর সম্পূর্ণরূপে লিখনোপযোগী হইয়াছে। বহুকাল ব্যবহৃত না হইলে আর এরূপ ঘটনা হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের কোন অক্ষরই লিখিবার পক্ষে এতাদৃশ সুগম নহে। অতএব বাঙ্গালা অক্ষরকে নিতান্ত আধুনিক বলা অত্যন্ত অন্যায়।

প্রথম। তন্ত্রে বাঙ্গালা অক্ষরের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে।

২য়। নাদ বিন্দু বাঙ্গালা অক্ষর মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেহ কেহ কহেন যে, জগন্নাথের মূর্ত্তি প্রণবের অনুকরণ মাত্র। তাহা হইলে বাঙ্গালা প্রণবেরই সহিত অধিক ঐক্য হইবে।

১০। "কাশ্মীরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার সময়ে তন্ত্রোল্লেখ।

তথাহি কহ্লন

ক্রিয়ান্নীলপুরাণোক্তানচ্ছিদন্নাগমদ্বিষঃ।

এইরূপ ভূরি ভূরি প্রাচীন গ্রন্থে তন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। অপিচ অনেক প্রাচীন বিষয় তন্ত্রাদিতে পাওয়া যায়। পারস্য দেশে হিন্দুদিগের বিবরণ তন্ত্রে আছে। পারস্যস্থ হেঙ্গলাজ পীঠের ইতিহাস তন্ত্রে পাওয়া গেল।

ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহামায়া ত্রিগুণা যা দিগম্বরী॥ তন্ত্রচূড়ামণি।

ইজিপ্ট দেশের অসিরিস ও আইসিসের উৎসব, গ্রীশদিগের ইলিউসিনিয়ান মিষ্ট্রী, প্রাচীন আসিরীয় ও ব্যাবিলোনীয়দিগের লিঙ্গ উৎসব, তন্ত্র সম্পর্কীয়। ভিতারীর পাষাণস্তম্ভে স্কন্দগুপ্তসম্বন্ধে তন্ত্রের বিবরণ খোদিত আছে। কনিংহাম মতে স্কন্দগুপ্ত ২১০ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্যের সময় তন্ত্রের পরিচয় তিনি নিজেই দিয়া গিয়াছেন। অতএব তন্ত্রমাত্র আধুনিক নহে। যেযে তন্ত্রে বর্ণের বিষয় আছে তাহার প্রত্যেক তন্ত্র আধুনিক প্রমাণ না করিলে তাহার মত অগ্রাহ্য হইতে পারে না।

৩য়। বুদ্ধদেব বিশ্বামিত্রের সমক্ষে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, দ্রবিড় দক্ষিণ, দরদ, খস, চীন, হূন, দেব, ভৌমদেব, উত্তরকুরু, অম্বু-দ্রুত প্রভৃতি নানা জাতীয় অক্ষর লিখিতে আরম্ভ করিলেন†। এতদ্দ্বারা তৎকালে বঙ্গাক্ষরের অস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে। বুদ্ধ-দেব ৪৭৮ পূর্ব্ব খৃঃ অব্দে ‡ পরলোক গমন করেন। অতএব বঙ্গ দেশীয় বর্ণমালা ৪৭৮ পূর্ব্ব খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিল। ইহা অপেক্ষা প্রাচীনত্বের প্রবল প্রমাণ আর কি হইবে।

৪র্থ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের যে সকল মুদ্রা ও তাম্রফলকাদি ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহার ক বঙ্গীয় ককারের সদৃশ।

৫ম। মধ্য—কালিক অক্ষরসমূহের, দেবনাগরাপেক্ষা বাঙ্গা-লার সহিত অধিক সাদৃশ্য আছে।

৬ষ্ঠ। ইণ্ডো সাসানিয়ান শ্রেণীস্থ মুদ্রাসমূহের শ্রী বাঙ্গালা শ্রীর সদৃশ।

৭ম। পালি ঋ ও বাঙ্গালা ঋকারে একতা দৃষ্ট হয়। দেব নাগরের সহিত ততদূর সাদৃশ্য নাই।

৮ম। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রাস্থ শকার বাঙ্গালা শকারের ন্যায়। গুপ্ত মুদ্রার জ এবং একার সংযোগও বাঙ্গালার মত।

৯ম। কাশী অবধি কটক পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, কুটিলা অক্ষর ব্যতীত সকলেরই বকার ত্রিকোণ।

১০ম। বসুদেবের নামাঙ্কিত মুদ্রার বর্ণের সহিত বাঙ্গালা অক্ষরের অনেক সাদৃশ্য আছে।

† ললিত বিস্তার। (বৌদ্ধগ্রন্থ)

‡ গয়ায় শ্রীযুক্ত কনিংহাম প্রাপ্ত প্রস্তরে লিখিত আছে 'ভগ-বতি পরিনির্ব্বৃত্তি সম্বৎ ১৮১৯কার্ত্তিকবদি ১ বুধি'। পণ্ডিত বাপুদেব গণনামতে খৃঃ ১৩৪১ অব্দের ৭ অক্টোবর ১ কার্ত্তিকে বুধবার হইয়াছিল। অতএব এখন বুদ্ধ নির্ব্বাণ শক ২৩৫৩।

বাঙ্গালার সংখ্যা বোধক চিহ্ন কতদিনের তাহাও দেখা উচিত। তাহাও বড় অল্পদিনের হইবে না।

প্রথমতঃ, বাঙ্গালার ছয় বোধক অঙ্কের আকার পিঙ্গলকৃত প্রাকৃত ব্যাকরণে পাওয়া যায়।*

দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালা চারি বোধক চিহ্নের প্রমাণ অপর এক ব্যাকরণ হইতে পাওয়া যায়।**.

তৃতীয়তঃ, বাঙ্গালা সাতের পরিচয় বররুচি কৃত † পত্র কৌমুদীতে পাওয়া যায়। শ্রীহরি লিখিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাত ব্যবহৃত হয়।‡

অঙ্ক গুলি বাস্তবিক অক্ষর মাত্র। সমস্ত শব্দটি না লিখিয়া সেই শব্দ মধ্যস্থ একটী সহজ অক্ষর লওয়া হইয়াছে। প্রায় সকল গুলিই আদ্য অক্ষর। বহুকাল লিখিত হওয়াতে এক্ষণে সরল হইয়া গিয়াছে, সহজে বোধ হয় না। এ হইতে ১, দ হইতে ২, ত হইতে ৩, চ হইতে ৪, প হইতে ৫, ছ হইতে ৬, স হইতে ৭, ট হইতে ৮ ও ন হইতে ৯ হইয়াছে। পূর্ব্বতন অক্ষর ও অঙ্ক দেখিলে এইগুলি স্পষ্ট বোধ হয়। এখন মুদ্রা যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষর ও অঙ্ক গুলিকে সুদৃশ্য করিয়া লওয়া হইয়াছে। সকারের বামদিকস্থ মুখ পূর্ব্বে প্রসারিত থাকিত। প ণ ছ প্রভৃতি অনেক অক্ষর মুদ্রা যন্ত্র প্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা বিভিন্নাকার ধারণ করিয়াছে।

* "ছগুরুবঙ্কদুমত্তো অগ্নো হুহোই সুদ্ধ একক অলো।"
পিঙ্গলকৃত প্রাকৃত ব্যাকরণ।

** স্তনযুগাকৃতিশ্চতুরঙ্কো বিসর্গশ্চ।

† "শ্রীমান বররুচির্ধীমান তনোতি পত্র কৌমুদীম্"।

‡ "অঙ্কুশং প্রথমং দদ্যাৎ মঙ্গলার্থং বিচক্ষণঃ। মধ্যেবিন্দু-সমাযুক্তমধঃ সপ্তাঙ্কযোজয়েৎ। পত্রকৌমুদী

অঙ্কুশ—আঁকুশী।

যাহা হউক, বাঙ্গলা ভাষা, বাঙ্গালা অক্ষর ও অঙ্ক প্রাচীন বলা হইল বলিয়া যে তৎকালে সকলই এক্ষণকার মত ছিল ইহা বলিবার কদাপি অভিপ্রায় নহে। অনেক পরিবর্ত্তনে এই রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সদ্যোজাত মগধের ভাষা বা দেবনাগর হইতে যে বাঙ্গালা ভাষা বা অক্ষর উৎপন্ন হয় নাই ইহাই বলিবার তাৎপর্য্য। বাঙ্গালার পৃথক্ অক্ষর ও পৃথক্ ভাষা বহুদিনাবধি আছে, এবং সংস্কৃতই তাহার একমাত্র মূল। কোন্ শতাব্দী হইতে কোন্ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভাষার ও অক্ষরের কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা সাহিত্য খণ্ডের সাহিত্য বিভাগে প্রকাশিত হইবে।

বাঙ্গালার সাধুভাষা কেবল বিভক্তি বিচ্ছিন্ন সংস্কৃত মাত্র। যে স্থলে সংস্কৃত ভাষায় কোন শব্দে বিভক্তি যোগ করিলে তাহার পরিবর্ত্তন হয় না সেখানে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পৃথক্ হওয়া সুকঠিন। সমাস বাহুল্য স্থলে ও সম্বোধনে প্রায়ই এইরূপ ঘটনা দেখা যায়। অপর, উভয়ের অধিকরণ কারকে প্রায়ই একরূপ বিভক্তি এবং কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত পদের সহিতও সময়ে সময়ে ঐক্য হওয়াতে বাঙ্গালার অনেক স্থান সংস্কৃতের ন্যায় হইয়া উঠে। কিন্তু অপভাষার সহিত অপেক্ষাকৃত অনেক অনৈক্য আছে।

যাহা হউক কালক্রমে ব্যাকরণ জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়াতে সংস্কৃত বাক্য সমূহের বিভক্তিভ্রম ও সহজে উচ্চারণ জন্য স্থান বিশেষে বিশেষ বিশেষ বর্ণাদির বর্জ্জন, পরিবর্ত্তন, সংযোজন ও বিশ্লেষ প্রভাবে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। যথা রামঃ রাম, দুগ্ধ দুধ, বাটী বাড়ী, ধনু ধনুক, রামাগত রাম আগত ইত্যাদি। কোন কোন বাক্য দুই অথবা ততোধিক প্রক্রিয়া দ্বারা সাধিত, যথা পল্যঙ্কপালং। এস্থলে বর্জ্জন পরিবর্ত্তন ও সংযোজন

তিনই ঘটিয়াছে। এই কয়েকটী উপায়কেই ভাষা সারল্যের কারণ বলিতে হইবে। বিশ্লেষ একমাত্র কারণ নহে। মাতৃষ্বসা মাসী, পিতৃষ্বসা পিশী, খদিকা খৈ, ভ্রাতৃ-জায়া ভাজ ইত্যাদি পদ,বিশ্লেষ অবলম্বন করিয়া হয় নাই। কারক ও ক্রিয়াদি বোধক চিহ্ন ব্যাকরণ বিস্মৃত হওয়াতে সংস্কৃত হইতে ভিন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অপভ্রংশের আপাততঃ এই কয়েকটী সামান্য নিয়ম লেখা গেল।

১। যদি আদ্যবর্ণ অকারান্ত থাকে তাহা হইলে তৎপরস্থ বর্ণের অবস্থান্তর হইবামাত্র অকার প্রায়ই আকার হইয়া যায়; যথা ছত্র ছাতা। এস্থলে পরস্থিত বর্ণ ত্র হইতে র বিচ্ছিন্ন হইবামাত্র ছ দীর্ঘস্বরান্ত হইল। এইরূপ পক্ষি পাখী, মক্ষিকা মাছি, পত্র পাতা, বজ্র বাজ, চক্র চাকা, কজ্জল কাজল, পক্ক পাকা, গড্ডলিকা গাড়োল মস্তক মাতা, পদ পা, হস্ত হাত, ইত্যাদি।

২। আদ্যবর্ণের পরে অনুস্বার, ণ,ন, ঞ, বা ঙ থাকিলে প্রায়ই চন্দ্রবিন্দু হইয়া উচ্চারিত হয়। এবং পূর্ব্ব নিয়মানুসারে আদ্যবর্ণের শেষস্থ অকার স্থানে আকার হয়। যথা বংশ বাঁশ, হংস হাঁস, দন্ত দাঁত, বণ্টন বাঁটা, আমিষ আঁষ, শঙ্খ শাঁখ, ঝঞ্ঝা ঝাঁজ, ধূম ধূঁয়া, গ্রাম গাঁ, চন্দ্র চাঁদ, বানর বাঁদর ইত্যাদি।

৩। কোন বর্ণের শীর্ষে রেফ থাকিলে প্রায়ই বর্জ্জিত হয়। যথা শীর্ষ শীষ, কর্ণ কাণ, সর্প সাপ, কার্ত্তিক কাত্তিক, চর্ম্ম চাম, ঘর্ম্ম ঘাম, পার্শ্ব পাশ, দুর্গা দুগ্গা ইত্যাদি। কখন কখন রেফ রকারও হইয়া থাকে; যথা মূর্খ মুরুখ্খু, সর্ষপ সরষে ইত্যাদি।

৪। রফলা প্রায়ই উচ্চারিত হয় না। যথা সূত্র সূতো, গাত্র গা, বজ্র বাজ, যোক্ত্র যোত্, ছত্র ছাতা,পুত্র পুত ইত্যাদি। রফলা স্থানে রকারও দেখা যায়; আদ্যবর্ণের রফলাই অধিক রকার হয়। যথা, প্রাণ পরাণ, ত্রাণ তরান, ত্রাস তরাস, প্রেত পেরেত, গ্রহ গেরো, ভাদ্র ভাদ্দর ইত্যাদি।

৫। ঋকার প্রায়ই ইকারে পরিবর্ত্তিত হয়। যথা সৃষ্টি সিষ্টি, দৃষ্টি দিষ্টি, ঘৃত ঘি, কৃপণ কিপ্‌পণ, কৃষাণ কিষেণ, বৃন্দাবন বিন্দাবন, বৃত্তান্ত বিত্তান্ত, প্রবৃত্তি পিবিত্তি ইত্যাদি। কিন্তু প্রাকৃত ব্যাকরণানুসারে বৃন্দাবন বুন্দাবন, বৃত্তান্ত বুত্তান্ত, প্রবৃত্ত পউত্ত হয়। ধাতুমাত্রের ঋকার প্রায় র হয়। যথা কৃত করা

৬। বাক্যের আদ্য ল প্রায়ই নকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা লোক নোক, লক্ষণ নক্ষণ, লতা নতা, লঙ্কা নঙ্কা, লবঙ্গ নঙ্গ, লবণ নুণ, লাউ নাউ ইত্যাদি।

৭। আদ্য ঐকার কখন কখন লোপ হয়। বৈশাখ বশেখ, দৈত্য দত্তি, জৈষ্ট জষ্টি, ঐক্য অক্কি ইত্যাদি। কিন্তু প্রাকৃত ভাষার স্থানে স্থানে ঐকার একার হয়, যথা কৈলাস কেলাস, ত্রৈলোক্য তেল্লোক ইত্যাদি।

৮। বাক্যের শেষস্থ ক প্রায়ই গ হইয়া উচ্চারিত হয়। যথা বক বগ, কাক কাগ, শাক শাগ ইত্যাদি।

৯। শেষে যফলা থাকিলে তাহার স্থানে ইকার হয়। যথা ঐক্য অক্কি, বাক্য বাক্কি, সত্য সত্তি, দৈত্য দত্তি, দৌরাত্ম্য দৌরাত্তি।

১০। অন্ত্য ণ্ড প্রায়ই ড় হয়। যথা ষণ্ড ষাঁড়, মুণ্ড মুঁড়, কুণ্ড কুঁড়ে, ভাণ্ড ভাঁড়, দণ্ড দাঁড়া ইত্যাদি।

১১। অল্পাক্ষর বিশিষ্ট কোন বাক্যের দ্বিতীয়াক্ষর ত দ বা ধ থাকিলে প্রায়ই তাহার লোপ হইয়া তাহাদিগের স্বরবৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ব বর্ণে যুক্ত হয়, যথা দধি দৈ, খদিকা খৈ, বধূ বৌ, মধু মৌ, চতুঃ চৌ, যতু যৌ, পাদ পৈ, ছদিস ছৈ ইত্যাদি।

১২। হসন্ত তকারের পর স থাকিলে প্রায়ই উভয়ে মিলিয়া ছ হয় যথা বৎস বাছা,মৎস্য মাছ,কুৎসা কুচ্ছা,চিকিৎসা চিকিচ্ছেইত্যাদি।

১৩। শব্দশেষস্থ অকারের উচ্চারণ হয় না, যথা রাম রাম্ শ্যাম শাম্, দেব দেব্, শিব শিব্ ইত্যাদি।

১৪। ক্ষকারের উচ্চারণ খর ন্যায় হয়। যথা,ক্ষেত্র খেৎ, ক্ষণ খণ, ক্ষুর খুর, ক্ষুধা খীদে, ক্ষার খার, ক্ষীর খীর, ক্ষুদ্র খুদে ইত্যাদি।

১৫। যুক্ত বর্ণের প্রায়ই একটী বর্জ্জিত হইয়া উচ্চারিত হয়, যথা নিম্ব নিম, দুগ্ধ দুধ, মুদ্গার মুগুর, বিল্ল বেল, কদম্ব কদম, হস্তী হাতী, সপ্ত সাত, অষ্ট আট ইত্যাদি।

১৬। ধাতুমাত্র প্রায়ই আকারন্ত। যথা, খাওয়া, দেওয়া, যাওয়া ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষা অবয়ব ধারণ করিলে, পরে প্রাকৃত, পার্ব্বতীয়, পারসী, আরবী, চীন, পোর্ত্তুগীজ, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার বাক্যাদি মিলিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগের ভাগ অতি অল্প। যে কারণে, যে সময়ে ও যতগুলি, ভিন্ন ভাষা সম্বন্ধীয় বাক্য বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে তাহা বিস্তারিতরূপে যথা যোগ্য স্থলে লিখিত হইবে। আদিম অসভ্যের কোন সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে যে সকল অসভ্য বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করিয়াছে, তাহাদিগেরই দুই একটা কথা প্রাদেশিক ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছে।

কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে ঢেঁকী, কুলা, ধুচুনি প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আদিম অসভ্যদিগের ভাষার শেষাংশ। শ্রবণ মাত্রেই ইহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আর্য্যেরা পূর্ব্বে উদূখল মুষল ব্যবহার করিতেন। তাহাই ক্রমে সভ্য হইয়া ঢেঁকী যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যন্ত্রাদির নাম অসভ্য ভাষায় থাকা অসম্ভব। তবে কি আর্য্যেরা অসভ্য, ও বাঙ্গালার আদিম অধিবাসিগণ তাঁহাদিগের অপেক্ষা সভ্য ও বিজ্ঞ ছিল? অসভ্যেরা ফল মূল ও মৃগয়া দ্বারা প্রাণ ধারণ করে। কৃষি বাণিজ্যাদি সভ্য জাতির কার্য্য। ঢেঁকী কুলা ধুচুনী তিনটী কৃষি সম্বন্ধীয় শব্দ—কেবল কৃষি সম্বন্ধীয় নহে, বিলক্ষণ বিলাসেরও লেশ

আছে। ধান্য ঢেঁকী দ্বারা পরিষ্কৃত হইলে, তাহা পুনঃসংস্করণ জন্য কুলার আবশ্যক। তাহাতেও যদি শরদ শশীর আলোকের ন্যায় অন্ন শুভ্র বর্ণ না হয় তজ্জন্য তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত। সেই হেতু ধুচুনীর প্রয়োজন। এ সকল সামান্য আদিম নিবাসীর ভাবা নহে। ইদানীন্তন কালের প্যারিস্ নগরীস্থ লোকের ন্যায় আদিম নিবাসী হইলে হইতে পারে। অধিকন্তু এই তিনটী শব্দই সংস্কৃত মূলক। এবং সংস্কৃত মূলক বলিয়া অনায়াসেই বোধ হয়। শব্দার্থ ধ্রেক্ ধাতু হইতে ঢেঁকী, সংঘাত ও রাশী করণার্থ কুল ধাতু হইতে কুলো ও ধৌত-করণার্থ ধাব ধাতু হইতে ধুচুনী হইয়াছে।

কোন বিজ্ঞ বিজাতীয় পণ্ডিতের মতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পেট, ভেড়া, পোনে, খুঁটী আদি কতকগুলি শব্দ সাঁওতালী ভাষা হইতে গৃহীত। এই মত অবলম্বন করিয়া অনেকে বাঙ্গালাকে সাঁওতালী হইতে জাত কহেন। কি আশ্চর্য্য! সংস্কৃত ব্যতীত ইহার একটীও সাঁওতালী কথা নহে। সংস্কৃত অপভ্রষ্ট হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে এবং বাঙ্গালা হইতে সাঁওতালেরা গ্রহণ করিয়াছে। সাঁওতালদিগের হইতে বাঙ্গালায় গৃহীত হয় নাই।

"পেট"—সংস্কৃত "পিচিণ্ড" হইতে জাত। ইহা সকলেই জানেন এবং সংস্কৃত অভিধান মাত্রেই আছে। "পিচিণ্ড কুক্ষী জঠরোদরং তুন্দমিত্যমরঃ।" পিচিণ্ড হইতে পেট, কুক্ষী হইতে কোঁক, জঠর হইতে জটর ইত্যাদি হইয়াছে।

"ভেড়া"—'মেঢ্র' হইতে জাত। "মেঢ্রোরভ্রোরণোর্ণায়ু মেষ বৃষ্ণয়এড়কাঃ" ইত্যমরঃ। সংস্কৃত মেঢ্র, উড়িয়া মেঢ়া বা মেণ্ঢা, বাঙ্গালাভাষায় কোন প্রদেশে মেড়া, কোন প্রদেশে ভেড়া ও কোন প্রদেশে ভ্যাড়া বলে। ভেড়ার সংস্কৃত আর এক নাম "এড়ক"।

"পৌনে"—সংস্কৃত 'পাদোন' হইতে পৌনে। আমরা কথা বার্ত্তায় পৌনে বলি কিন্তু শুদ্ধ ভাষায় লিখিবার সময় পাদোনই ব্যবহার করি। পাদোন ঐ পৌনে অর্থে জ্যোতিষের সহস্র সহস্র স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ঊন শব্দ প্রয়োগ আশ্চর্য্য নহে, ঊনবিংশতি ঊনত্রিংশৎ ঊনপঞ্চাশৎ ইত্যাদি সকল স্থলেই ঊন রহিয়াছে। অত্যল্প অবশিষ্ট থাকিলে ঊন প্রয়োগ করিয়া সম্পূর্ণ পদার্থের উল্লেখ করা রীতি।

খুঁটী খোঁটা—পঙ্গুভাবার্থ খুণ্ড ধাতু হইতে খোঁটা খুঁটী আদি হইয়াছে। "খুণ্ড" "খুড্" বা খুড়ি" হইতেই আবার খুড়ো হইয়াছে। যথা, খাটের খুড়ো।

যত—যদ শব্দ হইতে যে পরিমাণ ইত্যর্থে ব্যবহৃত হয়। যত বলিতে সকল বুঝায় না।

বাঙ্গালার সহিত অসভ্য ভাষার ব্যাকরণ ঘটিত কোন সম্বন্ধই নাই। দুই চারিটি কথা অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করিতে যাওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ সে কথা গুলিও স্পষ্ট সংস্কৃত। অতএব বাঙ্গালা ভাষা অসভ্যজাত নহে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিভক্তি প্রয়োগ বিষয়ে সংস্কৃতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য।

সংখ্যা ও কারক বোধক চিহ্নের নাম বিভক্তি। বিভক্তি সাত প্রকার; যথা, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

প্রথম—বাঙ্গালায় প্রথমাবোধক কোন চিহ্নই নাই। সংস্কৃত

প্রথমার এক বচন প্রায়ই বিভক্তিচ্যুত হইয়া বাঙ্গালায় প্রথমার একবচনের কার্য্য করে। অভিধেয় মাত্রে, কর্ত্তায় ওসম্বোধনে প্রথমা হয়। যথা, বৃক্ষ, জল পড়িতেছে, হে পুত্র ইত্যাদি।

দ্বিতীয়—সংস্কৃত দ্বিতীয়ার একবচন বিভক্তিচ্যুত হইয়া বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট বিভক্তি নাই। কর্ম্ম কারকে, ক্রিয়াবিশেষণে, ব্যাপ্তি অর্থে, অধ্ববাচক ও কাল-বাচক শব্দের উত্তর এবং ধিক্ ও বিনা যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, জল লইতেছে, মধুর হাসিতেছে, এক ক্রোশ জঙ্গল রহিয়াছে, একমাস পড়িতেছে, কৃপণকে ধিক্, শ্রম বিনা ফল হয় না।

কে—কে ও রে দ্বিতীয়ার বিভক্তি নহে। "প্রাক্ টেরক্ স্বার্থে"প্রাতিপদিকের টির পূর্ব্বে অক্ হয়; যথা, কন্যা এব কন্যকা। এই ককারের অনুসরণ করিয়া আমাকে তোমাকে তাহাকে ইত্যাদি বাক্যের 'ক' আগম হইয়াছে। বস্তুতঃ"ক" বা'কে' কারক বিজ্ঞাপক চিহ্ন কদাপি নহে। প্রথমতঃ, কর্ম্মকারক স্থলে আমরা যে 'কে' ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা কর্ম্ম কারকের বিভক্তি স্বরূপে ব্যবহৃত হয় না। তাহা হইলে কর্ম্ম কারক মাত্রেই 'কে' দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু বৃক্ষচ্ছেদন কর, অন্ন আহার কর, তিনি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, এস্থলে কর্ম্ম কারকে কে যোজিত হয় না। বিশেষ অনু-ধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, বস্তু বা ব্যক্তি, বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিতে হইলেই আমরা তদর্থে"কে"ব্যবহার করিয়া থাকি—কর্ম্ম কারকের জন্য নহে। কার্য্য স্থলে ব্যক্তি নির্দ্দেশ সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য এবং কর্ত্তা ও কর্ম্মের পৃথক করণার্থ একটী চিহ্ন পাওয়া আবশ্যক বলিয়াই সর্ব্বদা ব্যক্তিবাচক শব্দের উত্তর কে দেখিতে যায়। যথা রাম, হরিকে ডাক।

যখন ব্যক্তি ব্যতীত অপর পদার্থ নির্দ্দেশ করিতে হয় তখনও এই রূপ হইয়া থাকে। যথা, সেই শুকটীকে ছাড়িয়া দাও।

অপিচ "কুকুর মার কেন" বলিলে সামান্যতঃ সকল কুকুরকে প্রহার করা বুঝায়। কিন্তু "কুকুরকে মার কেন" বলিলে কোন পোষা কুকুরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। উদ্ভিদ ও অচেতন পদার্থ স্থলেও এইরূপ হয়। যথা, সামান্যতঃ বলিতে গেলে "গাছ কাটিবে" বলা যায়; কিন্তু নির্দ্দেশ স্থলে "গাছটাকে কাটিবে" বলা ব্যবহার আছে। 'সোণা আনিয়াছ' ও 'সোণাটাকে আনিয়াছ' বলিলে এক স্থলে অনির্দ্দিষ্ট ও অপর স্থলে নির্দ্দিষ্ট সোণা বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ, কেবল কর্ম্মকারকেই কে দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ নহে। পশ্চিমাংশের অনেক স্থানে অনেক সময়ে প্রায় সর্ব্বকারকেই 'কে' দেখা যায়। কর্ত্তৃপদে "ক" যথা, আমাকেই পাক করিতে হইল। কর্ম্মে যথা, তুমি রামকে দেখিয়াছ। করণে যথা, লাঠিকে করে মেলে। সম্প্রদানে, যথা, আমাকে পুস্তক দাও। অপাদানে যথা, গাছকে হতে নাম। অধিকরণে। যথা, মাঠকে যা ইহাতেই বোধ হয় "কে" কর্ম্ম কারকের চিহ্ন কদাপি হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, যদি কে কর্ম্মকারকের চিহ্ন হইত তাহা হইলে ইহার ব্যবহার বাঙ্গালার সর্ব্বত্র দেখা যাইত। কিন্তু প্রায় বাঙ্গালার অর্দ্ধভাগের লোক "কে" ব্যবহার করে না। পূর্ব্বাংশের প্রায় সমস্ত লোক "কে" স্থলে রে ব্যবহার করে। সুতরাং কে, কর্ম্মকারকের বা দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন কোন প্রকারে হইতে পারে না।

স্বার্থে ক প্রত্যয় হইতে "কে" উদ্ভূত হইয়াছে। সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত ভাষায় ইহার ব্যবহার অধিক দেখা যায়; এবং সর্ব্বাপেক্ষা শকারি ভাষায় অধিক। ক্রমশঃ এইরূপ বাহুল্য প্রয়োগ হওয়াতে মধ্য সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সর্ব্বত্র কে, ব্যবহার হইতে লাগিল। বাঙ্গালার পশ্চিমাংশ মগধের সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় প্রাকৃত ভাষার অনুকরণ করিয়াছে। ভাষার উন্নতি,

গ্রন্থাদি রচনা, পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য বাঙ্গালার পশ্চিমাংশ হইতে হয়। এজন্য সকল গ্রন্থেই কে ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং তাহাই এক্ষণে সুসভ্য প্রথা হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব দেশের প্রতাপ অল্প বলিয়া গ্রন্থাদিতে "রে" ব্যবহার অল্প।

"রে" কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই বিভক্তি শূন্য হওয়ায় পৃথক করণার্থ একটা চিহ্নের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। আপনা হইতে পরকে পৃথক করণার্থে সম্বোধনের চিহ্ন প্রথমে যোজিত হয়। সেই হেতু কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ে এক ভাবাপন্ন হইলে সম্বোধনের চিহ্ন দ্বারা কর্ম্ম পৃথক হইয়া পড়িত। কোন কোন প্রদেশে "হে" পদ দ্বারা কারক পৃথক হয়। কিন্তু তাহাদিগের ভাগ অতি অল্প এবং সে সকল লোকও প্রায় অসভ্যের মধ্যে গণ্য। পূর্ব্বে বাঙ্গালার অনেক স্থানে "রে" দ্বারাই কর্ত্তা কর্ম্ম পৃথক হইত। সেই প্রাচীন ব্যবহার এক্ষণে পূর্ব্ব দেশাদি স্থানে আছে।

সংস্কৃত ভাষায় অবজ্ঞা স্থলে সম্বোধনে রে হয়। গৌড়ীয় ভাষাতেও সেই প্রথা প্রচলিত আছে। "অরে" "হারে" ইত্যাদি শব্দ নীচ ব্যক্তির প্রতিই প্রয়োগ হয়। কখন কখন অতি প্রিয়তর ব্যক্তিদিগের প্রতিও অবজ্ঞা সূচক শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। সন্তান ও নিতান্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবাদি এবং কখন কখন দেব দেবী পর্য্যন্তও অবজ্ঞাসূচক শব্দে অভিহিত হন। যথা, 'তুই শিবকে কল্লি শ্মশানবাসী'।

এ সময়ে ইহাদের আর তাদৃশ কার্কশ্যভাব থাকে না, ক্রমশঃ মধুর হইয়া উঠে। রে পদের ব্যবহার এইরূপে প্রচলিত হয়। বাস্তবিক "রে" সম্বোধনের চিহ্নমাত্র। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে স্পষ্ট অনুভূত হইবে।

" যদুপতিরে খেলিতে আর যেওনা নগরে!
আমি সইতে নারি বারণ করি তোরে"॥

রে, প্রথমে মধ্যম পুরুষ, পরে প্রথম পুরুষে ব্যবহৃত হইয়া বিভক্তির ন্যায় হইল। সময়ে সময়ে উত্তম পুরুষেও ব্যবহৃত হয়; যথা, আমারে করিতে হইবে। "কে" ভাষা মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় "রে" ব্যবহার অনেক হ্রাস হইল। পূর্ব্ব দেশে আবাল বৃদ্ধ বনিতা রে ব্যবহার করিয়া থাকে। এক্ষণে পদ্যের অনুরোধে অনেকে "রে" ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন।

যাহা হউক ব্যক্তিবাচক শব্দের উত্তর কর্ম্মকারকে কে ও 'রে' প্রদেশ ভেদে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহারা কর্ম্মের চিহ্ন নহে। এজন্য কোন কোন স্থলে ইহাদিগকে দেখা যায় না। যথা—

"যাই আমি বৃন্দাবনে, শ্যামচাঁদ দরশনে"।

গদ্যে——আমরা রাজা দেখিতে গিয়াছিলাম ইত্যাদি।

কর্ম্ম ও সম্প্রদানে যে কখন কখন "য়" দেখিতে পাওয়া যায় তাহা "রে" হইতে উৎপন্ন। সকল "য়" অধিকরণ হইতে উদ্ভূত নহে। "রে" কর্কশ ভাব পরিত্যাগ করিয়া অনেক সময়ে য়কারে পরিবর্ত্তিত হয়। সে কেবল অধিকতর মধুরতার জন্য। যথা—

"কি ধন আছে বল দিব হে তোমায়"।

তৃতীয়—তৃতীয়ার বিশেষ কোন বিভক্তি নির্দ্দিষ্ট নাই। দ্বারা, দিয়া, করিয়া, কর্ত্তৃক ও কখন কখন একার সংযোগে তৃতীয়ার কার্য্য হয়। করণে তৃতীয়া হয়।

চতুর্থ—চতুর্থী বোধক কোন চিহ্নই নাই। কেবল কে, রে, য়, হেতু, নিমিত্ত, জন্য, কারণ, প্রযুক্ত, বশতঃ, ইত্যাদি স্থল বিশেষে প্রয়োগ হয়। কিন্তু হেতু আদি কতকগুলিকে পৃথক জ্ঞান করিয়া তৎপূর্ব্বে সম্বন্ধের বিভক্তিও যুক্ত হইয়া থাকে। সম্প্রদানে, নিমিত্তার্থে, নিবৃত্তি অর্থে নিবর্ত্তনীয়ের উত্তর ও নমস শব্দ যোগে চতুর্থী হয়। যথা আমাকে আমারে বা আমায় দাও, যূপ নিমিত্ত কাষ্ঠ বা যূপের নিমিত্ত কাষ্ঠ, রৌদ্রহেতু, রৌদ্র

নিমিত্ত, রৌদ্র জন্য, রৌদ্র কারণ, রৌদ্র প্রযুক্ত, রৌদ্রবশতঃ ছত্র আনিলাম, অথবা, রৌদ্রের জন্য ছত্র আনিলাম; গুরুকে নমস্কার।

পঞ্চম—পঞ্চমীর রীতিমত বিভক্তি নাই। প্রাকৃত ভাষা হইতে 'হইতে' গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে পঞ্চমীতে সংস্কৃত জাত 'থেকে' 'থনে' আদি প্রদেশ বিশেষে ব্যবহৃত হইত। অপভাষার 'হোনে' প্রাকৃত জাত। অপাদানে, সংস্কৃত ল্যব্লোপের অনুকরণ করিয়া অধিকরণে, এবং কাল ও অধ্ব পরিমাণার্থে পঞ্চমী হয়। যথা গৃহ হইতে আসিতেছে; সিংহাসন হইতে দেখিতেছে অথবা সিংহাসনে বসিয়া দেখিতেছে; মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত; কলিকাতা হইতে হুগলী ১২ ক্রোশ ইত্যাদি।

তুলনাস্থলে নিকৃষ্টের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, ধন হইতে, বিদ্যা ভাল। কখন কখন পঞ্চমী বিভক্তির পরিবর্ত্তে 'অপেক্ষা' 'চেয়ে' ও 'করিতে' প্রয়োগ হয়। যথা, রাম অপেক্ষা রাম চেয়ে বা রাম করিতে শ্যাম ভাল। অপেক্ষা পদ পূর্ণ সংস্কৃত, অপপূর্ব্ব ঈক্ষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। চেয়ে ঈক্ষ ধাতুর রূপান্তর মাত্র। দর্শনার্থ চক্ষ ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ প্রত্যয় করিয়া তাহারই অপভ্রংশ হইতে চেয়ে হইতেছে। রাম চেয়ে অর্থাৎ রামকে দর্শন করার পর শ্যামকে ভাল বোধ হইতেছে। করিতে কৃত্বা হইতে জাত। রাম করিতে শ্যাম ভাল অর্থাৎ রামকে বিবেচনা বা রামের সহিত তুলনা করনানন্তর শ্যামকে ভাল বোধ হইতেছে। চেয়ে ও করিতে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদের অপভ্রংশ মাত্র।

অন্যার্থ শব্দের যোগেও পঞ্চমী দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, তোমা হইতে অন্য ভালবাসা আর কে আছে; তোমা হইতে অপর বন্ধু আর কেহই নাই। কখন কখন ভিন্ন ও ছাড়া আদি পদও ব্যবহৃত হয়। তুমি ভিন্ন, বা তুমি ছাড়া অন্য প্রিয়তর ব্যক্তি কেহই নাই। ভিন্ন পূর্ণ সংস্কৃত বাক্য। বর্জ্জনার্থ ছিদ ধাতুর

উত্তর ক্ত্বাচ প্রত্যয় করিয়া তাহারই অপভ্রংশে ছাড়া হইয়াছে। তুমি ছাড়া অর্থাৎ তোমাকে বর্জ্জন করিয়া অন্য প্রিয়তর ব্যক্তি কেহই নাই।

পৃথক্ শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়। কিন্তু বিনাশব্দ যোগে কোন বিভক্তিই যোজিত হয় না। যথা ধান্য হইতে পৃথক্; শ্রম বিনা বিদ্যা হয় না।

ষষ্ঠ—রকার ষষ্ঠীর চিহ্ন স্বরূপ। সংস্কৃতের অপভ্রংশ বা প্রাকৃত ভাষা হইতে ইহার উৎপত্তি।

টামোর্ণঃ। অতোঽনন্তরং টামোস্তৃতীয়ৈকবচনষষ্ঠীবহুবচনয়োর্ণকারোভবতীতি বররুচিঃ; যথা, অগ্গীণং মালাণং ণইণং ইত্যাদি। সংস্কৃত ভাষার ষষ্ঠীর বহুবচনে 'নাম' উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর অনুস্বর বা মকার চন্দ্রবিন্দু হইয়া উচ্চারিত হয়। ষষ্ঠীর বহুবচনস্থ এই ণঁ বা নাঁ হইতে রকারের উৎপত্তি। নকার অহরহঃ রকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্ব দেশস্থ লোকে অনেক সময়ে ন স্থানে র উচ্চারণ করে। তথাকার মাল্লারা নদে, না নবদ্বীপাদি উচ্চারণ করিতে রদে বা রবদ্বীপ উচ্চাচণ করে। উড়িষ্যাবাসী লোকেরা লবণ লবড় ইত্যাদি অনেক ণকারস্থানে ড়কার করিয়া থাকে। অপিচ খনন হইতে খোড়া আদি কথাও এইরূপে নকারস্থানে রকার হইয়া হইয়াছে। তাহাতে ণ বা না স্থানে যে র হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকে মূর্দ্ধণ্য ণকার ড়ঁকারের ন্যায় উচ্চারণ করে। ষষ্ঠীর বহুবচনে নদানাঁ বা নইণ স্থলে নদীর, অগ্গীনাঁ বা অগ্গীণ স্থলে অগ্নির আদি ব্যবহার এইরূপে বাঙ্গালায় প্রচলিত হইল। বাঙ্গালা ভাষায় বিভক্তির অভাব জন্য অধিকাংশ বাক্যই একবচন বা বহুবচনে সমভাবাপন্ন থাকে। কালে রকার একবচন ও বহুবচন উভয়েতেই প্রয়োগ হইতে লাগিল। বাঙ্গালায় ষষ্ঠী বিভক্তির ভূরি প্রয়োগ

দেখা যায়। যে কোন কারকই হউক না কেন দুইটী পদ সন্নিকৃষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ সম্বন্ধের সম্ভাবনা থাকিলে তৎক্ষণাৎ ষষ্ঠী বিভক্তি যোজিত হয়।

সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা আমার পুস্তক। কৃৎ প্রত্যয় প্রয়োগে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয়। যথা রামের যাওয়া হয় নাই। কিন্তু সকল কৃৎপ্রত্যয় প্রয়োগে হয় না। তাহার নিয়ম প্রায়ই সংস্কৃতের মত। কখন কখন কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। যথা গুরুকর্ত্তৃক শিষ্যের প্রশংসা অথবা গুরুর শিষ্যের প্রশংসা। তুল্যার্থ শব্দ যোগে ষষ্ঠী হয়। যথা আমার সম, তোমার তুল্য, তাহার মত, উহার সদৃশ ইত্যাদি। আশীর্ব্বাদ অর্থে অনেক স্থলে ষষ্ঠী হয়। যথা রাজন্ তোমার মঙ্গল হউক। দূরার্থ শব্দযোগে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী এবং অন্তিকার্থ শব্দ যোগে প্রায়ই ষষ্ঠী হয়। যথা নগর হইতে দূরে বা নগরের দূরে, গ্রামের নিকটে ইত্যাদি। নিমিত্তার্থ শব্দ যোগেও সময়ে সময়ে ষষ্ঠী হয়। যথা কিসের নিমিত্ত, কিসের হেতু, কিসের জন্য ইত্যাদি। দিগ্বাচক দেশবাচক ও কালবাচক শব্দের যোগে অনেক স্থলে পঞ্চমী না হইয়া ষষ্ঠী হয়। যথা গ্রামের পূর্ব্ব; অযোধ্যার পূর্ব্বভাগে মিথিলা; শয়নের পর ইত্যাদি।

সপ্তম—সপ্তমীর সংস্কৃতজাত অতি উৎকৃষ্ট বিভক্তি আছে। ই, য়, ত সংস্কৃতমূলক। অধিকরণে এবং নির্দ্ধারে মধ্যশব্দ যোজিত হইয়া তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা জলে অবগাহন করিতেছে, মনুষ্যমধ্যে বলবান্ ইত্যাদি। অনেক সময়ে মধ্যকে পৃথক জ্ঞান করিয়া তৎপূর্ব্বস্থ পদে ষষ্ঠীর বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা মনুষ্যের মধ্যে বলবান্।

অতএব দেখা গেল বিভক্তি প্রয়োগ সংস্কৃতানুযায়ী ও বিভক্তির চিহ্ন সংস্কৃত মূলক। এবং প্রাকৃত বা অপর ভাষার সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি অল্প।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কারক।

ক্রিয়ান্বয়ী পদের নাম কারক। কারক ছয় প্রকার; যথা কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, ও অধিকরণ।

কর্ত্তা ও তাহার চিহ্ন।

ক্রিয়ার সম্পাদক, প্রযোজক অথবা নিবর্ত্তকের নাম কর্ত্তা। যথা, তিনি ভোজন করিতেছেন, তিনি ভোজন করাইতেছেন অথবা তিনি ভোজন করিতেছেন না।

১। কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। বাঙ্গালায় প্রথমা বিভক্তি নাই। সংস্কৃত কর্ত্তৃপদই উচ্চারণ দোষে কোন কোন স্থানে বিভক্তি বর্জ্জিত হইয়া বাঙ্গালায় কর্ত্তারূপে গৃহীত হয়। যথা রাম গ্রামে গমন করিতেছে, সম্রাট্ আসিতেছেন।

২। সময় বিশেষে কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয়। বাঙ্গালায় সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তির 'এ' কার মাত্র চিহ্ন থাকে। সংস্কৃত হইতে ভাষা জন্মিবার সময় কর্ম্মণিবাচ্যের অধিক ব্যবহার ছিল। তদনুসারে কর্ত্তায় তৃতীয়ার বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া প্রকরণে এই বিষয় বাহুল্যরূপে, লিখিত হইবে। একার আকারের পর হইলে উচ্চারণ সময়ে য়কার হয়। কোন্ কোন্ স্থলে যে, কর্ত্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয় তাহার কোন নিরূপণ নাই। এক্ষণে ইতর জন্তুর প্রতিই প্রায় তৃতীয়া প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে মনুষ্য সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ তৃতীয়া ব্যবহৃত হইত। যথা প্রাচীন বাঙ্গালায়—

"ভরা হইতে শূন্য ভাল যদি ভরিতে যায়।
আগে হইতে পাছে ভাল যদি ডাকে মায়॥"

এস্থলে মা পদের পরিবর্ত্তে মায় হইয়াছে। কখন কখন য়কার সত্ত্বেও একার যোগ হইয়া থাকে। যথা—

"অবুতবু গিরিসুত মায়ে বলে পড় পুত।"

মা বলে ইত্যর্থে মায়ে বলে হইয়াছে। এখনও 'লোকে বলে' 'রাজায় খাজনা চায়' ইত্যাদি প্রয়োগ আছে। কে ও রে প্রয়োগ দ্বারা কর্ম্মপদ কর্ত্তা হইতে পৃথক করিবার উপায় হওয়াতে কর্ত্তায় একার সংযুক্ত করা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল। কিন্তু ইতর প্রাণীর প্রতি কে ও রে কর্ম্মকারকে সচরাচর প্রয়োগ হয় না। তজ্জন্য সাপ, বিজি খেয়ে ফেলালে বলিলে ভক্ষ্য ও ভক্ষক পৃথক হওয়া সুকঠিন। এস্থলে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই বিভক্তি শূন্য। কিন্তু কর্ত্তায় একার যুক্ত করা প্রথা থাকাতে আর কোন গোল-যোগ হয় না। যথা, সাপে বিজি খেয়ে ফেলালে। পূর্ব্বকালে কর্ত্তার চিহ্ন একার ছিল, কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রাণী মধ্যে কর্ত্তা ও কর্ম্ম পৃথক করিবার উপায় হওয়াতে এক্ষণে কেবল নিকৃষ্টের প্রতিই একার ব্যবহার আছে। যথা ঘোড়ায় ঘাস খায়, গাধায় ছালা বয়, শৃগালে শব্দ করে, বানরে উৎপাত করে ইত্যাদি। উকারান্ত শব্দের পর একার যোজনা করা সুকঠিন। তজ্জন্য অধিকরণের নিয়মানুসারে ইকারান্তাদি শব্দের পর কর্ত্তায় 'তে' যোজিত হয়। যথা, বুলবুলিতে ধান খায়, গরুতে দুগ্ধ দেয় ইত্যাদি।

৩। অনেক কৃৎ প্রত্যয় যোগে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয়। সে স্থলে কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদটীর বিশেষ্যের ন্যায় ভাব হইয়া থাকে। যথা, আমার যাওয়া হয় নাই।

৪। কোন বিষয় দৃঢ়ীকরণার্থ প্রযোজ্য প্রযোজকের কিঞ্চিৎ আভাস রাখিয়া কর্ত্তায় কে, রে বা য় যুক্ত হয়। যথা তোমাকে

* পূর্ব্বে একটি সংস্কৃত কবিতা বলা প্রথা ছিল। তাহাই ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত কবিতা যথা—

অবতুবো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা।
বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগম্॥

তোমারে বা তোমায় অবশ্য এ কার্য্য করিতে হইবে ; আপনাকে একবার তথায় যেতে হচ্ছে।

কর্ম্ম ও তাহার চিহ্ন।

ক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত পদের নাম কর্ম্ম।

সংস্কৃত কর্ম্মকারকই বিভক্তি বিভ্রষ্ট হইয়া বাঙ্গালায় কর্ম্ম রূপে গৃহীত হয়। যথা, পুষ্পং চিনোতি, পুষ্প চয়ন করিতেছে, শাখাং ছিনত্তি, শাখা ছেদ করিতেছে। কোন ব্যক্তিবাচক শব্দ কর্ম্মস্থলে গৃহীত হইলে তদুত্তর স্বার্থে 'কে' প্রত্যয় হয়। ভারত বর্ষের অনেক স্থলেই এইরূপ ব্যবহার আছে †। প্রাকৃত ভাষাই ইহার মূল। পূর্ব্ব প্রদেশে 'কে' স্থলে 'রে' ব্যবহৃত হয় এবং কখন কখন য়কারও সংযোজিত দেখা যায়। যথা, তোমাকে তোমারে বা তোমায় তিনি কি বলিয়াছেন? ইতর প্রাণীর প্রতি বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে কে প্রয়োগ হয়। যথা গরু ছাড়িয়া দাও, গরুকে ছাড়িয়া দাও বা গরুটাকে ছাড়িয়া দাও।

যেখানে কোন ক্রিয়ার দুইটী কর্ম্ম উপস্থিত হয় সেখানে ব্যক্তিবাচক শব্দে যেরূপ কে প্রয়োগ হয় তদ্রূপই হইয়া থাকে। যথা, তিনি আমাকে নগর দেখাইয়াছেন। গৌণকর্ম্ম হইলেই যে তদুত্তর 'কে' হয় ও মুখ্যকর্ম্ম হইলে যে হয় না এরূপ নহে। ব্যক্তিবাচক শব্দ থাকিলেই 'কে' প্রয়োগ হয় যথা, তিনি আমাকে রামকে দেখাইয়াছেন। কে দ্বিতীয়ার বিভক্তি নহে। তজ্জন্য দ্বিকর্ম্মকাদি স্থলে যদি ব্যক্তিবাচক শব্দ না থাকে তাহা হইলে বক্তা ইচ্ছানুসারে একটী কর্ম্মের স্থলে সম্ভবমত অপর কারক ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা তিনি বৃক্ষ হইতে পুষ্প

† হিন্দিভাষায় কো, উড়িষ্যাভাষায় কু, তেলগুভাষায় গই, তিব্বতীভাষায় গয়া বা গি, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লগী ইত্যাদি।

চয়ন করিতেছেন, রাম গরুর দুগ্ধ দোহন করিতেছে, শ্যাম ধান্য গৃহে লইয়া যাইতেছে ইত্যাদি।

করণ ও তাহার চিহ্ন।

ক্রিয়ার উৎকৃষ্ট সাধকের নাম করণ। করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। সচরাচর করণ কারকে দ্বারা শব্দের ব্যবহার দেখাযায়। দ্বারা শব্দ সংস্কৃত মূলক।

"দ্বাঃ উপায়ে। যথা জ্ঞান দ্বারা ভবেন্মুক্তিরিতি শব্দার্থ চিন্তামণি" 'দ্বারা' ব্যতীত করণ কারকে 'করিয়া' 'বাড়ী' 'লইয়া' আদি স্থলবিশেষে যোজিত দেখা যায়। কর্তৃক হইতে করিয়া, বর্দ্ধিত হইতে বাড়াইয়া বা বাড়ী ও নীত্বা হইতে লইয়া হইয়াছে। সচরাচর করণ কারক স্থলে যে 'দিয়া' শুনিতে পাওয়া যায় তাহা দ্বারার অপভ্রংশ মাত্র। যথা তোমাকে দিয়া এই কার্য্য করাইব, পয়নালা দিয়া জল পড়িতেছে, গবাক্ষ দিয়া বাতাস আসিতেছে ইত্যাদি। ক্রিয়াস্থলে যে দিয়া দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দাধাতু হইতে জাত। লোক করিয়া আনাইলাম অর্থাৎ লোক কর্ত্তৃক আনাইলাম। যষ্টীর বাড়ী প্রহার করিল অর্থাৎ যষ্টী বর্দ্ধিত করিয়া প্রহার করিল। ছুরিকা লইয়া কর্ত্তন করিল অর্থাৎ ছুরিকা গ্রহণ করিয়া কর্ত্তন করিল।

এ কারকে তৃতীয়ার চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়। অকারান্ত শব্দের তৃতীয়ার একবচনে এন যুক্ত থাকে; যথা নরেণ, ফলেন ইত্যাদি। ন ক্রমশঃ চন্দ্রবিন্দু হইয়া কেবল এ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। এই একারকে অবলম্বন করিয়া তৃতীয়ার ভূরি ভূরিপদ হইতে লাগিল। যথা দন্তে চর্ব্বণ করিল, কর্ণে শ্রবণ করিল; তলয়ারে কাটিল ইত্যাদি। এইরূপ প্রথা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সকল স্থানে একার প্রয়োগ হওয়া রীতি হয়। আকারান্ত শব্দের পর একার য়কার হয়। যথা পায় চলিয়া গেল, ঘোড়ায় আসিতেছে, জাঁতায়

ভাঙ্গিতেছে ইত্যাদি। পরে অধিকরণের বিভক্তির সহিত গোল-যোগ হইয়া ইকারান্ত ও উকারান্তাদি শব্দের উত্তর তে যোজন করা প্রথা হয়। যথা, যষ্ঠিতে প্রহার করিতেছে, চক্ষুতে দেখিতেছে ইত্যাদি।

সম্প্রদান ও তাহার চিহ্ন।

যাহাকে কোন বস্তু দেওয়া যায় তাহাকে সম্প্রদান কহে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। বাঙ্গালায় চতুর্থী বিভক্তির কোন স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যায় না। 'কে' ব্যবহারের সাধারণ নিয়মানুসারে ব্যক্তি বাচক শব্দের উত্তর সম্প্রদানেও "কে" সংযুক্ত হইয়া থাকে। যথা তিনি ব্রাহ্মণকে ধন দান করিলেন। অনেক স্থলে সম্প্রদান কারকে যে "এ" বা "য়" প্রয়োগ করা যায় তাহা সম্প্রদানের বিভক্তি "ঙে" হইতে জাত কি না বলা যায় না। অনেকে বাঙ্গালায় দা ধাতুকে দ্বিকর্ম্মক বিবেচনা করিয়া সম্প্রদানকে সচরাচর কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। কখন কখন সম্প্রদানে নিমিত্তাদি শব্দও যোজিত হয়।

অপাদান ও তাহার চিহ্ন।

বিশ্লেষার্থ বুঝাইলে অপাদান কারক হয়। যথা বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। প্রদেশ বিশেষে 'হইতে' 'থনে' "থেকে" "ঠাই" "হোনে" "তে" "এ" প্রভৃতি পঞ্চমী স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার পশ্চিমাঞ্চলে "হইতে" বলা রীতি আছে। "হইতে" প্রাকৃত মূলক।

"ভ্যসো হিংতোসুংতো" ইতি বররুচিঃ।

প্রাকৃত ভাষায় ভ্যস স্থলে অর্থাৎ পঞ্চমীর বহুবচনে হিংতো অথবা সুংতো হয়। যথা, অগ্গীহিংতো অগ্নি হইতে; ণই হিংতো নদী হইতে ইত্যাদি। হিংতো হইতে হইতের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশে "হঁতে" কথার ও ব্যবহার আছে। তদ্দ্বারা বিলক্ষণ

বোধ হইতেছে, যে হিংতো হইতেই হইতের উৎপত্তি। ইতর-লোক কথিত "হোনে" হইতেরই অপভ্রংশ। হইতে বহুবচনের বিভক্তি। কিন্তু একবচনেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। গৌড়ীয় ভাষায় অধিকাংশ স্থলে একবচন ও বহুবচনের ভিন্নতা থাকে না। এক বাড়ী হইতে লইয়া আসিলাম অথবা পাঁচ বাড়ী হইতে লইয়া আসিলাম বলাতে বাড়ী শব্দ উভয়েতেই একরূপ থাকে। ইহাতে বহুবচনের বিভক্তি একবচনে যোজিত হওয়া অসম্ভব নহে।

থনে ও ঠাঁই—পূর্ব্বাঞ্চল প্রচলিত 'থনে' সংস্কৃত মূলক। স্থান হইতে 'থনে' ও 'ঠাঁই' হইয়াছে। কাহার ঠাঁই প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ কাহার স্থানে প্রাপ্ত হইলে। পূর্ব্ব দেশীয় লোকে হইতের পরিবর্ত্তে 'থনে' ব্যবহার করিয়া থাকে।

'থেকে'——কখন কখন হইতের পরিবর্ত্তে সাধারণ কথায় থেকে ব্যবহৃত হয়। যথা, কোথা থেকে আসিলে। থেকে কথা সংস্কৃত মূলক। 'স্থিত্বা' হইতে থাকিয়া বা থেকে হইয়াছে। কোথায় থেকে আসিলে অর্থাৎ কোথায় থাকার পর এখানে আসিলে।

'ত' বা তে'—স্থলবিশেষে যোজিত ত বা তে সংস্কৃতমূলক।

"পঞ্চম্যা স্তসিল বা। সপ্তম্যাশ্চ"

পঞ্চমীতে বিকল্পে 'তসিল' হয়। তসিলের 'ত' থাকে। মামা হইতে জাত ইত্যর্থে মামাতো ভাই। আঁঠিতে চারা হয় ইত্যাদি।

'এ'—এ বিভক্তি সংস্কৃত মূলক। সপ্তমীর বিভক্তি হইতে জাত। অধিকরণের ঈষৎ ভাব থাকিলে পঞ্চমী স্থানে একার যোজিত হয়। যথা, বৃক্ষে ফল হয়; বীজে অঙ্কুর হয়; ধান্যে তণ্ডুল হয় ইত্যাদি।

ভীত্যর্থ ও ত্রাণার্থ ধাতুযোগে ভয়হেতু অপাদান হয়। যথা,

ব্যাঘ্র হইতে ভয় পাইতেছে, আপদ হইতে রক্ষা করিতেছে। পত্তির কারণে অপাদান হয়। যথা, জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। হওয়া ধাতুর প্রয়োগে আবির্ভাব স্থানে অপাদান হয়। যথা হিমালয় হইতে গঙ্গা আবির্ভূত হইয়াছে। বিরামার্থে অপাদান হয়। যথা বিবাদে ক্ষান্ত হও ইত্যাদি।

অধিকরণ ও তাহার চিহ্ন।

কর্ত্তা কর্ম্মের আধারকে অধিকরণ কহে। অধিকরণ সামান্যতঃ তিন প্রকার। ঐকদেশিক, বৈষয়িক ও অভিব্যাপক। যথা, বনে বাস করিতেছে, ধনে ইচ্ছা করিতেছে, তিলেতে তৈল আছে। সপ্তমী বিভক্তি স্থানে বাঙ্গালা ভাষায় এ, য়, তে, এই তিন বিভক্তি দেখা যায়। এবং এই তিনটীই সংস্কৃত মূলক। এ এবং য় কেবল ঙিরই রূপান্তর মাত্র। অকারান্ত শব্দের উত্তর ই বিভক্তি হইলে ই স্থানে'এ' হয়। যথা, ঘাটে, মাঠে, জলে, স্থলে, ধনে, মানে, রূপে, গুণে ইত্যাদি। বহুকালাবধি সর্ব্বদেশে অধিকরণের প্রায় একরূপ বিভক্তিই প্রচলিত আছে। যথা—

"গড্যা খর্পর মুণ্ডমাল যেজানে কলাই
কালিকা বাণে না রহে প্রাণে" ইত্যাদি——
"অনল বৈক্ষবে বেধ ব্রহ্মশূন্যে গণি।
বাণ একুশে রসে বিশে সাত উনিশে জানি॥
বসু শত্রু ফণি মৈত্র দিক পক্ষে মেলা।
শিবা চাঁদে দিবাকরে পৌষ্ণ সনে খেলা॥
কর ছাব্বিশ ভুবন পঁচিশ স্বাতি শতভিষা॥" ইত্যাদি।

য়—অকারান্ত শব্দের উত্তর 'ই' বিভক্তি হইলে তাহার স্থানে 'য়' হয়। যথা লতায়, পাতায়, শাখায়, পাখায় ইত্যাদি।

'তে—তে বিভক্তি সংস্কৃত 'স্তসিল' হইতে উৎপন্ন

"সপ্তম্যা স্তসিল বা"

বিকল্পে সপ্তমী স্থানে 'স্তসিল' হয়। যথা প্রথমতঃ প্রথমেতে।

বাঙ্গালায় অকার আকার ভিন্ন অপরস্বরান্ত শব্দের উত্তর সপ্তমীতে 'তে' হয়। ঐকার ও ঔকারের পর 'তে' বিভক্তি হইলে প্রায়ই তৎপূর্ব্বে 'য়ে' যোগ হইয়া উচ্চারিত হয়। যথা মতিতে, বালিতে, নদীতে, হাতীতে, মধুতে, চকুতে, ধনেতে, সিঁথেতে, বৈয়েতে, খৈয়েতে, সাঁকোতে, সাঁজোতে, জৌয়েতে, বৌয়েতে, ইত্যাদি। অকারান্ত ও আকারান্ত শব্দের উত্তরও সময়ে সময়ে তে ব্যবহৃত হয়। যথা, মাসেতে, মাছেতে, ছোলাতে ইত্যাদি। কখন কখন কাল ও দেশ বাচক শব্দের উত্তর অধিকরণের বিভক্তি থাকে না। যথা আমি সে দিন যাই নাই, কল্য এলাহাবাদ যাইব ইত্যাদি। বিভক্তিহীন দেশ বাচক শব্দগুলিকে কর্ম্ম বলিলেও ক্ষতি হয় না। যেহেতু "বিবক্ষা বশাৎ কারকানি"।

বক্তার ইচ্ছানুসারে কারক হয়। যথা গ্রামং গচ্ছতি, গ্রামে গচ্ছতি বা। গ্রাম কর্ম্ম ও অধিকরণ উভয়ই হইতে পারে।

কোন কোন প্রদেশে শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হইয়া তৎপরে অধিকরণের বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা মাঠকে যা, ঘরকে আয় ইত্যাদি।

এক্ষণে দেখা গেল যে কারক প্রয়োগ সংস্কৃতানুযায়ী এবং তৎচিহ্নও প্রায় সংস্কৃতমূলক। প্রাকৃত বা অপর ভাষার সহিত তাদৃশ সম্বন্ধ নাই।

ইতি প্রথম খণ্ড।